বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা, স্বাধীনতা। এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ধর্ম

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা, স্বাধীনতা। এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ধর্ম

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

বিশ্বাস, স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ধর্মকে শক্তিশালী করা

দ্বিতীয় সংস্করণ। 22 মার্চ, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বইটি মহৎ চরিত্রের তিনটি দিক নিয়ে আলোচনা করে: বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা, স্বাধীনতা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ধর্ম।

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে মহৎ চরিত্র অর্জনে সাহায্য করবে। জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 4 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা, স্বাধীনতা। এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ধর্ম

ঈমান মজবুত করা- ১

জামে আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম তাদের ইসলামকে সুন্দর করে তুলতে পারে না যতক্ষণ না তারা সেসব বিষয় এড়িয়ে চলে যা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এই হাদিসটিতে একটি সর্বব্যাপী উপদেশ রয়েছে যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত। এতে একজন ব্যক্তির বক্তৃতা এবং সেইসাথে তাদের অন্যান্য শারীরিক ক্রিয়াগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর অর্থ হল যে একজন মুসলমান যে তাদের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করতে চায় সেগুলিকে অবশ্যই কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে এড়িয়ে চলতে হবে, যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। এবং পরিবর্তে তাদের অবশ্যই সেই জিনিসগুলির সাথে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখতে হবে যা করে। যে বিষয়গুলো তাদের উদ্বেগজনক তা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা উচিত এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের সাথে যে দায়িত্বগুলো রয়েছে তা পালন করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে কেউ যদি তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা বা আকাঙ্ক্ষা অনুসারে জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে তবে তারা তাদের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের ঈমানকে পূর্ণতা দেয় সে সেসব এড়িয়ে চলে যা ইসলাম পরিহার করার পরামর্শ দিয়েছে। অর্থ, একজনকে তাদের সকল দায়িত্ব পালনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে, সমস্ত পাপ এবং ইসলামে অপছন্দনীয় জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে এবং এমনকি অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসের অতিরিক্ত ব্যবহার থেকেও

বিরত থাকতে হবে। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের একটি বৈশিষ্ট্য যা সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। এটি তখনই যখন কেউ মহান আল্লাহকে পালন করে এবং উপাসনা করে, যেন তারা তাকে পালন করতে পারে বা অন্ততপক্ষে তারা আল্লাহ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়। , মহিমান্বিত, তাদের প্রতিটি চিন্তা এবং কর্ম পর্যবেক্ষণ. এই ঐশ্বরিক নজরদারি সম্পর্কে সচেতন হওয়া একজন মুসলিমকে সর্বদা পাপ থেকে বিরত থাকতে এবং সৎ কাজের দিকে ত্বরান্বিত করতে উৎসাহিত করবে। যে বিষয়গুলোকে এড়িয়ে চলে না, সে এ শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছাতে পারবে না।

একজন ব্যক্তিকে উদ্বেগজনক নয় এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলার একটি প্রধান দিক বক্তৃতার সাথে যুক্ত। অধিকাংশ গুনাহ তখনই ঘটে যখন একজন ব্যক্তি এমন শব্দ উচ্চারণ করে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়, যেমন গীবত এবং অপবাদ। নিরর্থক কথা বলার সংজ্ঞা হল যখন একজন ব্যক্তি এমন শব্দ উচ্চারণ করে যা পাপপূর্ণ নাও হতে পারে কিন্তু অকেজো এবং তাই তাদের উদ্বেগের বিষয় নয়। সহীহ বুখারি, 2408 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, অনর্থক কথাবার্তা মহান আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন। অগণিত তর্ক, মারামারি এমনকি শারীরিক ক্ষতি হয়েছে কেবল এই কারণে যে কেউ এমন কিছু কথা বলেছে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। অনেক পরিবার বিভক্ত হয়ে গেছে; অনেক বিয়ে শেষ হয়েছে কারণ কেউ তাদের ব্যবসায় কিছু মনে করেনি। এ কারণেই মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন ধরনের উপকারী কথাবার্তার পরামর্শ দিয়েছেন যেগুলো নিয়ে মানুষের চিন্তা করা উচিত। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 114:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।

প্রকৃতপক্ষে, এমন শব্দ উচ্চারণ করা যা একজন ব্যক্তির উদ্বেগের বিষয় নয়, মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের প্রধান কারণ হবে। জামে আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2412 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, সমস্ত বক্তৃতা গণনা করা হবে। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যদি না এটি ভাল উপদেশ, মন্দ নিষেধ বা মহান আল্লাহর স্মরণের সাথে যুক্ত হয়। এর মানে হল যে অন্য সব ধরনের বক্তৃতা একজন ব্যক্তির উদ্বেগের বিষয় নয় কারণ তারা তাদের উপকার করবে না। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ভালো উপদেশ দেওয়া এমন কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে যা একজনের পার্থিব এবং ধর্মীয় জীবনে উপকারী, যেমন তারা পেশা।

অতএব, মুসলমানদের উচিত কথা ও কাজের মাধ্যমে এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা যা তাদের জন্য উদ্বেগজনক নয় যাতে তারা তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারে। সহজ করে বললে, যে ব্যক্তি সেসব বিষয়ের জন্য সময় উৎসর্গ করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়, সে তাদের উদ্বেগজনক বিষয়গুলিতে ব্যর্থ হবে। এবং যে ব্যক্তি তাদের উদ্বেগজনক জিনিসগুলির সাথে নিজেকে ব্যস্ত রাখে সে যে বিষয়গুলিকে চিন্তা করে না সেগুলি ব্যয় করার জন্য সময় পাবে না। অর্থ, তারা মহান আল্লাহর রহমতে উভয় জগতেই সফলতা অর্জন করবে।

পরিশেষে, যে ব্যক্তি তাদের বিষয়গুলির সাথে নিজেকে আবদ্ধ করে সে সমস্ত দরকারী পার্থিব এবং ধর্মীয় বিষয়গুলি সম্পূর্ণ করবে যার জন্য তারা দায়ী এবং তাই মানসিক শান্তি পাবে। মানসিক চাপের একটি প্রধান উত্স হল যখন একজন ব্যক্তি নিজেকে এমন কিছু নিয়ে আবিষ্ট করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়, কারণ এটি

তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়। সঠিক পদ্ধতিতে আচরণ করা একজনকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলি সম্পন্ন করার অনুমতি দেবে এবং নিশ্চিত করবে যে তাদের আরাম করার জন্য এবং তারা যে জিনিসগুলি উপভোগ করে তা করার জন্য তাদের প্রচুর অবসর সময় আছে।

ঈমান মজবুত করা- ২

সহীহ মুসলিম, 159 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করার এবং তারপর তার উপর অটল থাকার পরামর্শ দেন।

নিজের ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোযা এবং যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এটি ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অন্তর্ভুক্ত যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে এবং অন্যদের সাথে জড়িত। একজন মুসলিমকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে এই বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিসটি বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

পরিশেষে, এর মধ্যে এই দিকগুলোকে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী পূরণ করা জড়িত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

অবিচলতার মধ্যে উভয় প্রকারের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান ধরন হল যখন কেউ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে। গৌণ ধরন হল যখন কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্য কোন ভাল কাজ করে, যেমন প্রদর্শন করা । সুনানে ইবনে মাজা, ৩৯৮৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, অবিচলতার একটি দিক হলো সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করা এবং চেরি বাছাই করা থেকে বিরত থাকা কখন এবং কোন ইসলামী শিক্ষা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী অনুসরণ করবে।

অটলতার মধ্যে নিজেকে বা অন্যের আনুগত্য ও সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করা অন্তর্ভুক্ত। যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে অমান্য করে, নিজেকে বা অন্যকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে তাদের জানা উচিত যে তাদের আকাঙ্ক্ষা বা মানুষ কেউই তাদেরকে মহান আল্লাহ থেকে রক্ষা

করবে না। পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেন, তিনি তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু থেকে সুরক্ষিত থাকবেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে দৃশ্যমান না হয়।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসরণ করা এবং এ থেকে বিচ্যুত পথ অবলম্বন না করা। যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করবে তার আর কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটাই তাদের ঈমানে অটল থাকার জন্য যথেষ্ট। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে..."

এই আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে, অবিচল থাকার একটি দিক হল এমন কারো আনুগত্য করা যার হুকুম ও উপদেশ মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আন্তরিক আনুগত্যের মধ্যে নিহিত।

মানুষ নিখুঁত না হওয়ায় তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। সুতরাং ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে বরং এর অর্থ হল তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যদি তারা পাপ করে থাকে

তাহলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 ফুসসিলাত, 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."

জামি আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে, যা মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি (ছোট) পাপকে মুছে ফেলার পরামর্শ দেয় যা একটি সৎ কাজ সম্পাদন করে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই 2, হাদিস নম্বর 37-এ পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা তা করবে। নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবেন না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল মহান আল্লাহর অবিচল আনুগত্যে তাদের উদ্দেশ্য এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে তাদের যে সম্ভাবনা দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করা। এটা সম্ভব নয় বলে তাদের পূর্ণতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, কেউ তার আধ্যাত্মিক হৃদয়কে প্রথমে পরিশুদ্ধ না করে তাদের শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুধুমাত্র শুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করলেই হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

অবিচল আনুগত্যের জন্য একজনকে তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়কে প্রকাশ করে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, 2407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর অবিচল আনুগত্যে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে, মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক অনুতপ্ত হতে হবে এবং মানুষের অধিকারের সাথে জড়িত থাকলে তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 13:

"নিশ্চয় যারা বলেছে, "আমাদের রব আল্লাহ" অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

ঈমান মজবুত করা- ৩

সহীহ মুসলিমের ৯৯ নম্বর একটি দীর্ঘ হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। এই শ্রেষ্ঠত্ব বলতে বোঝায় আল্লাহ, মহান ও সৃষ্টির প্রতি একজনের আচরণ ও আচরণ। পবিত্র কুরআন জুড়ে শ্রেষ্ঠত্বের সাথে কাজ করার কথা বলা হয়েছে, যেমন অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 26:

"যারা উত্তম কাজ করেছে তাদের জন্য সর্বোত্তম [পুরস্কার] - এবং অতিরিক্ত..."

সহীহ মুসলিমের ৪৪৯ ও ৪৫০ নম্বর হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন। এই আয়াতে অতিরিক্ত শব্দটি বোঝায় কখন জান্নাতবাসীরা আল্লাহর ঐশ্বরিক দর্শন লাভ করবে। , মহিমান্বিত। এই পুরষ্কারটি সেই মুসলমানদের জন্য উপযুক্ত যারা শ্রেষ্ঠত্বের সাথে কাজ করে যেমন শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ হল একজনের জীবন পরিচালনা করা যেন তারা মহান আল্লাহকে সাক্ষ্য দিতে পারে, সর্বদা তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সত্তাকে পর্যবেক্ষণ করে। যে ব্যক্তি একটি শক্তিশালী কর্তৃপক্ষ তাদের পর্যবেক্ষণ করতে পারে সে কখনই তাদের ভয়ে খারাপ আচরণ করবে না। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) একবার কাউকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন তারা সর্বদা এমন আচরণ করে যেন তারা প্রতিনিয়ত একজন ধার্মিক ব্যক্তির দ্বারা পরিলক্ষিত হয় যা তারা সম্মান করে। ইমাম তাবারানির আল মুজাম আল কাবীর, 5539 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে কাজ করবে সে খুব কমই পাপ করবে এবং সর্বদা ভাল কাজের দিকে ত্বরান্বিত হবে। এই মনোভাব মহান আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে এবং দুনিয়াতে পরীক্ষার আগুন এবং পরকালে জাহান্নামের আগুন

থেকে ঢাল হিসেবে কাজ করে। এই সতর্কতা নিশ্চিত করবে যে কেউ কেবল মহান আল্লাহর প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবে না, বরং এটি তাদের সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে উত্সাহিত করবে। যার শিখর হল আন্তরিকভাবে অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এই ব্যক্তি জামি আত তিরমিযী, 251 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি পূরণ করবে, যা উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে।

শ্রেষ্ঠত্বের এই স্তরটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি সঠিক নিয়তে কাজ করে, যা ঈমানের ভিত্তি, সহীহ বুখারিতে পাওয়া হাদিস অনুসারে, 1 নম্বর। যে ব্যক্তি ভাল কাজ করে এবং সঠিক নিয়তে ভাল আচরণ প্রদর্শন করে তার জন্য সাফল্য নিশ্চিত করা হয়। মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য। একজন ব্যক্তি যত বেশি ভালো কাজ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ঈমান ততই মজবুত হয় যতক্ষণ না তারা এমন একজন মুসলিম হয়ে ওঠে যারা গাফিলতি থেকে দূরে থাকে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের পরকাল ও পার্থিব জীবনকে সুন্দর করার জন্য সর্বদা সংগ্রাম করে থাকে।

আশংকা করা হয় যে, যারা মহান আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদেরকে এই পুরস্কারের বিপরীতে দেওয়া হবে। যেহেতু তারা মহান আল্লাহ তায়ালার সর্বব্যাপী দৃষ্টিকে ভয় না করে জীবনযাপন করেছে, তারা আখেরাতে তাকে দেখতে পাবে না। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 15:

"না! নিশ্চয়ই তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সেদিন তারা বিভক্ত হবে।"

যারা মহান আল্লাহকে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো আচরণের পর্যায়ে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়, তাদের অবশ্যই আলোচনার মূল হাদীসে প্রদত্ত উপদেশের দ্বিতীয় অংশের উপর আমল করতে হবে, অর্থাৎ, আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা যে মহান আল্লাহ তাদের প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করছেন। . যদিও এই অবস্থা তার চেয়ে নিম্ন স্তরের, যে ব্যক্তি এমনভাবে কাজ করে যেন তারা মহান আল্লাহকে পালন করে, কোন অংশে কম নয়, এটি মহান আল্লাহকে সত্যিকারের ভয়কে অবলম্বন করার একটি দুর্দান্ত উপায়। আগেই বলা হয়েছে, এই মনোভাব একজনকে গুনাহ থেকে বিরত রাখবে এবং ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করবে। ইমাম তাবারানীর আল মুজাম আল কাবীর, ৭৯৩৫ নং নং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরামর্শ অনুযায়ী, যে ব্যক্তি এই মানসিকতা অবলম্বন করার চেষ্টা করবে, বিচারের দিন আল্লাহ তাকে ছায়া দান করবেন। উচ্চাভিলাষী।

মহান আল্লাহর ঐশ্বরিক উপস্থিতি পবিত্র কুরআন জুড়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 4:

আপনি যেখানেই থাকুন না কেন তিনি আপনার সাথে আছেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু হাদীসে মহান আল্লাহর ঐশী উপস্থিতি সম্পর্কে প্রকৃত সচেতনতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহান

আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে তিনি তার সাথে আছেন যে তাকে স্মরণ করে। এই কারণেই হিলিয়াত আল আউলিয়া, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 84 এবং 85-এ বিশ্বস্ত সেনাপতি আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি চাকচিক্য ও আড়ম্বর থেকে দূরে ছিলেন। জড় জগতের এবং নিঃসঙ্গ রাতে সান্ত্বনা পাওয়া. অর্থ, তিনি মানুষের সাহচর্যের চেয়ে মহান আল্লাহর সাহচর্য চেয়েছিলেন।

মহান আল্লাহর স্বর্গীয় উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা অবলম্বন করা শুধুমাত্র পাপ প্রতিরোধ করে না এবং ভাল কাজের উত্সাহ দেয় তবে এটি একাকীত্ব এবং হতাশাকেও প্রতিরোধ করে। একজন ব্যক্তি খুব কমই মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা দ্বারা প্রভাবিত হয় যখন তারা ক্রমাগত এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে যে তাকে ভালবাসে এবং তাদের সাহায্য করে। মহান আল্লাহর চেয়ে সৃষ্টিকে কেউ বেশি ভালোবাসে না এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তিনিই সকল সাহায্যের উৎস। অতএব, শ্রেষ্ঠত্বের সাথে কাজ করা একজনের বিশ্বাস, কর্ম, মানসিক অবস্থা এবং বৃহত্তর সমাজকে উপকৃত করে।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের মত হওয়া এড়িয়ে চলতে হবে যারা মহান আল্লাহকে তাদের পালনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে তুচ্ছ মনে করে। এটি একটি গুরুতর আধ্যাত্মিক ব্যাধি যা আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি সকল প্রকার পাপ এবং খারাপ আচরণের দিকে নিয়ে যায়।

যে ব্যক্তি ক্রমাগত ঐশ্বরিক দৃষ্টিকে স্মরণ করে নিম্ন স্তরে কাজ করে তারা শেষ পর্যন্ত উচ্চ স্তরে পৌঁছে যায় এবং এমনভাবে জীবনযাপন করে যেন তারা মহান আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে, ক্রমাগত তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ

করছে। এই পদ্ধতিতে জীবনযাপন সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর অবিচল আনুগত্য নিশ্চিত করে।

ঈমানের উৎকর্ষের উভয় স্তরই পাওয়া যায় যখন কেউ ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং তার উপর আমল করে। তারা যত বেশি এটি করবে, তত বেশি তারা ঐশ্বরিক উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হবে। এই আচরণের উপর অবিচল থাকা তাহলে ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের দিকে নিয়ে যাবে।

ঈমান মজবুত করা - 4

সহীহ বুখারির ৬৪০৭ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যে করে না তার মধ্যে পার্থক্য জীবিত ব্যক্তির মতো। একজন মৃত ব্যক্তির কাছে।

মুসলমানদের জন্য যারা মহান আল্লাহর সাথে একটি দৃঢ় সংযোগ তৈরি করতে চায়, যাতে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে সফলভাবে সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পারে, যতটা সম্ভব মহান আল্লাহকে স্মরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। সহজ কথায়, তারা যত বেশি তাকে স্মরণ করবে ততই তারা এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করবে।

মহান আল্লাহর স্মরণের তিনটি স্তরে কার্যত আমল করার মাধ্যমে এটি অর্জিত হয়। প্রথম স্তর হল মহান আল্লাহকে অন্তরে ও নীরবে স্মরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। দ্বিতীয়টি হল জিহ্বা দ্বারা মহান আল্লাহকে স্মরণ করা। এর মধ্যে মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে কথা বলা বা চুপ থাকা জড়িত। সহীহ মুসলিমের 176 নম্বর হাদিসে এটির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যখন কারো বলার মতো ভালো কিছু নেই, এমন পরিস্থিতিতে চুপ থাকা একটি ভাল কাজ এবং তাই মহান আল্লাহকে স্মরণ করার অংশ।

মহান আল্লাহর সাথে নিজের বন্ধন দৃঢ় করার সর্বোচ্চ এবং কার্যকর উপায় হল কার্যতঃ তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা স্মরণ করা। তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবেলা করার মাধ্যমে এটি অর্জন করা হয়। যে ব্যক্তি এটি করে সে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করবে। কিন্তু এর জন্য একজনকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করতে হবে, যা উভয় জগতের সকল কল্যাণ ও সাফল্যের মূল।

যারা প্রথম দুই স্তরে থাকবে তারা তাদের নিয়তের উপর নির্ভর করে পুরষ্কার পাবে কিন্তু তারা আল্লাহর স্মরণের তৃতীয় এবং সর্বোচ্চ স্তরে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের ঈমান ও তাকওয়ার শক্তি বাড়ানোর সম্ভাবনা নেই।

যে তিনটি স্তর পূরণ করে তাকে উভয় জগতেই মন ও দেহের শান্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান যারা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে এবং স্বেচ্ছায় ইবাদত করে তারা উপেক্ষা করে এবং মহান আল্লাহকে স্মরণ করার এই স্তরগুলি পূরণ করতে ব্যর্থ হয় এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের ইবাদত এবং ভাল কাজ করা সত্ত্বেও এই পৃথিবীতে শান্তি পেতে ব্যর্থ হয়।

ঈমান মজবুত করা - 5

সহীহ বুখারী, 574 নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি দুটি শীতল ফরজ নামাজ কায়েম করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

দুটি শীতল ফরজ নামাজ ভোর ও শেষ বিকেলের ফরজ নামাজকে (ফজর এবং আছর) বোঝায়, কারণ এই দুটি সময়ে আবহাওয়া অন্যান্য সময়ের তুলনায় শীতল থাকে অর্থাৎ সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের আগে।

ফরয নামায কায়েম করার মধ্যে রয়েছে তাদের সকল শর্ত ও শিষ্টাচার সঠিকভাবে পালন করা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী যথাসময়ে আদায় করা। প্রকৃতপক্ষে, এগুলো সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে অর্পণ করা মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলির একটি। এটি সহীহ মুসলিমের 252 নম্বর হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

যদিও, পাঁচটি ফরজ নামায রয়েছে যা এখনও কায়েম করতে হবে, আলোচনায় মূল হাদীসে মাত্র দুটির কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হল এই দুটি নামাজ তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সবচেয়ে কঠিন। ফরজ ফজরের নামায এমন সময়ে হয় যখন অধিকাংশ মানুষ ঘুমিয়ে থাকে। অতএব, সঠিকভাবে অফার করার জন্য একজনের আরামদায়ক বিছানা ছেড়ে যাওয়ার জন্য অনেক শক্তি এবং প্রেরণা

প্রয়োজন। বাধ্যতামূলক দেরী বিকালের প্রার্থনা বেশিরভাগই এমন সময়ে ঘটে যেখানে বেশিরভাগ লোকেরা তাদের কর্মদিবস শেষ করে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছে। তাই তাদের ফরজ নামাজ সঠিকভাবে আদায় করার জন্য ক্লান্তিকর এবং এমনকি চাপযুক্ত দিনের পর অবসর ত্যাগ করা কঠিন। অতএব, কেউ যদি এই দুটি নামাজ সঠিকভাবে কায়েম করে তবে তারা মহান আল্লাহর রহমতে অন্যান্য ফরয নামাজগুলোকে সহজতর করে তুলবে, যা সাধারণত বেশি সুবিধাজনক সময়ে হয়।

তাই মুসলমানদের উচিত তাদের সকল ফরয নামায কায়েম করার জন্য সচেষ্ট হওয়া কারণ এটিই ইসলামের সারমর্ম এবং এটি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসকে কুফর থেকে পৃথক করে। জামি আত তিরমিযী, 2618 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আলোচ্য প্রধান হাদীসটির অর্থ এই নয় যে কেউ কেবলমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেই সফলতা অর্জন করতে পারে এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের অন্যান্য বাধ্যতামূলক দায়িত্ব ও দায়িত্বকে অবহেলা করে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি তাদের ফরয নামায কায়েম করবে সে তার অন্যান্য সকল ফরয কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে, কারণ এটি ফরয নামায কায়েম করার অন্যতম ফলাফল। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

উপরন্তু, হাদিস তাদের জন্য জান্নাতের গ্যারান্টি দেয় যে তাদের ফরজ নামাজ কায়েম করে কিন্তু তাদের পাপের ফলস্বরূপ তারা প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না এমন গ্যারান্টি দেয় না। তাই বরাবরের মতো পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদিসকে সঠিক প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে।

ঈমান মজবুত করা - 6

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4168 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, দুর্বল বিশ্বাসীর চেয়ে শক্তিশালী বিশ্বাসী মহান আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়।

এটি অগত্যা শারীরিক শক্তিকে বোঝায় না, যা একজন সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করে। তবে এটি ঈমানের নিশ্চিততা অর্জনের জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করাকেও নির্দেশ করে। যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী সে তাদের জ্ঞান অনুযায়ী আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্য সঠিকভাবে এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে, সহজে এবং অসুবিধার সময় পালন করবে। অথচ, একজন দুর্বল মুমিন সহজে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে কঠিন পরিস্থিতিতে।

উপরন্তু, দুর্বল বিশ্বাসীর বিশ্বাস অন্যের অন্ধ অনুকরণের উপর ভিত্তি করে, ইসলামিক জ্ঞান নয়। অন্ধ অনুকরণ একজনকে নতুন জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে তাদের আচরণের উন্নতি করতে বাধা দেয় এবং এটি প্রায়শই বিচ্যুত অভ্যাসের দিকে পরিচালিত করে, বিশেষ করে যখন একজন ব্যক্তি অনুকরণ করে সে নিজেই অজ্ঞ। যখন কেউ কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তখন অন্ধ অনুকরণই যথেষ্ট নয়, যার জন্য দৃঢ়তা প্রয়োজন, যার মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করা। যেমন, যে ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী নয় সে সহজেই নিয়তিকে প্রশ্ন করে এবং চ্যালেঞ্জ করে।

আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য যত বেশি শক্তিশালী হবে। এর ফলে উভয় জগতে তাদের সাফল্য বৃদ্ধি পায়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

ঈমান মজবুত করা - 7

সহীহ বুখারী, ৬৫০২ নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর একটি ঐশী হাদীসে মহান আল্লাহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘোষণা করেছেন। সর্বপ্রথম যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন যে তার কোনো সৎ বন্ধুর সাথে শত্রুতা করে।

এটি ঘটে কারণ যে একজন ব্যক্তির বন্ধুর সাথে শত্রুতা দেখায় সে প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষভাবে ব্যক্তির সাথে শত্রুতা দেখাচ্ছে। এটি পরোক্ষভাবে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে যে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সৎ বান্দাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে এবং তাদের প্রতি কোন প্রকার শত্রুতা বা অপছন্দ দেখাবে না, কারণ এটি শয়তানের মতো মহান আল্লাহর শত্রুদের মনোভাব। অধ্যায় 60 আল মুমতাহানাহ, আয়াত 1:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না..."

এটা লক্ষ করা জরুরী যে, যে কোন প্রকারের অবাধ্যতা মহান আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত সকল প্রকার অবাধ্যতা পরিহার করা, যার মধ্যে যারা তাঁর আনুগত্য করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় তাদের অপছন্দ করা, কারণ এটি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানায়। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, 3862 নম্বরে

পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, একজন ব্যক্তি কখনই তার সাহাবীদেরকে অপমান করবেন না, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কারণ তাদের অপমান করা অপমানের সমান। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যে কেউ তাকে ক্ষতি করে সে মহান আল্লাহকে অপমান করেছে। এবং এই পাপী ব্যক্তি শীঘ্রই শাস্তি পাবে, যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

উপরন্তু, ধার্মিকতা, যা একজনের উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে, মানুষের কাছ থেকে লুকানো হয়, মুসলমানদের অবশ্যই অন্য মুসলমানদের অপছন্দ করা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ তারা জানে না কে মহান আল্লাহর একজন ধার্মিক বন্ধু। তাই মূল হাদিসের এই অংশটি সকল মুসলমানদের সাথে এমন আচরণ করার মাধ্যমে যেভাবে মানুষ ব্যবহার করতে চায় তাদের সাথে ভালো আচরণ করতে উৎসাহিত করে।

আলোচ্য প্রধান আসমানি হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল যে, একজন মুসলিম শুধুমাত্র তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে। এবং তারা স্বেচ্ছায় সৎ কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করতে পারে।

এই বর্ণনা মহান আল্লাহর বান্দাদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। প্রথম দলটি আল্লাহর নিকট তাদের ফরয দায়িত্ব পালন করে মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হয়, যেমন ফরয নামায, এবং মানুষের প্রতি সম্মান, যেমন ফরয সদকা ইত্যাদি। মহান আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে এর সারমর্ম করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেনীর যারা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে তারা প্রথম দল থেকে শ্রেষ্ঠ কারণ তারা শুধুমাত্র তাদের বাধ্যবাধকতাই পালন করে না বরং স্বেচ্ছাকৃত সৎকাজে প্রচেষ্টা চালায়। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এটাই মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের একমাত্র পথ। যে ব্যক্তি এটি ছাড়া অন্য পথ অবলম্বন করবে সে এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না। এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের চেষ্টা না করে সাধুত্ব লাভের ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। যে ব্যক্তি এই দাবি করে সে কেবল মিথ্যাবাদী। সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিশ্চিত করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর যখন পবিত্র হয় তখন দেহের বাকি অংশও পবিত্র হয়। এটি সৎ কাজের দিকে পরিচালিত করে। সুতরাং একজন ব্যক্তি যদি সৎ কাজ যেমন তার ফরয কর্তব্য পালন না করে, তাহলে তার শরীর অপবিত্র যার অর্থ তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ও অপবিত্র। এই ব্যক্তি কখনই মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে না।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছামূলক সৎ কাজ করা যায়। যে কেউ তার ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে স্বেচ্ছামূলক সৎকাজ সম্পাদন করতে বেছে নেয়, তাকে শয়তান বোকা বানিয়েছে, কারণ মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ ও কর্ম ব্যতীত কোন পথই কাউকে মহান আল্লাহর নিকটবর্তী করতে পারবে না। . অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

ধার্মিক মুসলমান যারা দ্বিতীয় উচ্চ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তারাও যারা এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে। এই মনোভাব তাদের স্বেচ্ছাসেবী ধার্মিক কাজ সম্পাদনের উপর তাদের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করে । এই দলটিই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসা, ঘৃণা, দান এবং বন্ধ করে তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

উপরন্তু, এই উচ্চ গোষ্ঠীর মুসলমানরা তাদের প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ যেমন তাদের শক্তি এবং সময়, মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। তারা এগুলিকে এমন উপায়ে ব্যবহার করা এড়িয়ে চলে যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে না এবং পরকালে তাদের উপকারও করবে না, যদিও এই উপায়গুলি অনুমোদিত হয়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল যে, যখন কেউ বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে এবং স্বেচ্ছায় সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য প্রচেষ্টা চালায়, তখন মহান আল্লাহ তার পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে বরকত দান করেন যাতে তারা তাদের আনুগত্যের জন্য ব্যবহার করে। এই নেক বান্দা খুব কমই পাপ করবে। দিকনির্দেশনার এই বৃদ্ধি 29 অধ্যায় আল আনকাবুত, 69 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

এই মুসলিম শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে পৌঁছে যা সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। এটি তখন হয় যখন একজন মুসলিম কাজ করে, যেমন নামায, যেন তারা মহান আল্লাহকে পালন করে। যারা এই স্তরে পৌঁছেছে সে তাদের মন ও শরীরকে পাপ থেকে রক্ষা করবে। এই সেই ব্যক্তি যে, যখন তারা কথা বলে, তখন মহান আল্লাহর জন্য কথা বলে, যখন তারা চুপ থাকে, তখন তারা মহান আল্লাহর জন্য নীরব থাকে। যখন তারা কাজ করে, তখন তারা তার জন্য কাজ করে এবং যখন তারা স্থির থাকে, তখন তারা তার জন্য। এটি একেশ্বরবাদের একটি দিক এবং মহান আল্লাহর একত্বকে বোঝা।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই ক্ষমতায়নের মধ্যে ধৈর্যের সাথে অসুবিধার সাথে মোকাবিলা করা এবং কৃতজ্ঞতার সাথে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা অন্তর্ভুক্ত। এই ক্ষমতায়নের মধ্যে মানসিক শান্তি লাভ করাও অন্তর্ভুক্ত, কারণ যিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তার মানসিক অবস্থা সহজে নড়বড়ে হবে না বা এই বিশ্বের বিভিন্ন পরিস্থিতির দ্বারা ভেঙে পড়বে না।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, এই মুসলিমের দোয়া পূর্ণ হবে এবং তাদেরকে মহান আল্লাহর আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। যারা হালাল পার্থিব জিনিস কামনা করে তাদের জন্য এটি একটি সুস্পষ্ট শিক্ষা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে তাদের প্রাপ্তির চেষ্টা করা উচিত নয়। কোন আধ্যাত্মিক শিক্ষক বা অন্য

কেউ একজন ব্যক্তিকে জিনিস প্রদান করতে সক্ষম হবে না যতক্ষণ না সে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্যে চেষ্টা করে এবং সেগুলি অর্জন করার জন্য তাদের ভাগ্য থাকে। উপরন্তু, কোন ব্যক্তি উভয় জগতে মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে আরেকটি আশ্রয় ও সুরক্ষা দিতে পারে না এবং দেবে না। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই এই সুরক্ষা পাওয়া যায়। এটি এমন কিছু লোকের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনাকে দূর করে যারা বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকতে পারে এবং এখনও তার শাস্তি থেকে সুরক্ষা পেতে পারে, বিশেষ করে পরকালে, অন্য কারো মধ্যস্থতার মাধ্যমে। হাশরের দিনে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যস্থতা একটি সত্য হলেও, এই ঠাট্টা-বিদ্রূপের আচরণের কারণে কেউ এটি হারাতে পারে না।

এই হাদিসটি উপসংহারে বলতে গেলে স্পষ্ট হয় যে, মহান আল্লাহর নৈকট্য কেবলমাত্র তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়, তাঁর আদেশ পূর্ণ করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেওয়ায়েত অনুযায়ী নিয়তের প্রতি ধৈর্য ধারণ করা। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। অন্য সব নির্ধারিত পদ্ধতি মিথ্যা এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়, যার ইসলামে কোনো মূল্য বা ওজন নেই।

ঈমান মজবুত করা - 8

সহীহ বুখারী, 6806 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাতটি লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যারা বিচারের দিন মহান আল্লাহ তায়ালার ছায়া দান করবেন।

এই ছায়া তাদের কেয়ামতের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করবে যার মধ্যে রয়েছে সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে আনার কারণে সৃষ্ট অসহনীয় তাপ। জামি আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এই দলগুলির মধ্যে একটি হল একজন যুবক যিনি মহান আল্লাহর ইবাদতে বেড়ে উঠেছেন। যৌবনকালে পার্থিব জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং সেগুলি পাওয়ার জন্য মানসিক ও শারীরিক শক্তির অধিকারী হওয়াই এটি একটি মহান কাজ। উদাহরণস্বরূপ, বয়স্কদের নিয়মিত মসজিদে যাওয়া পর্যবেক্ষণ করা সাধারণ কিন্তু একজন যুবককে পর্যবেক্ষণ করা বিরল। তাই তারা যদি তাদের কামনা-বাসনাকে একপাশে রেখে মহান আল্লাহর হুকুম পালনে সর্বাগ্রে চেষ্টা করে, তাহলে তাদের প্রতিদান হবে মহান।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এই হাদিসটি এমন একজন যুবককে নির্দেশ করে না যে সর্বদা মহান আল্লাহর ইবাদত করে। এটি সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে, যেমন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ফরজ নামাজ এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্য। যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে সে অন্যান্য হালাল কাজ করার জন্য প্রচুর সময় পাবে। কিন্তু এই মনোভাব খুব কমই একজন অল্পবয়সী ব্যক্তির মধ্যে পরিলক্ষিত হয় কারণ বেশিরভাগ মুসলিমরা বয়স্ক হলেই তাদের দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। এই কারণে পিতামাতা এবং প্রবীণদের জন্য তাদের সন্তানদেরকে তাদের দায়িত্ব পালনে উত্সাহিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এমনকি সুনানে আবু দাউদ, 495 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পিতামাতাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, তাদের সন্তানদের ফরজ নামাজ পড়ার জন্য উৎসাহিত করার জন্য তারা তাদের বয়সে পৌঁছানোর আগে যখন তারা তাদের উপর ফরজ হয়। . এই প্রস্তুতি নিশ্চিত করে যে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করবে যখন তারা তাদের উপর বাধ্য হবে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি শিশুদের লালন-পালনের একটি দিক যা মুসলিমরা প্রায়শই উপেক্ষা করে কারণ তারা তাদের সন্তানদের জাগতিক বিষয়ে সফল হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে এবং তাদের ধর্মীয় শিক্ষা বিলম্বিত করে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তারা মহান আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য তাদের পথ স্থির করে।

কিয়ামতের দিন পরবর্তী ব্যক্তিকে ছায়া দেওয়া হবে সেই মুসলমান যার হৃদয় মসজিদের সাথে সংযুক্ত। এর মধ্যে সেই মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত যারা মসজিদে তাদের ফরয নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার চেষ্টা করে। সহীহ মুসলিম, 1481 নম্বর হাদিসটি বোঝার মাধ্যমে যে কেউ এই কাজটি না করার গুরুতরতা বুঝতে পারে। এতে সতর্ক করা হয়েছে যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের গৃহে আদেশ দিতে চেয়েছিলেন যারা তাদের প্রস্তাব দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। একটি বৈধ অজুহাত ছাড়া মসজিদে জামাতে নামাজ পুড়িয়ে ফেলা হবে.

এই দিন এবং যুগে একজন শ্রমজীবী মুসলমানের জন্য মসজিদে জামাতের সাথে তাদের সমস্ত ফরজ নামাজ আদায় করা কঠিন। কিন্তু তারপরও কিছু বাদে প্রত্যেক

মুসলমান প্রতিদিন মসজিদে জামাতে অন্তত কয়েকটি ফরজ নামাজ আদায় করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যারা রাতের শিফটে কাজ করেন তারা দিনের বেলায় হওয়া ফরজ নামাজ পড়তে পারেন। এবং যারা দিনের শিফটে কাজ করেন তারা মসজিদে জামাতের সাথে রাতে পড়া ফরজ নামাজ পড়তে পারেন।

এই হাদিসটি তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করে যারা নিয়মিতভাবে ইসলামিক জ্ঞান শেখানোর বা শেখার জন্য মসজিদে যায় কারণ এই কাজটি তাদের হৃদয়কে মসজিদে ফিরে যেতে বাধ্য করে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত চূড়ান্ত ব্যক্তি যিনি বিচার দিবসে ছায়া লাভ করবেন তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মহান আল্লাহকে স্মরণ করেন, নির্জনে এবং কাঁদেন। প্রথমত, এই প্রতিক্রিয়া যে নির্জনতার মধ্যে ঘটে তা মুসলমানদের আন্তরিকতার ইঙ্গিত দেয়, তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এই প্রতিক্রিয়াটি বেশ কয়েকটি কারণের কারণে হতে পারে যার মধ্যে একজনের অগণিত আশীর্বাদের উপলব্ধি অন্তর্ভুক্ত যা তারা মঞ্জুর করা হয়েছে যদিও তারা তাদের ভুলভাবে ব্যবহার করে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার অভাব দেখায়। মহান আল্লাহর রহমত সম্পর্কে একজনের উপলব্ধি, যখন তিনি সৃষ্টির কাছ থেকে তাদের পাপ গোপন করেন। একজন মুসলিম ক্রমাগত আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করে, এমনকি যখন তারা পাপ করে। একজন মুসলমানের প্রতিফলন এবং তাদের নিজস্ব কাজের মূল্যায়ন যা তাদেরকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করে। একজনের উপলব্ধি যে তারা কেবল মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে ক্ষমা এবং জান্নাত লাভ করবে, তাদের সৎ কাজের কারণে নয়, যা সহীহ বুখারি, 6467 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। প্রতিক্রিয়া তখনই ঘটে যখন কেউ সত্যিকারের এই জড় জগত, পরকাল, মৃত্যু, বিচার দিবস এবং তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে চিন্তা করে। যে এ বিষয়ে গাফিলতি করবে সে কখনোই এ পরিণতি অর্জন করতে পারবে না।

ঈমান মজবুত করা - 9

জামে আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন। প্রথমটি হল তাকওয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহকে ভয় করা।

এটা অর্জিত হয় যখন কেউ মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। এটি শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এই উপদেশ ইসলামের সকল শিক্ষা ও কর্তব্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। যখন কেউ এই পদ্ধতিতে চেষ্টা করে তারা অবশেষে শ্রেষ্ঠত্ব নামক বিশ্বাসের উচ্চ স্তরে পৌঁছাবে। এটি তখনই হয় যখন কেউ কাজ করে, যেমন সালাত আদায় করা, যেন তারা আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করছে, তাদের পর্যবেক্ষণ করছে। সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি নিশ্চিত করে যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টি উভয়ের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে। শেষেরটি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মানুষের অধিকার পূরণের সাথে জড়িত। এটি অন্যদের সাথে আচরণ করার মাধ্যমে সর্বোত্তমভাবে পরিপূর্ণ হয় যেভাবে একজন ব্যক্তি মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চান।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে প্রদত্ত দ্বিতীয় উপদেশটি হল যে, একজন মুসলমানের উচিত একটি নেক আমলের সাথে একটি পাপ অনুসরণ করা যাতে তা গুনাহকে মুছে ফেলে। এটি ছোট পাপকে বোঝায় কারণ বড় পাপের জন্য আন্তরিক অনুতাপ প্রয়োজন। যদি কেউ তাদের সৎ কাজের সাথে আন্তরিক অনুতাপ যোগ করে তবে এটি ছোট বা বড় যে কোনও পাপ মুছে ফেলবে। কিন্তু

সঠিকভাবে কাজ করার একটি অংশ হল পাপের পুনরাবৃত্তি না করার জন্য সচেষ্ট হওয়া, কারণ একটি সৎ কাজের সাথে তা অনুসরণ করার অভিপ্রায়ে পাপ করা একটি বিপজ্জনক বিপথগামী মানসিকতা। একজনকে পাপ না করার চেষ্টা করা উচিত এবং যখন সেগুলি ঘটে, তখন তাকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা এড়াতে হবে এবং যে কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যে অধিকারগুলো আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘন করা হয়েছে।

ঈমান মজবুত করা - 10

সুনানে ইবনে মাজা 3371 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে একজন মুসলিমকে কখনই মদ সেবন করা উচিত নয়, কারণ এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি।

দুর্ভাগ্যবশত, সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের মধ্যে এই মহাপাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি কারণ এটি অন্যান্য পাপের জন্ম দেয়। এটি বেশ সুস্পষ্ট কারণ একজন মাতাল তাদের জিহ্বা এবং শারীরিক কর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। মদ্যপানের কারণে কতটা অপরাধ সংঘটিত হয় তা দেখার জন্য একজনকে কেবল খবরটি দেখতে হবে। এমনকি যারা পরিমিত মদ্যপান করে তাদের শরীরের ক্ষতি হয়, যা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে। অ্যালকোহলের সাথে জড়িত শারীরিক এবং মানসিক রোগগুলি অসংখ্য এবং জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং করদাতাদের উপর একটি ভারী বোঝা সৃষ্টি করে। এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি কারণ এটি একজন ব্যক্তির তিনটি দিককে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে: তাদের শরীর, মন এবং আত্মা। এটি মানুষের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে, কারণ অ্যালকোহল একজনের আচরণকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, অ্যালকোহল সেবন এবং গার্হস্থ্য সহিংসতার মধ্যে একটি স্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 90:

"হে ঈমানদারগণ, প্রকৃতপক্ষে, নেশা, জুয়া, [আল্লাহ ব্যতীত] পাথরের বদৌলতে [কোরবানি করা] এবং ভবিষ্যদ্বাণীর তীর শয়তানের কাজ থেকে অপবিত্রতা মাত্র, সুতরাং তা পরিহার কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

এই আয়াতে শিরকবাদের সাথে যুক্ত জিনিসগুলির পাশে মদ পান করাকে যে স্থান দেওয়া হয়েছে, তা এড়িয়ে চলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরে।

এটি এমন একটি গুরুতর গুনাহ যে, সুনানে ইবনে মাজা, 3376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিয়মিত মদ পান করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

সুনানে ইবনে মাজা, 68 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন ছড়িয়ে দেওয়া জান্নাত লাভের একটি চাবিকাঠি। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 1017 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস, মুসলিমদের এমন কাউকে অভিবাদন না করার পরামর্শ দেয়। নিয়মিত অ্যালকোহল পান করে।

অ্যালকোহল একটি অনন্য বড় পাপ কারণ সুনানে ইবনে মাজা, 3380 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটিকে দশটি ভিন্ন উপায়ে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অ্যালকোহল নিজেই, যে এটি উত্পাদন করে, যার জন্য এটি তৈরি করা হয়, যার জন্য যে এটি বিক্রি করে, যে এটি ক্রয় করে, যে এটি বহন করে, যার কাছে এটি বহন করা হয়, যে এটি বিক্রি করে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহার করে, যে এটি পান করে এবং যে এটি ঢেলে দেয়। যে ব্যক্তি এইভাবে অভিশপ্ত কিছু নিয়ে কাজ করে সে প্রকৃত সফলতা পাবে না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

যদিও, অ্যালকোহল আসক্তি ভাঙা কঠিন, তবুও কম নয়, একজনকে অবশ্যই এমন সমস্ত জিনিস এড়াতে কঠোর প্রচেষ্টা করতে হবে যা তাকে এর দিকে প্রলুব্ধ করবে, যেমন খারাপ বন্ধু। তাদের অবশ্যই কাউন্সেলিং সেশনের মতো তাদের কাছে উপলব্ধ সমস্ত সহায়তা ব্যবহার করতে হবে। তাদের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির উপর এমন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তারা পূরণ করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

এই বিষয়গুলো তাদের এই বড় পাপ থেকে ভালোর জন্য দূরে সরে যেতে সাহায্য করবে।

ঈমান মজবুত করা - 11

সহীহ বুখারী, 6464 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে কাজগুলি সঠিকভাবে, আন্তরিকভাবে এবং পরিমিতভাবে করা উচিত। তিনি আরও বলেছেন যে একজন ব্যক্তির আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না এবং উপসংহারে পৌঁছেছেন যে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলি হল সেগুলি যা নিয়মিত হয় যদিও তা কম হয়।

মুসলমানদের নিশ্চিত করা উচিত যে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিক অর্থে কাজগুলো করছে, কারণ এই নির্দেশনা ব্যতীত কোনো কাজ করা একজনকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে দূরে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

পরবর্তীতে, তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এগুলি সম্পাদন করবে, প্রদর্শনের মতো অন্য কোনও কারণে নয়। এই লোকদের বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

মুসলমানদের উচিত নিজেদেরকে অতিরিক্ত বোঝা না দিয়ে পরিমিতভাবে স্বেচ্ছামূলক ধার্মিক কাজ করা কারণ এটি প্রায়শই একজনকে ত্যাগের দিকে নিয়ে যায়। পরিবর্তে, তাদের তাদের সামর্থ্য এবং উপায় অনুসারে নিয়মিত কাজ করা উচিত যদিও এই ক্রিয়াগুলি আকার এবং সংখ্যায় সামান্যই হয়, কারণ এটি একটি সময়ে একবার সম্পাদিত বড় ক্রিয়াগুলির থেকে অনেক উচ্চতর। মধ্যপন্থা একজনকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কোনো অবহেলা থেকে বিরত রাখে, তা সে আল্লাহ, মহান বা মানুষের প্রতিই হোক না কেন। সংযম একজনকে তাদের সমস্ত দায়িত্ব পালন করার অনুমতি দেয় এবং নিশ্চিত করে যে তারা অতিরিক্ত, বাড়াবাড়ি বা অপচয় ছাড়াই বৈধ আনন্দ উপভোগ করার জন্য প্রচুর সময় আছে।

পরিশেষে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের সৎ কাজগুলি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আশীর্বাদ, কারণ সেগুলি সম্পাদন করার অনুপ্রেরণা, জ্ঞান, শক্তি এবং সুযোগ মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসে। অতএব, মুসলিমরা কেবল মহান আল্লাহর রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। উপরন্তু, কেউ যত ভালো কাজই করুক না কেন, মহান আল্লাহ তায়ালা যে অগণিত নেয়ামত দান করেছেন তার জন্য তারা কখনই পর্যাপ্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারবে না। এই তথ্যগুলি বোঝা একজনকে অহংকারের মারাত্মক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে। একটি পরমাণুর মূল্য যা একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের ২৬৬ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

ঈমান মজবুত করা - 12

জামে আত তিরমিযী, 2389 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, ধার্মিকতা হল উত্তম চরিত্র এবং একটি পাপ একটি নেতিবাচক অভ্যন্তরীণ অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং এর কাজকারী অন্যরা এটি সম্পর্কে জানতে অপছন্দ করবে।

এই হাদিসটি নির্দেশ করে যে, সকল কল্যাণ ও ন্যায়পরায়ণতার মূল হচ্ছে উত্তম চরিত্র। এটি তখনই হয় যখন কেউ মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হয়ে। আর এর মধ্যে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মানুষের অধিকার পূরণ করা অন্তর্ভুক্ত। এটি পূর্ণ হতে পারে যখন একজন মানুষের সাথে একইভাবে আচরণ করে যেভাবে তারা অন্যদের সাথে আচরণ করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও ভালোবাসে। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি উত্তম চরিত্র অবলম্বন করা জরুরী কারণ বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় এটিই হবে সবচেয়ে ভারী জিনিস এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। যে নামায ও রোযা রাখে তার সমতুল্য সওয়াব লাভ করবে। জামি আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদিসটিও নির্দেশ করে কিভাবে একজনের কর্মের বিচার করতে হয়। একটি পাপ এমন কিছু যা একটি নেতিবাচক অভ্যন্তরীণ অনুভূতি তৈরি

করে এবং পাপী অন্যদের তাদের কর্ম সম্পর্কে খুঁজে পাওয়া অপছন্দ করে। যদি একজন মুসলিম এই উপদেশ মেনে চলে তবে তারা বেশিরভাগ পাপ থেকে দূরে থাকবে, কারণ মানুষ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা তাদের অধিকাংশ পাপ করার সময় সতর্ক করে। এই দোষী বিবেক প্রকৃতপক্ষে, একটি প্রমাণ যে একজনের আত্মা বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার উপর বিশ্বাস করার জন্য পূর্বাভাসিত হয়েছে, কারণ একজন ব্যক্তি পাপের প্রতি নেতিবাচক বোধ করে, এমনকি যখন তারা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে যে তারা মানুষের দ্বারা তাদের জন্য জবাবদিহি করা হবে না, যেমন পুলিশ হিসাবে।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মুসলিমদেরকে এখনও ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে, কারণ এই অভ্যন্তরীণ সতর্কীকরণ সমস্ত পাপের সাথে ঘটে না এবং তারা যদি মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে তবে তারা এই সতর্কীকরণ ব্যবস্থাটি হারাবে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 4244 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে এটি কম নয়, এটি এখনও পাপ থেকে একটি দুর্দান্ত প্রতিরোধ, যা মুসলমানদের অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে।

ঈমান মজবুত করা - 13

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা এবং আশংকা, ২৮ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি বৈশিষ্ট্যের পরামর্শ দিয়েছেন যা একজন মুসলিমকে জান্নাতে নিয়ে যায়।

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, ২৮ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তিনটি বৈশিষ্ট্যের পরামর্শ দিয়েছেন যা একজন মুসলিমকে জান্নাতে নিয়ে যায়।

প্রথমটি হল হালাল খাদ্য গ্রহণ করা। এর মধ্যে রয়েছে নিজের জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রে সম্পদের মতো অবৈধ জিনিস প্রাপ্ত করা এবং ব্যবহার করা এড়ানো। সহীহ মুসলিম, 2342 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, হারাম রিযিক ব্যবহারকারী মুসলিমের নেক আমল মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না। হালাল রিযিক পাওয়া ইসলামের ভিত্তিপ্রস্তর, এটা ছাড়া সফলতা সম্ভব নয়। যেহেতু নভোমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তাদের জন্য হালাল রিযিক বরাদ্দ করা হয়েছিল, সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বর হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানকে তাই পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে এটি পাওয়ার জন্য তাদের শক্তি এবং সম্পদ ব্যবহার করতে হবে। তারা এটা গ্রহণ করবে। এটি তাদের বেআইনী অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লিখিত দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসরণ করা। এর অর্থ কেবল

তাদের শেখা নয় বরং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তাদের উপর অভিনয় করা অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। একজন মুসলিমকে কখনই তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য কোন ঐতিহ্য অনুসরণ করতে হবে বা তাদের ভুল ব্যাখ্যা করতে হবে না। তারা তার ঐতিহ্যের অগ্রাধিকারের ক্রম পুনর্বিন্যাস করা উচিত নয় অর্থ, প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যগুলি প্রথমে অ-প্রতিষ্ঠিত অর্থ, অ-নিয়মিত ঐতিহ্য অনুসরণ করা উচিত। যেহেতু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কুরআনের বাস্তব আদর্শ, তাই বাস্তবিকভাবে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ না করে ইহকাল বা পরকাল উভয়েই সফলতা ও শান্তি অর্জন করা সম্ভব নয়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

ঈমান মজবুত করা - 14

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 30 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন বিচারের দিনে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সময় এটি অনুসরণ করবে বিচারের দিন এটি দ্বারা জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটিকে অবহেলা করে তারা দেখতে পাবে যে এটি বিচারের দিন তাদের জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। এটা নিছক আবৃত্তির বই নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সমস্ত দিক পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে এটি তাদের উভয় জগতের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম দিকটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত আবৃত্তি করা। দ্বিতীয় দিকটি হল এটি একজন নির্ভরযোগ্য আলেমের মাধ্যমে বোঝা। আর চূড়ান্ত দিক হল এর শিক্ষার উপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা পবিত্র কুরআনের উপর সঠিকভাবে কাজ করবে, কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন পবিত্র কুরআনের বাস্তব বাস্তবায়ন। যারা এরূপ আচরণ করে তাদেরকেই দুনিয়ার প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে সঠিক পথনির্দেশের সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং বিচার দিবসে এর সুপারিশ করা হয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু প্রধান হাদিস দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে, পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র তাদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত, যারা পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী সঠিকভাবে এর দিকগুলির উপর কাজ করে। কিন্তু যারা এটিকে উপলব্ধি ও আমল করা এড়িয়ে যায় বা ইচ্ছাকৃতভাবে এর ভুল ব্যাখ্যা করে এবং পরিবর্তে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে তারা বিচারের দিন এই সঠিক দিকনির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় হলেও একজন মুসলমানের শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থ, তাদের কেবলমাত্র তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি তেলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে একটি হাতিয়ারের মতো আচরণ করা উচিত, যা একটি অসুবিধার সময় সরানো হয় এবং তারপর সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে একটি টুলবক্সে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান কাজ হল দুনিয়ার কষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষকে নিরাপদে পরকালে পৌঁছানোর জন্য পথ প্রদর্শন করা। পবিত্র কুরআন না বুঝে ও আমল করা ছাড়া এ উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব নয়। অন্ধ আবৃত্তি কেবল যথেষ্ট নয়। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং এটিকে শুধুমাত্র নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একজনের মতো যিনি বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কেনেন তবুও এটি চালানো যায় না, যা একটি গাড়ির মূল উদ্দেশ্য। কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তিটি কেবল বোকা। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

ঈমান মজবুত করা - 15

সহীহ মুসলিম, 1528 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হল মসজিদ এবং তাঁর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হল বাজার।

ইসলাম মুসলমানদের মসজিদ ব্যতীত অন্য স্থানে যেতে নিষেধ করে না এবং সর্বদা মসজিদে বসবাস করার নির্দেশ দেয় না। তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাজার এবং অন্যান্য স্থান পরিদর্শনের চেয়ে জামাতের নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়া এবং ধর্মীয় সমাবেশে যোগদানকে অগ্রাধিকার দেয়।

যখন কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তখন শপিং সেন্টারের মতো অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হওয়ার কোন ক্ষতি নেই, তবে একজন মুসলমানের উচিত অপ্রয়োজনীয়ভাবে তাদের কাছে যাওয়া এড়িয়ে যাওয়া, কারণ তারা এমন জায়গা যেখানে পাপ বেশি হয়। যখনই তারা অন্য জায়গায় যায় তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এড়াবে, যার মধ্যে অন্যদের উপর অন্যায় করা অন্তর্ভুক্ত। তাদের অতি সামাজিকতা এড়ানো উচিত , কারণ এটিই সমাজে ঘটে যাওয়া বেশিরভাগ পাপের কারণ।

মসজিদগুলিকে বোঝানো হয়েছে পাপ থেকে আশ্রয়স্থল এবং মহান আল্লাহকে আনুগত্য করার জন্য একটি আরামদায়ক স্থান। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং পবিত্র

ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। নবী মুহাম্মদ সা. একটি লাইব্রেরি থেকে একজন ছাত্র যেমন উপকৃত হয়, যেমন এটি অধ্যয়নের জন্য তৈরি একটি পরিবেশ, একইভাবে, মুসলমানরা মসজিদগুলি থেকে উপকৃত হতে পারে, কারণ তাদের উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের দরকারী জ্ঞান অর্জন এবং কাজ করার জন্য উত্সাহিত করা যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে। , সঠিকভাবে।

মসজিদগুলি তাদের উদ্দেশ্যগুলির একটিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যও একটি চমৎকার জায়গা, যা হল আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করা, তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে তাদের সন্তুষ্ট করার উপায়ে। মসজিদগুলি একজনকে তাদের ক্রিয়াকলাপগুলিকে সঠিক উপায়ে অগ্রাধিকার দিতে উত্সাহিত করে, যাতে তারা তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করতে পারে, পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে পারে এবং পরিমিতভাবে বৈধ আনন্দ উপভোগ করতে পারে। যে ব্যক্তি মসজিদ পরিহার করে, সে প্রায়শই অনর্থক ও অর্থহীন কাজে তাদের সময় ও সম্পদ নষ্ট করে এবং তাই উভয় জগতের কল্যাণ লাভে তারা হারায়।

একজন মুসলমানের শুধু মসজিদকে অন্য জায়গার চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয় বরং তাদের উচিত অন্যদের, যেমন তাদের সন্তানদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করা। প্রকৃতপক্ষে, এটি যুবকদের জন্য পাপ, অপরাধ এবং খারাপ সঙ্গ এড়ানোর জন্য একটি চমৎকার জায়গা, যা উভয় জগতে কষ্ট এবং অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।

ঈমান মজবুত করা - 16

সুনানে ইবনে মাজাহ, 1081 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে তাদের বিধান, খোদায়ী সমর্থন এবং তাদের অবস্থা ও অবস্থার উন্নতিতে কীভাবে আশীর্বাদ লাভ করতে হবে তার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রথম কাজটি হল, মৃত্যুর আগে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তাওবা করা। যেহেতু মৃত্যুর সময় অজানা, এই হাদিসটি আসলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার ইঙ্গিত দেয় যখনই কেউ পাপ করে, অর্থাৎ বিলম্ব না করে অনুতপ্ত হয়। এর মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং অন্য যে কারো সাথে অন্যায় করা হয়েছে, আবার একই বা অনুরূপ পাপ না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং সম্ভব হলে, লঙ্ঘিত যে কোনও অধিকার পূরণ করা। মহান আল্লাহ, এবং মানুষের সম্মানে।

প্রধান হাদীসে উপদেশ দেওয়া পরবর্তী বিষয় হল যে একজন মুসলিমকে দায়িত্ব, অসুস্থতা বা অসুবিধায় ব্যস্ত হওয়ার আগে তাদের সময়কে কাজে লাগাতে হবে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের সম্পদ, যেমন তাদের সময়, এমন জিনিসগুলিতে ব্যবহার করতে হবে যা মহান আল্লাহকে খুশি করে এবং অনর্থক এবং পাপ কাজগুলি এড়িয়ে চলে। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বিচার দিবসে তারা যে মহান অনুশোচনার মুখোমুখি হবেন যখন তারা তাদের দেওয়া পুরষ্কার লক্ষ্য করবে যারা তাদের সম্পদ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করেছে, যদি তারা তা করতে ব্যর্থ হয়। তারা এমন একটি সময় বা দিনে ভালো কাজ স্থগিত করবেন না যেখানে তাদের পৌঁছানোর নিশ্চয়তা নেই এবং এমনকি যদি তারা সেখানে পৌঁছায় তবে তারা ভাল কাজ করার সঠিক অবস্থানে নাও থাকতে পারে। আশা করা যায় যে এই আচরণকারীকে

মহান আল্লাহ তায়ালা সমর্থন করবেন, যখন তারা পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে অতিরিক্ত সৎ কাজ করার মতো অবস্থায় থাকবে না। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একজন মুসলমানকে প্রথমেই লক্ষ্য রাখতে হবে তাদের সময়কে কম করে এমন জিনিসগুলিতে ব্যবহার করা যা তাদের দুনিয়া বা পরকালের জন্য উপকারী নয়। এর পরে, তাদের উচিত সেই জিনিসগুলি কমিয়ে আনার চেষ্টা করা যা কেবলমাত্র এই দুনিয়ায় তাদের উপকার করে এবং আখিরাতে তাদের উপকারে আসে এমন কাজগুলিতে আরও মনোনিবেশ করা, যা সংজ্ঞা হিসাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই পৃথিবীতেও তাদের উপকার করে। যে ব্যক্তি এতে অটল থাকবে সে তাদের সম্পদ, যেমন তাদের সময়, সঠিক উপায়ে, মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করবে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল যে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই মহান আল্লাহর সাথে তাদের বন্ধন দৃঢ় করতে হবে, তাঁকে অনেক বেশি স্মরণ করে। মহান আল্লাহর প্রকৃত স্মরণ তিনটি স্তরে গঠিত। প্রথমটি হল অভ্যন্তরীণ স্মরণ অর্থ, একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা যাতে তারা শুধুমাত্র তাকে খুশি করার জন্য কাজ করে। এটি প্রমাণিত হয় যখন কেউ মানুষের কাছ থেকে কোন প্রত্যাবর্তন বা কৃতজ্ঞতা আশা করে না বা আশাও করে না। দ্বিতীয় স্তরটি হল মহান আল্লাহকে স্মরণ করা, ভাল কথা বলা এবং অনর্থক ও পাপপূর্ণ কথা পরিহার করা। এবং সর্বোচ্চ স্তর হল আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে আনুগত্য করা, নিজের কর্মের মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত নেয়ামত ব্যবহার করে। পবিত্র কুরআনে এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মূল হাদীসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বিষয় হল গোপন ও প্রকাশ্য উভয় প্রকার দান করা। এর মধ্যে বাধ্যতামূলক এবং স্বেচ্ছাসেবী দাতব্য উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। এটা মনে রাখা জরুরী, এর অর্থ হল নিজের সাধ্য অনুযায়ী দান করা, তা বেশি হোক বা কম। মহান আল্লাহ, পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করেন না, তিনি গুণগত অর্থ,

একজনের আন্তরিকতার উপর ভিত্তি করে কাজগুলি পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন। এটি সহীহ বুখারী, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে মুসলমানদের তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা ছাড়া আর কোন অজুহাত নেই। উপরন্তু, নিয়মিতভাবে একবারের পরিবর্তে নিয়মিত দান করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নিয়মিত কাজগুলি অল্প হলেও মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে বেশি প্রিয়। সহীহ বুখারী, 6465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে, যারা অন্যকে দান করতে উৎসাহিত করতে চান তারা প্রকাশ্যে দিতে পারেন। এটি তাদের অনুপ্রেরণার কারণে দানকারীদের সমান পুরষ্কার অর্জন করতে পরিচালিত করবে। সহীহ মুসলিমের 2351 নম্বর হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা প্রদর্শনের ভয়ে ভীত, যা তাদের পুরস্কার বাতিল করে, তাদের উচিত গোপনে তা করা। উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য লাভের জন্য ইসলাম মুসলমানদের জন্য অনেক পুরষ্কার লাভের জন্য অনেক বিকল্প এবং সুযোগ প্রদান করেছে। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে দাতব্যের মধ্যে সমস্ত ভাল কাজ অন্তর্ভুক্ত যা অন্যদের সাহায্য করে, কেবল সম্পদ নয়। সুতরাং যার সম্পদ নেই, তার উচিত অন্য উপায়ে দান করা, যেমন অন্যদের সময়, শক্তি এবং মানসিক সমর্থন দেওয়া। অন্তত একটি করতে পারে তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখা, এটি নিজেকে দান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সহীহ মুসলিমের 250 নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ঈমান মজবুত করা - 17

সুনানে আবু দাউদ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুকরণ করে তাকে তাদের একজন হিসাবে গণ্য করা হয়।

সমস্ত মুসলিম তাদের বিশ্বাসের শক্তি নির্বিশেষে গণনা করতে এবং পরবর্তী পৃথিবীতে ধার্মিকদের সাথে শেষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, একজন মুসলমান কেবলমাত্র একজন ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তাদের সাথে শেষ পর্যন্ত হবে যদি তারা ধার্মিকদের অনুকরণ করে। এই অনুকরণ একটি ব্যবহারিক জিনিস শুধু শব্দের মাধ্যমে ঘোষণা নয়। এই অনুকরণটি মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে সঠিকভাবে করা হয়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 9:

"আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করব।"

কিন্তু যারা মৌখিকভাবে ধার্মিকদের প্রতি তাদের ভালবাসা ঘোষণা করে এবং তাদের অনুকরণ করতে ব্যর্থ হয় এবং তার পরিবর্তে মুনাফিক এবং পাপীদের

মধ্যে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুকরণ করে তাদের একজন হিসাবে বিবেচিত এবং বিচার করা হবে। এর অর্থ এই নয় যে তারা তাদের বিশ্বাস হারাবে তবে এর অর্থ তাদের অবাধ্য মুসলমান হিসাবে বিচার করা হবে। কিভাবে একজন অবাধ্য মুসলমানকে একজন আজ্ঞাবহ মুসলমান হিসাবে গণ্য করা যায় এবং ধার্মিকদের সাথে শেষ করা যায়? এটা শুধুমাত্র ইচ্ছাপূর্ন চিন্তা যার ইসলামে কোন মূল্য নেই। অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 58:

"এবং অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান সমান নয় এবং যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে এবং অন্যায়কারী সমান নয়। তোমরা খুব কমই স্মরণ কর।"

পরিশেষে, মূল হাদিসটি ভাল লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে, কারণ একজন তাদের সঙ্গীদের দ্বারা নেতিবাচক বা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়। সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব, কেউ যদি ধার্মিকদের অনুকরণ করতে চায় তবে তাদের দুনিয়াতে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত। এই সঙ্গ এবং অনুকরণ ধার্মিকদের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি করবে। এই প্রকৃত ভালবাসা পরকালে তাদের প্রিয়জনের সাথে এক করে দেয়। সহীহ বুখারী, 3688 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ঈমান মজবুত করা - 18

সুনানে আন নাসাই, 2219 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, রোজা ব্যতীত লোকেরা যে সমস্ত সৎ কাজ করে থাকে তা তাদের নিজেদের জন্য, কারণ এটি মহান আল্লাহর জন্য এবং তাঁর জন্য। সরাসরি পুরস্কৃত করা হবে।

এই হাদিসটি রোজার স্বতন্ত্রতা নির্দেশ করে। এই পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করার একটি কারণ হল অন্যান্য সমস্ত সৎ কাজ লোকেদের কাছে দৃশ্যমান, যেমন নামায, বা সেগুলি মানুষের মধ্যে থাকে, যেমন গোপন দান। যদিও, উপবাস একটি অনন্য ধার্মিক কাজ, কারণ অন্যরা জানতে পারে না যে কেউ কেবল তাদের পালন করে উপবাস করছে।

উপরন্তু, রোজা একটি সৎ কাজ যা নিজের প্রতিটি দিকের উপর তালা লাগিয়ে দেয়। অর্থ, যে ব্যক্তি সঠিকভাবে রোজা রাখে তাকে মৌখিক ও শারীরিক গুনাহ থেকে বিরত রাখা হবে, যেমন হারাম জিনিস দেখা ও শোনা। এটি প্রার্থনার মাধ্যমেও অর্জন করা হয় তবে প্রার্থনাটি কেবলমাত্র অল্প সময়ের জন্য করা হয় এবং অন্যদের কাছে দৃশ্যমান হয় যেখানে, উপবাস সারা দিন ঘটে এবং অন্যদের কাছে অদৃশ্য। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

নিচের আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে যে ব্যক্তি কোনো বৈধ কারণ ছাড়া ফরজ রোজা পূর্ণ করে না সে প্রকৃত মুমিন হবে না, কারণ দুটি সরাসরি সংযুক্ত রয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 183:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যদি কোনো মুসলমান বৈধ কারণ ছাড়া একটি ফরজ রোজা পূর্ণ না করে তবে সে রোজা পূরণ করতে পারবে না। পুরষ্কার এবং আশীর্বাদ হারিয়েছে, এমনকি যদি তারা তাদের সারা জীবন রোজা রাখে।

উপরন্তু, পূর্বে উদ্ধৃত আয়াত দ্বারা নির্দেশিত, সঠিকভাবে রোজা তাকওয়ার দিকে নিয়ে যায়। অর্থ, শুধু দিনের বেলায় ক্ষুধার্ত থাকা তাকওয়ার দিকে পরিচালিত করে না বরং গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং সৎকাজের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া তাকওয়ার দিকে নিয়ে যায়। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, ৭০৭ নম্বর হাদিসটিতে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি কেউ মিথ্যা কথা বলা ও কাজ করা থেকে বিরত না থাকে তাহলে রোজা তাৎপর্যপূর্ণ হবে না। সুনানে ইবনে মাজাহ, 1690 নম্বরে পাওয়া অনুরূপ একটি হাদিস সতর্ক করে যে কিছু রোজাদারদের ক্ষুধা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। যখন কেউ উপবাসে থাকা অবস্থায় মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের ব্যাপারে আরও সচেতন ও সতর্ক হয়ে ওঠে, তখন এই অভ্যাসটি তাদের প্রভাবিত করে যাতে তারা রোজা না থাকা অবস্থায়ও একই রকম আচরণ করে। প্রকৃতপক্ষে এটাই প্রকৃত তাকওয়া।

পূর্বে উদ্‌ধৃত আয়াতে উল্লিখিত ধার্মিকতা উপবাসের সাথে যুক্ত, কারণ উপবাস একজনের মন্দ ইচ্ছা এবং আবেগকে হ্রাস করে। এটি অহংকার এবং পাপের উৎসাহ রোধ করে। কারণ রোজা পেটের ক্ষুধা ও শারীরিক কামনা-বাসনাকে বাধাগ্রস্ত করে। এই দুটি জিনিস অনেক গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, এই দুটি জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা অন্যান্য হারাম জিনিসের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি। সুতরাং যে ব্যক্তি রোজার মাধ্যমে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে সে দুর্বল মন্দ ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজতর করবে। এটি প্রকৃত ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে।

পূর্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, রোযার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। রোযার প্রথম এবং সর্বনিম্ন স্তর হল যখন কেউ এমন জিনিস থেকে বিরত থাকে যা তার রোজা ভঙ্গ করে, যেমন খাবার। পরবর্তী স্তর হল পাপ থেকে বিরত থাকা যা একজনের রোযার ক্ষতি করে যার ফলে তার রোযার সওয়াব কমে যায়, যেমন মিথ্যা বলা। সুনানে আন নাসায়ী, 2235 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ জড়িত রোজা পরবর্তী স্তর। এটি হল যখন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ গুনাহ থেকে রোজা রাখে যেমন, চোখ হারামের দিকে তাকানো থেকে, কান হারামের কথা শোনা থেকে ইত্যাদি। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ রোজা না থাকা অবস্থায়ও এইভাবে আচরণ করে। পরিশেষে, সর্বোচ্চ স্তরের রোজা হল এমন সমস্ত জিনিস থেকে বিরত থাকা যা মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত নয়, অর্থাত্, কেউ তাদের দেওয়া আশীর্বাদ যেমন তাদের সময়কে এমনভাবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে যা পাপ বা নিরর্থক।

একজন মুসলমানের অভ্যন্তরীণভাবে রোজা রাখা উচিত যেমন তাদের শরীর পাপ বা অসার চিন্তা থেকে বিরত থেকে বাহ্যিকভাবে রোজা রাখে। তাদের ইচ্ছার প্রতি তাদের নিজস্ব পরিকল্পনায় অবিচল থেকে রোজা রাখা উচিত এবং

তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করা উচিত। উপরন্তু, তারা মহান আল্লাহর আদেশকে অভ্যন্তরীণভাবে চ্যালেঞ্জ করা থেকে রোজা রাখবে এবং এর পরিবর্তে নিয়তি ছাড়া এবং যা কিছু আল্লাহকে চিনতে পারে, মহান আল্লাহ শুধুমাত্র তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম বেছে নেন, এমনকি যদি তারা এই পছন্দগুলির পিছনে প্রজ্ঞা বুঝতে না পারে। . অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের রোজা গোপন রেখে সর্বোচ্চ সওয়াবের লক্ষ্য করা এবং তা পরিহারযোগ্য হলে অন্যদের জানানো না, কারণ অন্যদেরকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে জানানো সওয়াবের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় কারণ এটি প্রদর্শনের একটি দিক।

ঈমান মজবুত করা - 19

সহীহ বুখারি, 1773 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, পবিত্র তীর্থযাত্রার পুরস্কার জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

পবিত্র তীর্থযাত্রার আসল উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে তাদের পরকালের শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা। যেভাবে একজন মুসলমান পবিত্র তীর্থযাত্রা করার জন্য তাদের বাড়ি, ব্যবসা, সম্পদ, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সামাজিক মর্যাদা রেখে যায়, এটি তাদের মৃত্যুর সময় ঘটবে, যখন তারা তাদের আখিরাতে শেষ যাত্রা করবে। প্রকৃতপক্ষে, জামি আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তির পরিবার এবং সম্পদ তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং কেবল তাদের ভাল-মন্দ কাজগুলি তাদের কাছে থাকে।

যখন একজন মুসলমান তাদের পবিত্র তীর্থযাত্রার সময় এটি মনে রাখে, তখন তারা এই দায়িত্বের সমস্ত দিক সঠিকভাবে পালন করবে। এই মুসলিম একটি পরিবর্তিত ব্যক্তি হিসাবে ঘরে ফিরে আসবে, কারণ তারা এই জড় জগতের অতিরিক্ত দিকগুলিকে একত্রিত করার চেয়ে পরকালে তাদের শেষ যাত্রার প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে। তারা মহান আল্লাহর হুকুম পালনে সচেষ্ট থাকবে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের পূর্ণ করার জন্য দুনিয়া থেকে নেয়া। প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন অপচয়, অত্যধিকতা বা বাড়াবাড়ি ছাড়া। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে।

মুসলমানদের পবিত্র তীর্থযাত্রাকে ছুটির দিন এবং শপিং ট্রিপ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় কারণ এই মনোভাব এর উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে দেয়। এটি অবশ্যই মুসলমানদের পরকালে তাদের শেষ যাত্রার কথা মনে করিয়ে দেবে, এমন একটি যাত্রা যার কোনো প্রত্যাবর্তন নেই এবং দ্বিতীয় কোনো সুযোগ নেই। শুধুমাত্র এটিই একজনকে পবিত্র তীর্থযাত্রা সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে এবং পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে অনুপ্রাণিত করবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে তাকে তাদের পবিত্র তীর্থযাত্রা দ্বারা জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে।

ঈমান মজবুত করা - 20

জামে আত তিরমিযী, 2305 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের গ্রহণ করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন।

প্রথমটি হল, সর্বোত্তম ইবাদতকারী সেই যে হারাম কাজ পরিহার করে। এর মধ্যে সব ধরনের মৌখিক ও শারীরিক পাপ পরিহার করা অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পূর্ণ করা, কারণ সেগুলো পরিত্যাগ করা বেআইনি। এর মধ্যে রয়েছে পাপপূর্ণ উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা এড়ানো। উপরন্তু, একজন মুসলমানকে কখনই সম্পদের মতো অবৈধ বিধান প্রাপ্ত করা এবং ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এর ফলে তাদের সমস্ত সৎ কাজ প্রত্যাখ্যাত হবে, কারণ ভাল কাজের ভিত্তি অবশ্যই বৈধ হতে হবে। সহীহ মুসলিমের 2342 নম্বর হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি যেমন ব্যক্তির উদ্দেশ্য, তেমনি ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল পাওয়া এবং ব্যবহার করা । একজন মুসলিমকে সন্দেহজনক বিষয় এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি প্রায়শই হারামের দিকে নিয়ে যায়। যা সন্দেহ সৃষ্টি করে তা এড়িয়ে চলা একজনের বিশ্বাস ও সম্মান রক্ষা করবে। জামি আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যখন কেউ এইভাবে আচরণ করবে, তখন তার সমস্ত নেক ইবাদত ও নেক আমল মহান আল্লাহ কবুল করবেন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে সর্বশেষ যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, অত্যধিক হাসি আধ্যাত্মিক হৃদয়কে হত্যা করে। এই মানসিকতা একজনকে সবসময় মজার বিষয় নিয়ে ভাবতে এবং আলোচনা করতে এবং গুরুতর

সমস্যাগুলি এড়াতে চায়। মৃত্যু ও পরকালের জন্য প্রস্তুতির বিষয়টি গুরুতর বিষয় এবং কেউ যদি সেগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং আলোচনা করা এড়িয়ে যায় তবে সে কখনই তাদের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত হবে না। এটি একটি মৃত আধ্যাত্মিক হৃদয়ের দিকে পরিচালিত করবে। অন্যদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই প্রফুল্ল এবং আশাবাদী হতে হবে তবে তাদের অবিরাম রসিকতার মনোভাব গ্রহণ করা এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এই মনোভাব নিরর্থক এবং এমনকি পাপপূর্ণ জিনিসের দিকে নিয়ে যায়।

ঈমান মজবুত করা - 21

জামে আত তিরমিযী, 2012 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, চিন্তা করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, অথচ তাড়াহুড়া করা শয়তানের পক্ষ থেকে।

এটি বোঝার এবং কাজ করার জন্য এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, কারণ মুসলিমরা যারা অনেক সৎ কাজ করে তারা প্রায়শই তাড়াহুড়ো করে তাদের ধ্বংস করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা রাগের সাথে কিছু খারাপ শব্দ উচ্চারণ করতে পারে যা তাদের বিচারের দিনে জাহান্নামে নিমজ্জিত হতে পারে। জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বেশিরভাগ পাপ এবং অসুবিধা, যেমন তর্ক-বিতর্ক, ঘটতে পারে কারণ লোকেরা জিনিসগুলি চিন্তা করতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে তাড়াহুড়ো করে কাজ করে। বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন হল যখন কেউ কথা বলার বা কাজ করার আগে চিন্তা করে এবং কেবল তখনই আগে আসে যখন তারা জানে যে তাদের কথা বা কাজ পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়ে ভাল এবং উপকারী।

যদিও, একজন মুসলমানের সৎকাজ সম্পাদনে বিলম্ব করা উচিত নয়, তবুও সেগুলি সম্পাদন করার আগে তাদের চিন্তা করা উচিত। এর কারণ হল একটি সৎ কাজের কোনো প্রতিদান পাওয়া যায় না শুধুমাত্র এই কারণে যে এর শর্ত ও শিষ্টাচার কারোর তাড়াহুড়ার কারণে পরিপূর্ণ হয়নি। এই ক্ষেত্রে, যে কোনও বিষয়ে চিন্তা করার পরেই একজনকে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে কেবল তাদের পাপগুলিকে কম করবে না এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করবে, তবে তারা তাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক, অসুবিধা এবং মতানৈক্যের মতো সমস্যাগুলিকে হ্রাস করবে।

ঈমান মজবুত করা - 22

জামে আত তিরমিযী, 2306 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি জিনিস ঘটার আগে মুসলমানদের সৎকাজ সম্পাদনে ত্বরান্বিত করার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রথমটি হল অপ্রতিরোধ্য দারিদ্র্য। এটি আর্থিক সমস্যাগুলিকে নির্দেশ করতে পারে যা একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিক্ষিপ্ত করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। . উপরন্তু, সম্পদের উপর জোর দেওয়া একজনকে বেআইনি দিকে ঠেলে দিতে পারে। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে হারামের মধ্যে নিহিত যে কোন সৎ কাজ মহান আল্লাহ প্রত্যাখ্যাত হবেন। সহীহ মুসলিমে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে, 2342 নম্বর। মহান আল্লাহ তায়ালা নভোমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সমগ্র সৃষ্টির জন্য বিধান বরাদ্দ করেছেন, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, সংখ্যা 6748. অতএব, একজন মুসলমানের বিশ্বাস করা উচিত যে যতক্ষণ না তারা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে হালাল উপায়ে এর জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের হালাল রিজিক তাদের কাছে পৌঁছাবে। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে, মহান আল্লাহ তাঁর অসীম প্রজ্ঞা অনুসারে তাঁর বান্দাদের জন্য যা উত্তম তা বেছে নেন। তিনি কারও ইচ্ছা অনুযায়ী দেন না, কারণ এটি সম্ভবত তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এবং অধ্যায় 42 আশ শুরা, আয়াত 27:

"আর যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য [অতিরিক্ত] রিযিক প্রসারিত করতেন তবে তারা সারা পৃথিবীতে অত্যাচার চালাত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে ইচ্ছা নাযিল করেন..."

পরিশেষে, হাদিসের এই অংশটি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে নিজের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যবহার করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে, এমন একটি সময় আসার আগে যখন তারা দান করতে চায় কিন্তু তা করার জন্য সঠিক আর্থিক অবস্থানে নাও থাকতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, ধন-সম্পদের প্রতি মনোযোগী হওয়ার আগেই মুসলমানদের সৎকাজ সম্পাদনে ত্বরা করা উচিত। সম্পদ নিজেই মন্দ নয় কিন্তু কীভাবে একজন ব্যক্তি এটি অর্জন করে এবং ব্যবহার করে তার উপর নির্ভর করে এটি হয় তাদের জন্য একটি মহান আশীর্বাদ বা উভয় জগতে তাদের জন্য একটি বড় বোঝা হতে পারে। কোনো মুসলমান যদি আল্লাহ, মহান ও মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করে এবং সম্পদ জমা করে বা অপব্যয় করে, তাহলে তা উভয় জগতে তাদের জন্য মহা অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

কিন্তু কোনো মুসলমান যদি অতিরিক্ত, অপচয় বা বাড়াবাড়ি না করে তাদের চাহিদা ও নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্জন করে এবং তাদের নিয়ামত যেমন ধন-সম্পদ, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অন্য উপায়ে ব্যবহার করে, তবে তারা উভয় জগতেই প্রকৃত সমৃদ্ধি অর্জন করবে। . অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় যা সৎকর্মে বাধা দেয় তা হল একটি দুর্বল ব্যাধি। এটি অসুস্থতার সম্মুখীন হওয়ার আগে একজনের ভাল স্বাস্থ্য ব্যবহার করার জন্য একটি সতর্কতা। যারা অসুস্থতা বা বার্ধক্যজনিত কারণে তাদের সুস্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলেছে তাদের পর্যবেক্ষণ করা উচিত এবং তাই তাদের সুস্বাস্থ্যকে কাজে লাগানো উচিত, পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই সফলতা লাভের চেষ্টা করা এবং বিশ্বের উপর ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানের উচিত তাদের সুস্বাস্থ্য ব্যবহার করে নিয়মিত মসজিদে যাত্রা করার জন্য জামাতের সাথে তাদের ফরয নামায পড়ার জন্য এমন সময় আসার আগে যখন তারা এটি করতে চায় কিন্তু তা করার জন্য শারীরিক শক্তি

রাখে না। নিজের সুস্বাস্থ্যকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে আশ্চর্যজনক বিষয় হল যে, শেষ পর্যন্ত একজন মুসলিম যখন তা হারাবে, তখন মহান আল্লাহ তাদের সেই পুরস্কার প্রদান করতে থাকবেন যা তারা তাদের সুস্বাস্থ্যের সময় ভাল কাজ করার সময় পেতেন। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 500 নম্বর হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা গাফিলতিতে থাকে এবং তাদের ভাল স্বাস্থ্যকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় তারা তাদের সুস্বাস্থ্যের সময় বা অসুস্থ হলে কোন পুরস্কার পাবে না।

এটি আলোচনার অধীন প্রধান হাদীসে বর্ণিত পরবর্তী বিষয়ের সাথে যুক্ত, যথা, বার্ধক্য। বার্ধক্যে পৌঁছনোর আগেই একজন মুসলিমের উচিত তাদের যৌবন এবং শক্তিশালী বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগানো। এর মধ্যে রয়েছে জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা এবং নিজের মানসিক শক্তিকে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য ব্যবহার করা, তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। . এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। বৃদ্ধ বয়সে তারা ইসলামিক জ্ঞান শিখতে এবং আমল করতে পারবে বলে বিশ্বাস করে এতে দেরি করা উচিত নয় কারণ তারা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছাবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। উপরন্তু, এমনকি যদি তারা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছায়, তাদের জন্য ইসলামী জ্ঞান শেখা কঠিন হবে, কারণ শেখার প্রধান বয়স হল যখন একজন কম বয়সী। অবশেষে, এমনকি যদি তারা বৃদ্ধ বয়সে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়, তবুও তাদের পক্ষে জ্ঞান বাস্তবায়ন করা আরও কঠিন হবে, কারণ বয়স্ক লোকেরা তাদের অভ্যাসের সাথে আরও সহজে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং তাই তাদের আচরণ ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়। অতএব, একজনকে তাদের মানসিক শক্তি ব্যবহার করতে দেরি করা উচিত নয় যখন তারা অল্প বয়সে দরকারী জ্ঞান শিখতে এবং কাজ করে। পরিশেষে, বার্ধক্য হওয়ার আগে এইভাবে আচরণ করা জরুরী, যেমনটি সহীহ বুখারী, 6390 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)ও বার্ধক্য থেকে আশ্রয় চেয়েছিলেন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় যা সৎকর্মে বাধা দেয় তা হল আকস্মিক মৃত্যু। মৃত্যু নিশ্চিত কিন্তু সময় অজানা। একজন মুসলমানের গাফিলতিতে বেঁচে থাকা উচিত নয় এই বিশ্বাস করে যে তাদের মৃত্যু অনেক দূরে, কারণ অগণিত লোক তাদের আয়ুতে পৌঁছানোর অনেক আগেই মারা যাবে এবং মারা যাবে। কিংবা তাদের এমনভাবে বেঁচে থাকা উচিত নয় যেন তারা একেবারেই মারা যাচ্ছে না। দীর্ঘ জীবনের আশা থাকাকে সমস্ত মন্দের মূল হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, কারণ এটি একজনকে ধার্মিক কাজগুলি করতে বিলম্বিত করে, বিশ্বাস করে যে তারা সর্বদা আগামীকাল সেগুলি সম্পাদন করতে পারে। এটি তাদের আন্তরিক অনুতাপকে বিলম্বিত করে, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তাদের উন্নতির জন্য অনেক সময় আছে। এবং দীর্ঘ জীবনের আশা থাকার কারণে এই পৃথিবীতে তাদের প্রত্যাশিত দীর্ঘ জীবন আরামদায়ক করার জন্য পার্থিব জিনিস যেমন সম্পদ অর্জনকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। এই বিষয়গুলি একজনকে পরকালের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে বাধা দেয়, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা। মুসলমানদের তাই দীর্ঘ জীবনের জন্য তাদের আশা কমানো উচিত যাতে তারা ভালোর জন্য পরিবর্তিত হয় এবং তাদের মনোযোগ স্থায়ী পরকালের দিকে পরিচালিত করে। মুসলমানদের দেরি করা উচিত নয় এবং তার পরিবর্তে আজকের মতো কাজ করা উচিত যা তারা আশা করে যে তারা কখনই আসবে না। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এমন একটি দিনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়াকে অগ্রাধিকার দেন না যেখানে তারা কখনই পৌঁছাতে পারে না, যেমন তাদের অবসর গ্রহণ, যে দিনের জন্য তারা নিশ্চিতভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করবে, যেমন তারা মারা যাবে। এছাড়াও, তাদের সৎকর্ম সম্পাদনের জন্যও সচেষ্ট হওয়া উচিত যা তাদের জীবন অপ্রত্যাশিতভাবে শেষ হলে তাদের উপকার করবে, যেমন একটি চলমান দাতব্য, যা দাতার উপকার করে, যতক্ষণ দাতব্য অন্যদের উপকার করতে থাকে। জামে আত তিরমিযী, ১৩৭৬ নং হাদিসে এ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল খ্রীষ্ট বিরোধীদের আগমন। এই ঘটনা একজনকে সৎ কাজ করা থেকে বিরত রাখবে এবং পরিবর্তে তাকে কুফরের দিকে প্ররোচিত করবে। এর থেকে একটি শিক্ষা নেওয়ার বিষয় হল সন্দেহজনক বিষয় এড়িয়ে চলার গুরুত্ব। যেভাবে একজন ব্যক্তি যে সীমান্তের কাছাকাছি যাত্রা করে তার এটি অতিক্রম করার সম্ভাবনা বেশি, অনুরূপভাবে, একজন মুসলিম যে প্রলোভনে আবদ্ধ থাকে তার পথভ্রষ্ট হওয়ার এবং সৎকাজ করতে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যে স্থান এবং জিনিসগুলিকে এড়িয়ে চলে যা তাদের পাপের জন্য প্রলুব্ধ করে সে তাদের ঈমান ও সম্মান রক্ষা করবে। জামি আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাই মুসলমানদের উচিত জিনিস, স্থান এবং যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ বা প্রলুব্ধ করে তাদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে তাদের ঈমানের হেফাজত করা এবং তাদের নির্ভরশীলদের নিশ্চিত করা। তাদের সন্তানদের হিসাবে, একই কাজ.

আলোচ্য প্রধান হাদীসে যে চূড়ান্ত বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, যা মানুষকে সৎ কাজ করতে বাধা দেয়, তা হল শেষ কিয়ামত।

এই যখন শিঙা বিস্ফোরণ ঘটবে. তূর্য বিস্ফোরণে সৃষ্টির মৃত্যু ঘটবে। এটি সহীহ মুসলিম, 7381 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। শেখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এটি এমন একটি কল যা কেউ সাড়া দিতে পারে না বা প্রত্যাখ্যান করবে না। এটি পুনরুত্থান এবং চূড়ান্ত বিচারের দিকে পরিচালিত করবে। তাই মুসলমানদের উচিৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর আহবানে সাড়া দেওয়া, আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী। অধ্যায় 8 আন আনফাল, আয়াত 24:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদের জীবন দেয়..."

এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে।

এই পৃথিবীতে যে কেউ এই আহ্বানে ইতিবাচকভাবে সাড়া দেবে সে চূড়ান্ত আহ্বান সহ্য করা এবং সাড়া দেওয়া সহজ বলে মনে করবে। অথচ যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর ডাকে গাফেল হয়ে জীবনযাপন করে, সে এই পৃথিবীতে শান্তি পাবে না এবং তারা শিঙার ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হবে, যা সহ্য করা তাদের জন্য বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এবং সাড়া একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারে, যতক্ষণ না চূড়ান্ত আহ্বানটি ঘটবে, শীঘ্র বা পরে, এবং কেউ তা এড়াতে বা উপেক্ষা করতে সক্ষম হবে না। যদি এটি অনিবার্য হয়, তবে এটা বোঝা যায় যে কেউ গাফিলতিতে জীবনযাপন করার পরিবর্তে এখনই এর প্রতিক্রিয়া জানায়। যদি কেউ গাফেল অবস্থায় শিঙার বিস্ফোরণ শুনতে পায়, তবে কোন কাজ বা অনুশোচনা তাদের উপকারে আসবে না এবং এই ব্যক্তির জন্য যা হবে তা আরও ভয়ঙ্কর হবে।

ঈমান মজবুত করা - 23

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা এবং আশংকা, 2556 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিকে সুসংবাদ দিয়েছেন।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল হালাল রিযিক উপার্জন। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কারো জীবনের ভিত্তি যদি হারামের উপর ভিত্তি করে থাকে তবে তার উপরে যা কিছু নির্মাণ করা হবে তা অপবিত্র হবে। যে ব্যক্তি হারাম লাভ করে এবং ব্যবহার করে তার সৎকাজ যেমন দান-খয়রাত প্রত্যাখ্যাত হবে। সহীহ মুসলিমের 2342 নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি যেভাবে ব্যক্তির উদ্দেশ্য, একইভাবে ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল পাওয়া এবং ব্যবহার করা । একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে, তাদের রিজিক, যার মধ্যে রয়েছে সম্পদ, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এই বরাদ্দ কখনই পরিবর্তিত হতে পারে না, তাই হারাম প্রাপ্ত এবং ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ এটি এই পৃথিবীতে অসুবিধার দিকে নিয়ে যায়, যেহেতু তারা হারামের মাধ্যমে যা কিছু অর্জন করে তা হয়ে যায়। তাদের জন্য চাপের উৎস, এবং এটি একটি মহান দিনে কঠিন শাস্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্যটি হল একান্তে এবং অন্যের পর্যবেক্ষণ থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও সৎ আচরণ করা। এই মুসলমান সম্পূর্ণরূপে সচেতন হয় যে ঐশী দৃষ্টি প্রতিনিয়ত তাদের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সত্তাকে পর্যবেক্ষণ করছে। এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিকতা প্রমাণ করে, কারণ তারা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকা সত্ত্বেও সৎ আচরণ করে। যেহেতু এই মুসলিমরা ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করেছে এবং তার উপর আমল করেছে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করেছে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে, শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। তার উপর তারা ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। এটি তখন হয় যখন কেউ কাজ করে, যেমন নামায পড়া, যেন তারা মহান আল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে, তাদের পর্যবেক্ষণ করে। সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি তাদেরকে মানুষের দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে বিরক্ত করা থেকে বিরত রাখে, কারণ তারা ঐশ্বরিক দৃষ্টির প্রতি খুব বেশি মনোযোগী এবং সতর্ক থাকে। এই আন্তরিকতা অবলম্বন করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে কেউ শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে এবং একান্তে তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে।

ঈমান মজবুত করা - 24

জামে আত তিরমিযী, 1660 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে নেককার লোকদের উল্লেখ করেছেন। এই সেই ব্যক্তি যে মহান আল্লাহর পথে আন্তরিকভাবে সংগ্রাম করে।

এর মধ্যে রয়েছে নিজের কু-আকাঙ্খা ও অন্যের মন্দ কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, তাঁর আদেশ-নিষেধ পূর্ণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করা, যেমন বর্ণনা করা হয়েছে এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য পালন করা, উদাহরণস্বরূপ, এই জড়জগতে নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চেষ্টা করা, অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই। এবং এর মধ্যে রয়েছে ইসলামিক জ্ঞান অনুযায়ী মৃদুভাবে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি তাদের দেওয়া সমস্ত আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। একজন মুসলিম এই হাদীসটি পূরণ করবে না যতক্ষণ না তারা তাদের দায়িত্বের উভয় দিকই পালন করবে।

ঈমান মজবুত করা - 25

জামে আত তিরমিযী, 2324 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, বস্তুগত জগত মুমিনের জন্য কারাগার এবং অবিশ্বাসীর জন্য জান্নাত।

মুসলমানদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে জীবনযাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যথা, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এই দায়িত্বের মধ্যে সৃষ্টির সাথে এমনভাবে আচরণ করাও অন্তর্ভুক্ত যেভাবে একজন ব্যক্তি তাদের সাথে অন্যদের আচরণ করতে চায়। এই কোডের কারণে, মুসলমানরা ক্রমাগত তত্ত্বাবধানে থাকে এবং সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে যে প্রতিটি কাজ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং কেয়ামতের দিন তাদের বিচার করা হবে। এই সত্যের কারণে একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের মন্দ ও নিরর্থক আকাঙ্ক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা এভাবেই চলতে থাকে যতক্ষণ না তারা এই কারাগার থেকে মুক্তি পায় এবং পরকালের অনন্ত সুখে পৌঁছায়।

অন্যদিকে, একজন অমুসলিম এই নিয়ম অনুযায়ী জীবনযাপন করে না এবং তার পরিবর্তে তাদের আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হয় যাতে এই পৃথিবী তাদের জন্য একটি স্বর্গের মতো হয়ে যায়, যেখানে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে নিজেদের আনন্দদায়ক উপায়ে ব্যবহার করে। কিন্তু এ অবস্থায় মারা গেলে পরকাল তাদের চিরস্থায়ী কারাগারে পরিণত হবে।

তাই একজন মুসলমানের উচিত মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত দুনিয়ার নিয়ম-কানুন মেনে চলার মাধ্যমে তাদের জীবনকে সহজ করা। কিন্তু যদি তারা তাদের ভাঙতে থাকে তবে তারা কেবল একের পর এক কষ্টের সম্মুখীন হবে, ঠিক যেমন একজন বন্দী যদি তাদের কারাগারের নিয়ম ভঙ্গ করতে থাকে তবে তাদের কষ্ট হয়।

কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, এর মানে এই নয় যে একজন মুসলিমের জীবন খারাপ। এর অর্থ কেবলমাত্র তারা ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং সফল হওয়ার জন্য তাদের অবশ্যই একটি নিয়ম অনুসারে জীবনযাপন করতে হবে, তাদের অবশ্যই তাদের আশীর্বাদগুলি মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করতে হবে। সত্য হলো, যে মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে মান্য করে, সে বাহ্যিকভাবে কঠিন মনে হলেও মনে ও শরীরে শান্তি পাবে। এর কারণ হল, মহান, অন্তরের নিয়ন্ত্রক আল্লাহ তাদের অন্তরে সন্তুষ্টি স্থাপন করেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এটি তাদের সরাসরি বিপরীত যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে নিজেদের আনন্দদায়ক উপায়ে ব্যবহার করে, যারা বাহ্যিকভাবে বিশ্বের বিলাসিতা উপভোগ করছে বলে মনে হয় কিন্তু উদ্বেগ, চাপ, হতাশা এবং আত্মহত্যার চিন্তার সম্মুখীন হয় কারণ তারা মানসিক শান্তি পায়নি। বা শরীর। তাই একজন

মুসলিমকে কখনোই বাহ্যিক চেহারা দেখে বোকা বানানো উচিত নয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

ঈমান মজবুত করা - 26

সহীহ মুসলিমের ৬৮৩৩ নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যত বেশি ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করবে, তার আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী, মহান আল্লাহর রহমত যত বেশি হবে, তারা তত বেশি পাবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে, একজন মুসলিমের ন্যূনতম প্রচেষ্টা একটি বৃহত্তর করুণা লাভের দিকে পরিচালিত করবে। এই করুণা নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে পরিচালিত হয়েছে যাতে তারা উভয় জগতের মানসিক, দেহের শান্তি এবং সত্যিকারের স্থায়ী সাফল্য পেতে তাদের কাটিয়ে উঠতে পারে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত থাকে এবং এর পরিবর্তে তাদের প্রদত্ত নেয়ামতগুলোকে নিজেদের সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, সে এই রহমত পাবে না এবং তাই তারা তাদের জীবনে সঠিক পথনির্দেশ পাবে না। পরিবর্তে তারা একের পর এক অসুবিধা, একের পর এক অন্ধকারের মুখোমুখি হবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

ঈমান মজবুত করা - 27

জামে আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা তাদের ধর্মের জন্য ক্ষতিকর নয় যাতে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। যা ক্ষতিকর।

তাকওয়া বলতে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি মানুষের অধিকার পূরণের অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে অন্যদের সাথে আচরণ করা জড়িত যেভাবে একজন ব্যক্তি মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চান।

ধার্মিকতার একটি দিক হল এমন সব বিষয় এড়িয়ে চলা যা সন্দেহজনক শুধু হারাম নয়। কারণ সন্দেহজনক বিষয়গুলো একজন মুসলিমকে হারামের এক ধাপ কাছাকাছি নিয়ে যায়। যেটা বেআইনীর যত কাছে থাকে তার মধ্যে পড়া তত সহজ। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি হারাম ও সন্দেহজনক জিনিসগুলি পরিহার করে এবং শুধুমাত্র হালাল জিনিস ব্যবহার করে সে তাদের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করবে।

সমাজে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা ঘটেছে ধীরে ধীরে, হঠাৎ করে নয়। অর্থ, ব্যক্তিটি হারামের মধ্যে পড়ার আগে প্রথমে সন্দেহজনক জিনিসে লিপ্ত হয়েছিল। এই কারণেই ইসলাম

একজন ব্যক্তির জীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় কারণ তারা তাদের হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। যেমন, নিরর্থক ও অনর্থক কথার অর্থ, যে কথার কোনো উপকার হয় না বা পাপও হয় না, তা প্রায়শই গীবত, মিথ্যা ও অপবাদের মতো মন্দ কথাবার্তার দিকে নিয়ে যায়। যদি কোন ব্যক্তি অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত না হয়ে প্রথম পদক্ষেপটি এড়িয়ে যায় তবে সে মন্দ কথা এড়িয়ে যাবে। এই প্রক্রিয়াটি নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয় এবং বিশেষত সন্দেহজনক সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত পূর্বে বর্ণিত তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করা, যার একটি শাখা হল নিরর্থক ও সন্দেহজনক জিনিসগুলিকে এড়িয়ে চলার ভয়ে যে তারা হারামের দিকে নিয়ে যাবে।

ঈমান মজবুত করা - 28

জামে আত তিরমিযী, 2618 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল ফরজ নামায ত্যাগ করা।

এই দিন এবং যুগে এটি অনেক বেশি সাধারণ হয়ে উঠেছে। অনেকে তুচ্ছ কারণে তাদের ফরয নামায ছেড়ে দেয়, যার সবগুলোই নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যাত। যে ব্যক্তি যুদ্ধে লিপ্ত তার জন্য যদি নামাযের ফরজ বাদ না দেওয়া হয় তবে তা অন্য কারো থেকে কিভাবে সরানো যাবে? অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 102:

“এবং যখন আপনি [অর্থাৎ, সেনাবাহিনীর কমান্ডার] তাদের মধ্যে থাকবেন এবং তাদের নামাযে নেতৃত্ব দেবেন, তখন তাদের একটি দল আপনার সাথে [প্রার্থনায়] দাঁড়াবে এবং তাদের অস্ত্র বহন করুক। এবং যখন তারা সেজদা করে, তখন তাদের আপনার পিছনে [অবস্থানে] থাকতে দিন এবং অন্য দলটিকে এগিয়ে আসতে দিন যারা [এখনও] নামায পড়েনি এবং তারা সতর্কতা অবলম্বন করে এবং তাদের অস্ত্র বহন করে আপনার সাথে সালাত আদায় করুক..."

মুসাফির বা অসুস্থ কেউই তাদের ফরয নামায পড়া থেকে রেহাই পায় না। মুসাফিরকে তাদের জন্য বোঝা কমানোর জন্য কিছু ফরজ নামাজে চক্রের পরিমাণ কমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারা সেগুলি নামায থেকে রেহাই পায়নি । অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 101:

"এবং যখন আপনি সারা দেশে ভ্রমণ করেন, তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করার জন্য আপনার উপর কোন দোষ নেই.."

অসুস্থদের শুকনো অযু করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যদি পানির সংস্পর্শে তাদের ক্ষতি হয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 6:

"...তবে যদি তুমি অসুস্থ হও বা সফরে থাকো বা তোমাদের মধ্যে কেউ স্বস্তির স্থান থেকে আসে বা নারীদের সাথে যোগাযোগ করে পানি না পেয়ে, তাহলে পরিষ্কার মাটির সন্ধান করো এবং তা দিয়ে তোমার মুখমন্ডল ও হাত মুছে ফেলো..."

এছাড়াও, অসুস্থ ব্যক্তিরা ফরজ সালাত এমনভাবে আদায় করতে পারে যা তাদের পক্ষে সহজ। অর্থ দাঁড়াতে না পারলে বসার অনুমতি রয়েছে এবং বসতে না পারলে শুয়ে ফরজ নামাজ পড়তে পারে। জামে আত তিরমিযী, 372 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে আবার, অসুস্থ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয় না যদি না কেউ মানসিকভাবে অসুস্থ হয় যা তাদের নামাযের বাধ্যবাধকতা বুঝতে বাধা দেয়।

অন্য প্রধান সমস্যা হল যে কিছু মুসলিম তাদের ফরজ নামাজ বিলম্বিত করে এবং তাদের সঠিক সময়ের পরে আদায় করে। এটা পরিষ্কারভাবে পবিত্র কুরআনের বিরোধিতা করে, কারণ মুমিনদেরকে তাদের ফরজ নামাজ

যথাসময়ে আদায়কারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 103:

"... অবশ্যই, মুমিনদের উপর নামায ফরজ করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।"

অনেকে বিশ্বাস করেন যে পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি তাদের নির্দেশ করে যারা অকারণে তাদের ফরজ নামাজে বিলম্ব করে। তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড 10, পৃষ্ঠা 603-604-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 107 আল মাউন, আয়াত 4-5:

"অতএব যারা নামাজ পড়ে তাদের জন্য দুর্ভোগ। [কিন্তু] যারা তাদের নামাযের প্রতি উদাসীন।"

এখানে যারা এই মন্দ স্বভাব অবলম্বন করেছে তাদের উপর মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে অভিশাপ দিয়েছেন। মহান আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকলে দুনিয়া বা পরকালে সফলতা কিভাবে পাওয়া যাবে?

সুনানে আন নাসাই নং 512-এ পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, ফরয নামায অকারণে বিলম্বিত করা মুনাফিকির লক্ষণ। পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে যে, মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের অন্যতম প্রধান কারণ হল ফরজ নামাজ আদায়ে ব্যর্থ হওয়া। অধ্যায় 74 আল মুদ্দাথ্থির, আয়াত 42-43:

সাকারে ফেলেছে ?" তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।

ফরয নামায ত্যাগ করা এমন একটি মারাত্মক গুনাহ যে, জামে আত তিরমিযী, ২৬২১ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, যে এ পাপ করবে সে ইসলামে কাফের।

উপরন্তু, অন্য কোন নেক আমল একজন মুসলিমকে উপকৃত করবে না যতক্ষণ না তাদের ফরজ নামাজ কায়েম হয়। সহীহ বুখারি, 553 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যদি কেউ দুপুরের ফরজ সালাত মিস করে তাহলে তার নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। যদি একটি ফরজ নামায পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে এমন হয় তাহলে কি সবগুলো পরিত্যাগের শাস্তি কল্পনা করা যায়?

সহীহ মুসলিমের ২৫২ নম্বর হাদিসে সঠিক সময়ে ফরয নামায পড়াকে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে নির্ণয় করা যায় যে, ফরয নামাযকে সময় অতিক্রম করতে বিলম্ব করা বা ফরয নামায আদায় করা। তাদের সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত মহান আল্লাহ দ্বারা সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ এক.

তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা শিশুদের ছোটবেলা থেকেই ফরজ নামাজ পড়তে উৎসাহিত করা সকল প্রবীণদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যাতে তারা তাদের উপর আইনত বাধ্যতামূলক হওয়ার আগেই তা প্রতিষ্ঠা করে। যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্করা এটি বিলম্বিত করে এবং তাদের সন্তানদের বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তারা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ব্যর্থ হয়েছে। যে শিশুদের শুধুমাত্র ফরয নামায পড়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছিল যখন এটি তাদের উপর ফরয হয়ে যায় তারা খুব কমই তাদের দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে তাদের কয়েক বছর লেগে যায়। আর দোষটা পড়ে পরিবারের বড়দের, বিশেষ করে বাবা-মায়ের ওপর। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 495 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে পরিবারগুলি তাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে ফরজ নামাজ পড়তে উত্সাহিত করে।

অন্য একটি বড় সমস্যা যা অনেক মুসলমানের মুখোমুখি হয় তা হল তারা ফরজ নামাজ পড়তে পারে কিন্তু সঠিকভাবে করতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণ স্বরূপ, অনেকে নামাজের ধাপগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করে না এবং এর পরিবর্তে তাড়াহুড়ো করে। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারি, 757 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি এভাবে নামাজ পড়ে সে আদৌ নামাজ পড়েনি। অর্থ, তারা তাদের সালাত আদায়কারী ব্যক্তি হিসাবে লিপিবদ্ধ নয় এবং তাই তাদের বাধ্যবাধকতা পূর্ণ হয়নি। জামে আত তিরমিযী, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি নামাজের প্রতিটি অবস্থানে স্থির থাকে না তার দোয়া কবুল হয় না।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে ব্যক্তি নামাজে সঠিকভাবে রুকু বা সেজদা করে না তাকে নিকৃষ্ট চোর বলে বর্ণনা করেছেন। মুওয়াত্তা মালিক, বই নম্বর 9, হাদিস নম্বর 75-এ পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম যারা তাদের ফরয এবং অনেক স্বেচ্ছায় নামাজ আদায় করে কয়েক দশক অতিবাহিত করেছে,

তারা দেখতে পাবে যে তাদের কেউই গণনা করেনি এবং এভাবেই তারা গুনাহ করবে। যে তাদের বাধ্যবাধকতা পূরণ করেনি সে হিসাবে বিবেচিত হবে। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 1313 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন সাধারণত একটি মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ পড়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 43:

"... আর রুকু কর তাদের সাথে যারা [ইবাদত ও আনুগত্যে]।

প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের কারণে কিছু নির্ভরযোগ্য আলেম মুসলিম পুরুষদের জন্য এটিকে ফরজ ঘোষণা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, সুনানে আবু দাউদ, 550 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে সমস্ত মুসলিমরা মসজিদে জামাতের সাথে তাদের ফরজ নামাজ আদায় করবে না তাদেরকে সাহাবীগণ মুনাফিক বলে গণ্য করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি কোনো বৈধ অজুহাত ছাড়াই মসজিদে তাদের ফরজ নামাজ আদায় করতে ব্যর্থ পুরুষদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এটি সহীহ মুসলিম, 1482 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যে সমস্ত মুসলিমরা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার অবস্থানে আছেন তাদের তা করা উচিত। তারা অন্য ধার্মিক কাজগুলো করছেন, যেমন তাদের পরিবারকে ঘরের কাজে সাহায্য করার মতো দাবী করে নিজেদের বোকা বানানো উচিত নয়। যদিও সহীহ বুখারী, ৬৭৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি রেওয়ায়েত, তবে তার রেওয়ায়েতের গুরুত্বকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস না করা গুরুত্বপূর্ণ। যে এটা করে তারা তার ঐতিহ্য অনুসরণ করছে না, তারা কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছার

অনুসরণ করছে, যদিও তারা একটি সৎ কাজ করছে। প্রকৃতপক্ষে, এই একই হাদিস উপদেশ দিয়ে শেষ করে যে যখন ফরয সালাতের সময় হবে, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।

পরিশেষে, প্রধান হাদিস দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে, যে ব্যক্তি ফরজ নামায ত্যাগ করার উপর অবিচল থাকে সে হয়তো তাদের বিশ্বাস ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, তারা তাদের জীবনের সময় এটি উপলব্ধি না করেও এটি হারাতে পারে। বাধ্যতামূলক প্রার্থনার মতো ক্রিয়া দ্বারা বিশ্বাসের প্রতি তাদের মৌখিক দাবিকে সমর্থন করতে ব্যর্থ হওয়া গ্রহণযোগ্য বলে কেউ কখনই নিজেকে বোকা বানাবেন না। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মুসলিমের সংজ্ঞা হল সেই ব্যক্তি যে বাস্তবিক ও অভ্যন্তরীণভাবে মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। অতএব, ইসলাম পালন করে না এমন মুসলমান হওয়ার মতো কোন বিষয় নেই, কারণ এই মনোভাব একজন মুসলমানের সংজ্ঞার সাথে সাংঘর্ষিক। একজন ব্যক্তি যদি একজন মুসলমানের সংজ্ঞা পূরণ না করে, তাহলে তারা কীভাবে নিজেকে একজন হিসাবে বিবেচনা করবে?

ঈমান মজবুত করা - 29

জামে আত তিরমিযী, 3371 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, দোয়া হল ইবাদতের সারাংশ।

কারণ এটা নম্রতা এবং মহান আল্লাহর প্রতি একজনের দাসত্বের একটি বাস্তব প্রদর্শনী, কারণ মালিকের কাছে চাওয়া বান্দার জন্য উপযুক্ত।

জেনে রাখা জরুরী যে জামে আত তিরমিযী, 3604 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, প্রতিটি ভাল দোয়া তিনটি উপায়ে কবুল হয়। তা হয় পূর্ণ হয়, পরকালে সমতুল্য পুরস্কার দেওয়া হয় অথবা একজনের জীবন থেকে সমতুল্য মন্দ দূর করা হয়।

নিম্নলিখিত আয়াতে, মহান আল্লাহ, যারা প্রার্থনা করে তাদের সকলের প্রতি উত্তর দেওয়ার গ্যারান্টি দিয়েছেন। অতএব, একজনকে সর্বদা এটি মনে রাখা উচিত এবং প্রার্থনায় অবিরত থাকা উচিত। অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 60:

"আর তোমার প্রতিপালক বলেছেন, "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব..."

এমনকি প্রার্থনা করার আগেও নিশ্চিত হওয়া উচিত যে তাদের উপার্জন হালাল এবং তারা যা গ্রহণ করে তা হালাল। জামে আত তিরমিযী, ২৯৮৯ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি হারাম উপার্জন করে এবং সেবন করে তার দো'আ কবুল হবে না।

দোয়ার প্রথম আদব হলো দোয়া করার সময় কিবলামুখী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এটি ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি। এই কর্মের একটি উদাহরণ সুনানে আন নাসাই, 2899 নম্বরে পাওয়া যায়।

তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য মহান আল্লাহর কাছে হাত তুলে প্রার্থনা করা উচিত, কারণ এটি ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুশীলন। এটি সহীহ বুখারী, 1030 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 3556 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ এমন একজন ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য খুবই লজ্জাশীল এবং উদার, যে তার কাছে হাত তোলে।

প্রথমে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তারপর মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠ করে প্রার্থনা শুরু ও শেষ করা উচিত। এটি সুনানে আবু দাউদ, 1481 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 486 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন ব্যক্তির দোয়া আসমান ও যমীনের মধ্যে স্থগিত থাকে যতক্ষণ না তারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ না পাঠায়।

পবিত্র কুরআনে বা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে উল্লিখিত বাক্যাংশ সহ মহান আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। মহান আল্লাহর সুন্দর নামগুলো এই ঐশী শিক্ষা জুড়ে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায় এবং সেগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 24:

“তিনি আল্লাহ, স্রষ্টা, প্রযোজক, রূপকার; সর্বোত্তম নামগুলো তাঁরই..."

সর্বোত্তম প্রার্থনা পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে পাওয়া যায় এবং তাই ব্যবহার করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 41:

"হে আমাদের পালনকর্তা, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনদেরকে ক্ষমা করুন যেদিন হিসাব কায়েম হবে।"

তবে নির্দিষ্ট কিছুর জন্য দোয়া করা একেবারেই গ্রহণযোগ্য, যতক্ষণ না সেগুলো বৈধ।

পবিত্র কুরআনে যেমন উপদেশ দেওয়া হয়েছে, একজনের উচিত মহান আল্লাহর কাছে বিনয়ের সাথে, তাঁর করুণার আশায় এবং তাঁর মহত্ত্বের ভয়ে প্রার্থনা করা। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 56:

"...এবং ভয়ে ও আকাঙ্ক্ষায় তাকে ডাকুন..."

মহান আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন এই বিশ্বাস নিয়ে উৎসাহের সাথে প্রার্থনা করা জরুরী। উপরন্তু, জামে আত তিরমিযী, 3479 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ, মহান, যে ব্যক্তি গাফেল বা বিভ্রান্ত হয়ে প্রার্থনা করে তার প্রতি সাড়া দেন না।

জামে আত তিরমিযী, 3505 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যখন পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করা হয় তখন সর্বদা দোয়া কবুল হয়। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 87:

"...তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই; তুমি মহিমান্বিত। নিশ্চয়ই আমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।"

একজনের উচিত তাদের প্রার্থনাকে আমীন শব্দ দিয়ে সীলমোহর করা, কারণ এটি তার গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করে। সুনানে আবু দাউদ, 938 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

দোয়া শেষ হওয়ার পর, তাদের মুখের উপর হাত মুছতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি অভ্যাস। এটি সুনানে আবু দাউদ, 1492 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, একজনের প্রার্থনায় অবিচল থাকা উচিত, কারণ হাল ছেড়ে দেওয়া একটি তাড়াহুড়োমূলক কাজ যার ফলে প্রার্থনা অপূর্ণ হতে পারে। জামে আত তিরমিযী, ৩৩৮৭ নং হাদিসে এই সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে।

স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ করার অভ্যাস করা উচিত যাতে মহান আল্লাহ তাদের কঠিন সময়ে সাহায্য করেন। মুসনাদে আহমাদ, 2803 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। জামে আত তিরমিযী, 3499 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ ফরজ নামাজের পরে এবং রাতের শেষ অংশে করা দোয়া সহজে কবুল করেন। . সহীহ বুখারি, 6321 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে রাতের শেষ অংশে ঐশী অবতরণ ঘটে যে সময়ে মহান আল্লাহ ডাকেন এবং প্রার্থনায় সাড়া দেন। সুনানে আবু দাউদ, 521 নম্বরে একটি হাদিস পাওয়া যায়, যেটি উপদেশ দেয় যে দুই আযানের মধ্যবর্তী দোয়া কখনোই প্রত্যাখ্যাত হয় না। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, একজন মুসলমান আল্লাহর সবচেয়ে কাছের, যখন তারা সিজদা করছে এবং তাই তাদের

উচিত এই সময়ে তাঁর কাছে দোয়া করা। এটি সুনানে আন নাসাই, 1138 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। সুনানে আবু দাউদ, 1046 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতি শুক্রবারে এমন একটি ঘন্টা রয়েছে যেখানে মহান আল্লাহ তায়ালা সহজেই দোয়া কবুল করেন। রোজাদার যখন ইফতার করে তখন তাদের দোয়াও কবুল হয়। সুনানে ইবনে মাজাহ, 1753 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে তাদের জন্য দোয়া করতে বলা উচিত, যেমনটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 1441 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের দোয়া প্রার্থনার মতো। দেবদূতদের জমজমের পানি পান করার সময় যে দোয়া করা হয় তা সর্বদা কবুল হয়। সুনানে ইবনে মাজাহ, 3062 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সুনানে আবু দাউদ, 2540 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস বৃষ্টিপাতের সময় দোয়া কবুল হওয়ার পরামর্শ দেয়। সুনানে আবু দাউদ, 1534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস মানুষকে তাদের অনুপস্থিতিতে অন্যদের জন্য প্রার্থনা করতে উত্সাহিত করে, কারণ তারা সহজেই গৃহীত হয়। যদি কেউ কোন প্রকার অত্যাচারের সম্মুখীন হয় তবে তারা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, কারণ তারা কবুল হবে। জামে আত তিরমিযী, 1905 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই একই হাদীসটি উপদেশ দেয় যে মুসাফিরের দুআ কখনো প্রত্যাখ্যাত হয় না। অবশেষে, একজনের উচিত তাদের পিতামাতাকে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে উত্সাহিত করা কারণ তারা সহজেই গৃহীত হয়। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 3862 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা সমর্থিত।

কেউ কেউ নিয়মিতভাবে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না, কারণ তারা দাবি করে যে তিনি সর্বজ্ঞাতা এবং কাউকে তাদের আকাঙ্ক্ষার কথা জানাতে চান না। যদিও এটি একটি বাস্তবতা, তবুও দোয়া করা উত্তম, কারণ এটি সকল নবী-রাসূলগণের ঐতিহ্য এবং পবিত্র কুরআনে এর উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 60:

"আর তোমার রব বলেন, তুমি আমাকে ডাক, আমি তোমার ডাকে সাড়া দেব।" প্রকৃতপক্ষে, যারা আমার উপাসনাকে অবজ্ঞা করে তারা অবজ্ঞার সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

দোয়া করা হল মহান আল্লাহর কাছে নম্রতা ও দাসত্ব প্রদর্শনের একটি চমৎকার উপায়। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3370 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে সম্মানিত আর কিছুই নেই। অবশেষে, মহান আল্লাহ রাগান্বিত হন যখন একজন ব্যক্তি তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন না, কারণ এটি ইঙ্গিত করে যে তারা বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহর থেকে স্বাধীন, যা সত্য নয়। জামি আত তিরমিযী, 3373 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের মধ্যে যে দোয়াগুলো পাওয়া যায় তা কর্মের জন্য গৌণ। অর্থ, প্রায়োগিক আনুগত্যের একটি কাজের পরে প্রার্থনা করা হয়। এটি ইঙ্গিত দেয় যে প্রার্থনাগুলি কাজকে সমর্থন করে। অতএব, মহান আল্লাহর বাস্তব আনুগত্য ব্যতীত দোয়া ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবীগণের অভ্যাস ছিল না। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম প্রার্থনা করতে পারদর্শী হয়ে উঠেছে কিন্তু কার্যত মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে তারা তাকে খুশি করে। এমনকি আলোচ্য প্রধান হাদীসটি ব্যবহারিক ইবাদতের গুরুত্ব নির্দেশ করে, যা প্রার্থনা দ্বারা সমর্থিত। মিনতি ব্যবহারিক আনুগত্য প্রতিস্থাপন করতে পারে না, তারা পরিবর্তে তাদের সমর্থন করে। উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য অর্জনের জন্য উভয়কেই উপস্থিত থাকতে হবে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 10:

"...তাঁর কাছে উত্তম বক্তৃতা আরোহণ করে, এবং সৎ কাজ এটিকে উন্নীত করে..."

ঈমান মজবুত করা - 30

সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে ইসলামের উপর ভিত্তি করে নয় এমন যেকোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করা হবে।

মুসলমানরা যদি পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য কামনা করে তবে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যদিও, কিছু কিছু কাজ যা সরাসরি নির্দেশনার এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া হয় না তা এখনও সৎ কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে, তবে এই দুটি উৎসকে অন্য সব কিছুর চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, এই দুটি উত্স থেকে নেওয়া নয় এমন জিনিসগুলির উপর যত বেশি আমল করবে, যদিও সেগুলি নেক আমল হলেও, সে এই দুটি হিদায়াতের উত্সের উপর তত কম আমল করবে। একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হল কত মুসলিম তাদের জীবনে সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করেছে যার এই দুটি সূত্রের ভিত্তি নেই। এমনকি যদি এই সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি পাপ নাও হয়, তবুও তারা মুসলিমদেরকে এই দুটি দিকনির্দেশনার উত্স শিখতে এবং কাজ করতে ব্যস্ত রেখেছে, কারণ তারা তাদের আচরণে সন্তুষ্ট বোধ করে। এটি পথনির্দেশের দুটি উত্স সম্পর্কে অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায়, যা কেবল বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

এই কারণেই একজন মুসলিমকে অবশ্যই হেদায়েতের নেতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই দুটি পথ নির্দেশনা শিখতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে এবং শুধুমাত্র তখনই অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সৎকাজের উপর কাজ করতে হবে যদি তাদের সময় ও শক্তি থাকে। কিন্তু যদি তারা অজ্ঞতা ও বানোয়াট অভ্যাস বেছে

নেয়, যদিও সেগুলি পাপ নাও হয়, এই দুটি পথনির্দেশের উৎসের উপর জ্ঞানার্জন ও আমল করে তারা সফলতা অর্জন করতে পারবে না।

পরিশেষে, অজ্ঞতার কারণে যখন কেউ এমন কাজ করতে থাকে যা সরাসরি নির্দেশনার দুটি উত্সের সাথে যুক্ত নয়, তখন তারা সহজেই এমন অনুশীলন ও বিশ্বাসের মধ্যে পড়ে যা প্রতিষ্ঠিত ইসলামী জ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি মুসলিমকে পাপ ও বিপথগামীতার পথে নিয়ে যায় যখন তারা মনে করে যে তারা সঠিকভাবে পরিচালিত হয়েছে। যে জানে যে তারা হারিয়ে গেছে সে সম্ভবত অন্যদের পরামর্শ দিলে তারা গ্রহণ করবে এবং তাদের দিক পরিবর্তন করবে। কিন্তু যিনি মনে করেন যে তারা সঠিক পথে আছেন তিনি তাদের দিক পরিবর্তন এবং সংশোধন করার সম্ভাবনা খুব কম, এমনকি যখন তাদের জ্ঞান এবং স্পষ্ট প্রমাণ আছে এমন অন্যদের দ্বারা সতর্ক করা হয়। এই পরিণতি এড়ানোর একমাত্র উপায় হল পথনির্দেশের দুটি সূত্রে পাওয়া জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা এবং তার উপর কাজ করা এবং অন্যান্য কাজগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া, যদিও সেগুলি ভাল কাজ বলে মনে হয়।

ঈমান মজবুত করা - 31

জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হালাল ও হারামকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে যা নিজের ঈমান ও সম্মান রক্ষার জন্য এড়িয়ে চলা উচিত।

মুসলমানদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাধ্যতামূলক কর্তব্য এবং মদ পানের মতো অধিকাংশ হারাম জিনিস সম্পর্কে সচেতন। তাই এগুলো মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করে না। অতএব, তাদের স্পষ্ট জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করা উচিত। অর্থ: নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ফরজ দায়িত্ব পালন করুন এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকুন। অন্য সব বিষয় যা বাধ্যতামূলক নয় এবং সমাজে সন্দেহ সৃষ্টি করে তাই পরিহার করা উচিত। মহান আল্লাহ প্রশ্ন করবেন না কেন কেউ স্বেচ্ছাকৃত কাজ করেনি, বরং তিনি জিজ্ঞাসা করবেন কেন তারা একটি স্বেচ্ছামূলক কাজ করেছে। অতএব, স্বেচ্ছামূলক কাজ ত্যাগ করলে পরকালে কোন পরিণতি হবে না যেখানে স্বেচ্ছামূলক কাজ করা হবে শাস্তি, পুরস্কার বা ক্ষমা। এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদীসটির উপর আমল করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি অনেক সমস্যা ও বিতর্কের সমাধান করবে এবং প্রতিরোধ করবে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যখন কেউ সন্দেহজনক বা এমনকি নিরর্থক জিনিসগুলিতে লিপ্ত হয় তখন এটি তাকে বেআইনীর এক ধাপ কাছাকাছি নিয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, পাপপূর্ণ বক্তৃতা প্রায়ই নিরর্থক এবং অকেজো বক্তৃতা দ্বারা পূর্বে হয়। তাই সন্দেহজনক ও অনর্থক বিষয় এড়িয়ে চলা একজন মুসলিমের ঈমান ও সম্মানের জন্য অনেক বেশি নিরাপদ।

এই হাদিসটি ইসলামের মৌলিক এবং সুস্পষ্ট শিক্ষাগুলিকে মেনে চলার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে এবং যে বিষয়গুলিকে নির্দেশিত করার দুটি উত্সে স্পষ্ট করা হয়নি বা আলোচনা করা হয়নি: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য। তাকে। যদি এই বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ হত, তবে সেগুলি নির্দেশনার দুটি সূত্রে আলোচনা করা হত। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান পাশবিক বিষয় নিয়ে বিতর্কে এত বেশি মনোনিবেশ করে, যে বিষয়গুলোকে বিচার দিবসে প্রশ্ন করা হবে না, তারা নিজেদেরকে এবং অন্যদেরকে সেই বিষয়গুলো থেকে বিভ্রান্ত করে যেগুলো সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাদের প্রশ্ন করবেন। এই মনোভাব পরিহার করতে হবে।

ঈমান মজবুত করা - 32

সহীহ মুসলিমের ৭৪০০ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ব্যাপক অশান্তি ও বিদ্রোহের সময় মহান আল্লাহর ইবাদত অব্যাহত রাখে সে সেই ব্যক্তির মতো যে পবিত্রে হিজরত করেছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় সা.

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় হিজরত করার সওয়াব ছিল একটি মহান কাজ। প্রকৃতপক্ষে, এটি একজনের পূর্বের সমস্ত গুনাহ মুছে ফেলে, সহীহ মুসলিম, 321 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে।

মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করার অর্থ হল মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী নিয়তের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া। এটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি যে আশীর্বাদগুলি প্রদান করা হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা অব্যাহত রাখে।

স্পষ্টতই এ হাদীসে উল্লেখিত সময় এসে গেছে। মুসলিম জাতির জন্য জাগতিক কামনা-বাসনা উন্মুক্ত হওয়ায় ইসলামের শিক্ষা থেকে বিপথগামী হওয়া খুবই সহজ হয়ে গেছে। সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির অগ্রগতির কারণে মুসলমানদের জন্য তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করার মধ্যে মানসিক শান্তি মিথ্যা বিশ্বাস করা সহজ হয়ে উঠেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের অনুসরণ করার

মানসিকতা গ্রহণ করা সহজ হয়ে উঠেছে , যারা বিশ্বাসকে খালি অভ্যাসগুলিতে হ্রাস করেছে যার কোনও প্রভাব নেই যে তারা কীভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে ব্যবহার করে। মহান আল্লাহর ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা মুসলিম জাতির মধ্যে ব্যাপক হয়ে উঠেছে যার ফলে তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে, তবুও উভয় জগতে শান্তি ও মুক্তির প্রত্যাশা করে। যে কোনও বিবেকবান ব্যক্তির দ্বারা বিচ্যুতিপূর্ণ আচরণ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে এমন কিছু হয়ে উঠেছে যা মানুষকে আলিঙ্গন করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই সমস্ত বিভ্রান্তি থেকে সরে আসা কঠিন হবে এবং এমনকি একজনের পরিবার এবং বন্ধুরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের অনুসরণ না করে ইসলামের শিক্ষাকে ধরে রাখার জন্য তাদের সমালোচনা করবে। কিন্তু যদি কেউ অবিচল থাকে, মহান আল্লাহ তায়ালা তার যে কোনো ক্ষতি যেমন বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের কাছ থেকে ভালোবাসা এবং সম্মানের হারানোর মতো, অনেক উন্নত কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করবেন, যথা, মানসিক এবং শরীরের শান্তি। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

আর মহান আল্লাহ তাদের জন্য পরকালে যা রেখেছেন তা অনেক বড়। পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, ফলে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, তারা দেখতে পাবে যে তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পর্ক ও নিয়ামত দুনিয়াতে তাদের জন্য চাপ ও অভিশাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এবং পরকালে তারা যা পাবে তা হবে আরও খারাপ। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

তাই, মুসলমানদের উচিত পার্থিব কামনা-বাসনা যা ব্যাপক হয়ে উঠেছে তাতে বিভ্রান্ত না হওয়া এবং বিতর্কিত বিষয় ও মানুষ এড়িয়ে চলা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, যদি তারা এই হাদীসে বর্ণিত পুরস্কার পেতে চায়।

ঈমান মজবুত করা - 33

সহীহ বুখারী, 1145 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ প্রতি রাতে তাঁর অসীম মহিমা অনুসারে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন এবং মানুষকে তাঁর কাছে অনুরোধ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাদের চাহিদা পূরণ করুন যাতে তিনি তাদের পূরণ করতে পারেন।

স্বেচ্ছায় রাতের ইবাদত মহান আল্লাহর প্রতি একজনের আন্তরিকতা প্রমাণ করে, কারণ অন্য কোন চোখ তাদের দেখছে না। এটি অর্পণ করা মহান আল্লাহর সাথে অন্তরঙ্গ কথোপকথনের একটি মাধ্যম এবং এটি তাঁর কাছে একজনের দাসত্বের লক্ষণ। এর অগণিত ফজিলত রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আন নাসাই, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে এটি সর্বোত্তম স্বেচ্ছায় প্রার্থনা।

বিচার দিবসে বা জান্নাতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা আর কারো হবে না এবং এই মর্যাদা সরাসরি স্বেচ্ছায় রাতের নামাজের সাথে যুক্ত। এ থেকে বোঝা যায় যে, যারা রাতের স্বেচ্ছায় নামায কায়েম করবে তারা উভয় জগতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 79:

“এবং রাতের [অংশ] থেকে, এটির সাথে সালাত [অর্থাৎ, কুরআন তেলাওয়াত] আপনার জন্য অতিরিক্ত [ইবাদত] হিসাবে; আশা করা যায় যে, তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত স্থানে পুনরুত্থিত করবেন।"

জামি আত তিরমিযী, 3579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমান রাতের শেষ অংশে মহান আল্লাহর নিকটতম। অতএব, এই সময়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ করলে কেউ অগণিত নিয়ামত লাভ করতে পারে।

সকল মুসলমানই কামনা করে যে তাদের প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হোক এবং তাদের চাহিদা পূরণ হোক। অতএব, তাদের স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ পড়ার চেষ্টা করা উচিত কারণ সহীহ মুসলিম, 1770 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে প্রতি রাতে একটি বিশেষ সময় থাকে যখন ভাল প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয়।

স্বেচ্ছায় রাতের নামায কায়েম করা একজনকে পাপ করা থেকে বিরত রাখার একটি চমৎকার উপায়, এটি একজন ব্যক্তিকে অর্থহীন সামাজিক সমাবেশ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে এবং এটি একজন ব্যক্তিকে অনেক শারীরিক অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে। জামে আত তিরমিযী, 3549 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

একজনকে স্বেচ্ছায় রাতের প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত করা উচিত, বিশেষ করে ঘুমানোর আগে অতিরিক্ত খাওয়া বা পান না করে, কারণ এটি অলসতাকে প্ররোচিত করে। দিনের বেলায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেকে ক্লান্ত করা উচিত নয়। দিনের বেলা একটি ছোট ঘুম এর সাথে সাহায্য করতে পারে। পরিশেষে,

একজনকে পাপ পরিহার করা উচিত এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, তাঁর আদেশগুলি পালন করে, তাঁর নিষেধগুলি থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যকারী হিসাবে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। স্বেচ্ছায় রাতের নামায পড়া সহজ মনে করুন।

পরিশেষে, মূল হাদিসটিও আশা ত্যাগ না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে কারণ অনুতাপ ও সাফল্যের দরজা সর্বদা খোলা থাকে। মানুষকে প্রতি দিন ও রাতে সুযোগ দেওয়া হয় আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য, যাতে তারা উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য পেতে পারে। মহান আল্লাহ যে মহান করুণা প্রদর্শন করেন তার প্রশংসা করা উচিত, কারণ তিনি সৃষ্টির প্রয়োজন নন তবুও তাদের নিজের কাছে আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা সফল হতে পারে। তাদের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই এই সুযোগগুলো নিতে হবে এবং তাদের কাছে আফসোস ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

ঈমান মজবুত করা - 34

সহীহ বুখারীর ৫২ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, কারো আধ্যাত্মিক হৃদয় সুস্থ থাকলে পুরো শরীর সুস্থ হয়ে যাবে কিন্তু যদি তার আধ্যাত্মিক হৃদয় কলুষিত হয় তবে পুরো শরীর সুস্থ হয়ে যাবে। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে

প্রথমত, এই হাদিসটি সেই মূর্খ বিশ্বাসকে খণ্ডন করে যেখানে কেউ তার কথা ও কাজ খারাপ হওয়া সত্ত্বেও একটি শুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী বলে দাবি করে। কারণ ভিতরে যা আছে তা শেষ পর্যন্ত বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পাবে।

আধ্যাত্মিক হৃদয়ের পরিশুদ্ধি তখনই সম্ভব যখন কেউ নিজের থেকে খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করে এবং ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত ভাল বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়ে তাদের প্রতিস্থাপন করে। এটা তখনই সম্ভব যখন কেউ ইসলামী শিক্ষাগুলো শিখে এবং তার উপর আমল করে যাতে তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করতে পারে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকতে পারে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে পারে। তাকে। এইভাবে আচরণ করা একটি শুদ্ধ আধ্যাত্মিক হৃদয়ের দিকে পরিচালিত করবে। এই শুদ্ধিকরণ তখন শরীরের বাহ্যিক অঙ্গে প্রতিফলিত হবে, যেমন একজনের জিহ্বা এবং চোখ। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের নেয়ামত ব্যবহার করবে। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি নিদর্শন যা মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর ধার্মিক বান্দার প্রতি যে ভালবাসা রেখেছেন তা দেখানো হয়েছে, সহীহ বুখারি, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই শুদ্ধি একজনকে সমস্ত জাগতিক অসুবিধার মধ্য দিয়ে সফলভাবে পথ দেখাবে যাতে তারা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই শান্তি ও সাফল্য অর্জন করতে পারে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যখন কেউ ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং আমল করা ছেড়ে দেয়, তখন তারা সেই খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করবে যা সমাজ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সংস্কৃতি এবং ফ্যাশন দ্বারা সমর্থন করা হয়। এই খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো তাদেরকে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে। এর ফলে উভয় জগতেই স্ট্রেস এবং অসুবিধা হয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

এবং অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

"যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে আসবে যে সুস্থ হৃদয় নিয়ে আসবে।"

ঈমান মজবুত করা - 35

সহীহ বুখারী, 528 নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মানুষের গুনাহ মুছে দেয় যেমন দিনে পাঁচবার গোসল করলে শরীর ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়।

সর্বপ্রথম উল্লেখ্য যে, এই হাদিসটি শুধুমাত্র ছোট গুনাহকেই নির্দেশ করে, কারণ বড় গুনাহের জন্য আন্তরিক তওবা প্রয়োজন। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা অনুভব করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যাদের উপর অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং যে কোনও অধিকার আদায় করে নেওয়া। আল্লাহ, মহান, এবং মানুষের সম্মান লঙ্ঘন করা হয়েছে.

উপরন্তু, মুসলমানদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ যে পাঁচটি ফরয নামায কায়েম করার মাধ্যমে শুধুমাত্র তাদের বাহ্যিক সত্তাকে ছোটখাট পাপ থেকে শুদ্ধ করাই নয়, বরং শুদ্ধির অন্য দিকটিও পূরণ করা, অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি। এর দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায একত্রিত না হয়ে সারাদিনে ছড়িয়ে পড়েছিল। অর্থ, একজন মুসলমানকে সারাদিনে বারবার আভ্যন্তরীণভাবে মহান আল্লাহর দিকে ফিরতে হবে, যেমন তাদের শরীর ফরজ নামাজের মাধ্যমে দিনে পাঁচবার আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। এই অভ্যন্তরীণ শুদ্ধির মধ্যে একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা জড়িত যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে। এটিই ইসলামের ভিত্তি এবং এটিই মহান আল্লাহ কোন কাজের বিচার করার সময় মূল্যায়ন করেন। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে, নম্বর 1। যারা অন্য লোকের স্বার্থে কাজ করে তাদেরকে বিচার দিবসে তাদের কাছ থেকে তাদের

পুরস্কার লাভের জন্য বলা হবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

পরিশেষে, এই অভ্যন্তরীণ শুদ্ধিকরণের মধ্যে রয়েছে ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখা এবং তার উপর কাজ করা যাতে একজন ব্যক্তি তাদের মধ্যে থাকা খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলিকে সরিয়ে দেয়, যেমন হিংসা, এবং পরিবর্তে ধৈর্যের মতো ভাল বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করে। বাহ্যিক শুদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু একজন মুসলিম যদি সফলতা অর্জন করতে চায় এবং উভয় জগতের সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে চায় তবে তাদের অবশ্যই তাদের অভ্যন্তরীণ সত্তার পাশাপাশি তাদের বাহ্যিক সত্তাকেও শুদ্ধ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ শুদ্ধি নিশ্চিত করবে যে একজন সঠিকভাবে কথা বলে এবং কাজ করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার পূরণ করবে। এটি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি পরিহার করা একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে বাধা দেবে, এমনকি যদি তারা ইসলামের মৌলিক বাধ্যবাধকতাগুলি পালন করে। এটা তাদেরকে আল্লাহর সকল হক, বিশেষ করে মানুষের অধিকার পূরণে বাধা দেবে। এটি

উভয় জগতেই একটি কঠিন এবং চাপপূর্ণ জীবনের দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ কঠিন]..."

ঈমান মজবুত করা - 36

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4119 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, সর্বোত্তম মানুষ তারা যারা অন্যদেরকে মহান আল্লাহ তায়ালার স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন তারা পালন করা হয়।

এটি তাদের উল্লেখ করে না যারা ইসলামিক বাহ্যিক চেহারা গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি বাড়ানো বা স্কার্ফ পরিধান করে, কারণ এই লোকেদের অনেকেই অন্যদেরকে আল্লাহ, মহান,কে মোটেও স্মরণ করিয়ে দেন না। এই হাদিসটি তাদের বোঝায় যারা ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং আমল করে যাতে তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। তার উপর। এটি একজনের হৃদয়ের পরিশুদ্ধির দিকে পরিচালিত করে যা তাদের বাহ্যিক অঙ্গগুলির পরিশুদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এটি অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে স্মরণ করতে বাধ্য করবে, যখন তারা এই ধার্মিক মুসলমানদের কাজগুলি পর্যবেক্ষণ করবে, কারণ তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে আনন্দদায়ক উপায়ে ব্যবহার করবে। আল্লাহ, মহান, পরিবর্তে উপায়ে নিজেদের এবং অন্যদের খুশি. আর এই স্মরণ তখনই বাড়বে যখন এই ধার্মিক মুসলিমরা কথা বলে, কারণ তারা কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে কথা বলে, অর্থাত্, তারা মন্দ ও অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করে এবং শুধুমাত্র দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য উপকারী বিষয়ে কথা বলে। তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে, অপছন্দ করে, দান করে এবং বন্ধ করে দেয়। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার দিকে নিয়ে যায়।

সুনানে আবু দাউদ, 2511 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীরু আচরণের বিষয়ে সতর্ক করেছেন। এই মনোভাব মহান আল্লাহ, এবং তিনি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেমন একজনের নিশ্চিত বিধানের উপর আস্থা রাখতে বাধা দেয়। এটি সন্দেহজনক এবং বেআইনি উপায়ে তাদের বিধান সন্ধান করতে পারে, যা উভয় জগতের একজন ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দেয়। মহান আল্লাহ এমন কোন কাজ কবুল করেন না যার ভিত্তি হারাম। সহীহ মুসলিমের ২৩৪২ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি যেমন মানুষের উদ্দেশ্য, তেমনি ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হলো হালাল পাওয়া ও ব্যবহার করা ।

উপরন্তু, কাপুরুষ হওয়া একজনকে শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বাধা দেয় এবং একজনের অভ্যন্তরীণ শয়তান যার জন্য প্রকৃত সংগ্রামের প্রয়োজন হয়। এটি একজনকে মহান আল্লাহর আনুগত্যে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এবং তাই এটি তাদের জনগণের অধিকার পূরণে বাধা দেবে। পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় সাফল্যের জন্য প্রচেষ্টা এবং সময় প্রয়োজন। একজন কাপুরুষ এই সংগ্রাম করতে খুব ভয় পাবে এবং পরিবর্তে অলস হবে যা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়।

উপরন্তু, একটি কাপুরুষ সহজেই দাবি করবে যে তারা মহান আল্লাহকে মান্য করার জন্য তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করছে, যদিও তারা খুব কমই কোনো প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা এটা দাবি করে যদিও পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে যে, যদি একজন ব্যক্তি তার যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে

তাহলে সে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার সঠিকভাবে পালন করবে। এর কারণ হলো, মহান আল্লাহ কখনো কোনো ব্যক্তিকে এমন দায়িত্ব দেন না যা পূরণ করার ক্ষমতার বাইরে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না... ।"

ভীরুতা একজনকে ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় বিষয়েই ন্যূনতম লক্ষ্য রাখতে উৎসাহিত করবে। তারা তাদের সম্ভাব্যতা পূরণ করা থেকে বিরত থাকবে, কারণ এর জন্য প্রকৃত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এই মনোভাব শুধুমাত্র উভয় জগতেই স্ট্রেস এবং অনুশোচনার দিকে পরিচালিত করবে।

ঈমান মজবুত করা - 38

জামে আত তিরমিযী, 1999 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সৌন্দর্য পছন্দ করেন।

ইসলাম একজন মুসলিমকে নিজেদের সুন্দর করার জন্য শক্তি, সময় এবং অর্থ উৎসর্গ করতে নিষেধ করে না, কারণ এটি তাদের শরীরের অধিকার পূরণ বলে বিবেচিত হতে পারে। সহীহ বুখারী, 5199 নং হাদিসে এটির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে মূল জিনিসটি যা এই পদ্ধতিতে কাজ করাকে অপছন্দনীয় বা এমনকি পাপ কাজ করার সাথে পার্থক্য করে তা হল যখন কেউ নিজেকে সুন্দর করার সময় অতিরিক্ত, অপব্যয় বা বাড়াবাড়ি করে। এটি নির্ণয় করার একটি ভাল উপায় হল যে নিজেকে সুন্দর করা কখনই আল্লাহ, মহান বা মানুষের প্রতি তার কর্তব্য পালনে অবহেলা করার কারণ হওয়া উচিত নয়, যা ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা ছাড়া পূরণ করা সম্ভব নয়। কিংবা নিজেকে সুন্দর করে তোলার ফলে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে বাধা দেওয়া উচিত নয়। এবং বাস্তবে একজনের শারীরিক চেহারা সংশোধন করা যাতে তারা পরিষ্কার এবং স্মার্ট দেখায় তা ব্যয়বহুল নয় এবং এটি খুব বেশি সময় বা প্রচেষ্টাও নেয় না।

এই সৌন্দর্যময় মনোভাব সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন একজনের বাড়ির। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ বাড়াবাড়ি ও অপব্যয় এড়িয়ে চলে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে থাকে, ততক্ষণ তারা নিজেদের জন্য পরিমিত উপায়ে জিনিসগুলিকে আরামদায়ক করতে স্বাধীন।

উপরন্তু, এটা বোঝা আরও গুরুত্বপূর্ণ যে প্রকৃত সৌন্দর্য যা মহান আল্লাহ ভালোবাসেন তা অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য অর্থ, চরিত্রের সাথে যুক্ত। এই সৌন্দর্য উভয় জগতেই টিকে থাকবে যেখানে সময়ের সাথে সাথে একজনের বাহ্যিক সৌন্দর্য শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যাবে। তাই বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে এই সত্যিকারের সৌন্দর্য অর্জনকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার জন্য যাতে তারা তাদের চরিত্র থেকে হিংসা-বিদ্বেষের মতো খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করে এবং উদারতার মতো ভাল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। এটি মহান আল্লাহ তায়ালার হক আদায়ে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মোকাবেলা করার মাধ্যমে সাহায্য করবে এবং তাদের সাহায্য করবে। মানুষের অধিকার পূরণের ক্ষেত্রে, যার মধ্যে অন্যদের সাথে এমনভাবে আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত যা মানুষ তাদের সাথে আচরণ করতে চায়।

ঈমান মজবুত করা - 39

জামে আত তিরমিযী, 2347 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে তার প্রকৃত বন্ধু সেই ব্যক্তি যার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল তারা নামাজে ভাল অংশীদার। এর অর্থ হল তারা তাদের ফরয নামায যথাসময়ে আদায় করার মত সকল শর্ত ও শিষ্টাচার সহ সঠিকভাবে পূর্ণ করে তাদের ফরয নামায কায়েম করে। এর মধ্যে স্বেচ্ছায় নামায প্রতিষ্ঠা করাও অন্তর্ভুক্ত যা মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে, যেমন স্বেচ্ছায় রাতের নামায। সুনানে আন নাসাই, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি আসলে ফরজ নামাজের পরে সর্বোত্তম নামাজ। নামাজের একটি ভাল অংশের মধ্যে সম্ভব হলে মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ আদায় করাও অন্তর্ভুক্ত। এটা দেখে দুঃখ হয় যে কত মুসলমান একটি মসজিদের সান্নিধ্যে বাস করে তবুও তারা কাজ থেকে মুক্ত থাকা সত্ত্বেও জামাতে যোগ দেয় না।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তা হল, এই মুসলিম মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাঁর নির্দেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। তার উপর, প্রকাশ্যে এবং ব্যক্তিগতভাবে। একান্তে এটি করা একজন ব্যক্তির মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার ইঙ্গিত দেয়, যার অর্থ, তারা কেবলমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করে। এই সেই ব্যক্তি যিনি দৃঢ়ভাবে মনে রাখেন যে তারা যেখানেই থাকুন না কেন, তাদের সত্তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিক সর্বদা মহান আল্লাহ তায়ালা পর্যবেক্ষণ করছেন। যদি কেউ এই বিশ্বাসের উপর অবিচল থাকে তবে তারা

ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রহণ করবে, যা সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হল তারা কাজ করে, যেমন সালাত আদায় করা, যেন তারা মহান আল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে, তাদের দেখছে। . এই মনোভাব সৎ কাজকে উৎসাহিত করে এবং পাপ থেকে বিরত রাখে।

ঈমান মজবুত করা - 40

সহীহ বুখারী, 2736 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিরানব্বই নাম জানবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

জানা মানে শুধু মুখস্থ করা নয়। এটি আসলে তাদের অধ্যয়ন করা এবং একজনের মর্যাদা এবং সম্ভাবনা অনুযায়ী তাদের উপর কাজ করার অর্থ। যেমন, মহান আল্লাহ তাঁর অসীম মর্যাদা অনুযায়ী পরম করুণাময়। এই গুণের অর্থ হল, মহান আল্লাহ সৃষ্টিকে অগণিত অনুগ্রহ দান করেন এবং সর্বদা তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। এই একই বৈশিষ্ট্য অন্যদের জন্য আরোপিত হয়েছে, যেমন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অধ্যায় 9 এ তওবাহ, আয়াত 128:

"নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল এসেছেন। তোমরা যা কষ্ট পাও তা তার জন্য দুঃখজনক; [তিনি] আপনার [অর্থাৎ, আপনার পথনির্দেশ] সম্পর্কে চিন্তিত এবং মুমিনদের প্রতি দয়ালু ও করুণাময়।"

সৃষ্টির রেফারেন্সে ব্যবহার করা হলে, করুণাময় মানে নরম-হৃদয় এবং করুণাময়। একইভাবে, মহান আল্লাহ তাঁর অসীম মর্যাদা অনুসারে সমস্ত ক্ষমাশীল। এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ক্ষমা করে এই গুণটি গ্রহণ করা ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

সুতরাং মহান আল্লাহর ঐশী গুণাবলী মুসলমানরা তাদের মর্যাদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রহণ করতে পারে।

অতএব, মুসলমানদেরকে প্রথমে ঐশী গুণাবলী ও নামের অর্থ বুঝতে হবে এবং তারপর তাদের চরিত্রে নামের অর্থকে কর্মের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে, যতক্ষণ না তারা তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয় যাতে তারা মহৎ চরিত্র অর্জন করতে পারে। এই মহৎ চরিত্রটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদত্ত হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যেমন পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এতে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

ঈমান মজবুত করা - 41

সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ ঐশ্বরিক হাদীসে, মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে, যিনি তাঁকে স্মরণ করেন তিনি তাঁর সাথেই আছেন।

বিষণ্নতার মতো মানসিক সমস্যা এবং ব্যাধির উত্থানের সাথে, এই ঘোষণার গুরুত্ব বোঝা মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক। একজন ব্যক্তির মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার একটি ছোট সম্ভাবনা থাকে যখন তারা ক্রমাগত তাদের ঘিরে থাকে এবং তাকে সত্যিকারের ভালবাসে এমন কাউকে সাহায্য করে। যদি এটি একজন ব্যক্তির জন্য সত্য হয় তবে নিঃসন্দেহে এটি মহান আল্লাহর জন্য আরও উপযুক্ত, যিনি তাকে স্মরণকারীর সাথে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শুধুমাত্র এই ঘোষণার উপর কাজ করলে মানসিক সমস্যা দূর হবে, যেমন বিষণ্নতা। এ কারণেই অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা অন্যদের মধ্যে থাকা নেককার পূর্বসূরিদের মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করেনি কারণ তারা সর্বদা মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে ছিল। এটা স্পষ্ট যে, যখন কেউ মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করবে, তখন তারা পরকালে তাঁর নৈকট্য না পাওয়া পর্যন্ত সকল বাধা-বিপত্তি সফলভাবে অতিক্রম করবে।

উপরন্তু, মহান আল্লাহ তাঁর অসীম রহমত থেকে এই ঘোষণাকে কোনোভাবেই সীমাবদ্ধ করেননি। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ঘোষণা করেননি যে তিনি শুধুমাত্র ধার্মিকদের সাথে বা যারা নির্দিষ্ট ভাল কাজ করে তাদের সাথে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি প্রত্যেক মুসলমানকে তাদের ঈমানের শক্তি বা তারা কত পাপ করেছেন তা নির্বিশেষে পরিবেষ্টন করেছিলেন। অতএব, একজন মুসলমানের কখনই মহান আল্লাহর রহমত থেকে আশা হারানো উচিত নয়। কিন্তু এই হাদীসে উল্লেখিত শর্তটি লক্ষ্য করা জরুরী অর্থাৎ মহান আল্লাহকে স্মরণ করা। এই স্মরণের মধ্যে একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা অন্তর্ভুক্ত

যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে এবং তাই মানুষের কাছ থেকে কোনো কৃতজ্ঞতা আশা বা আশা না করে। জিহ্বা দিয়ে স্মরণ করার মধ্যে যা ভাল তা বলা বা নীরব থাকা জড়িত। এবং স্মরণের সর্বোচ্চ স্তর হল পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদগুলি দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা। এটাই মহান আল্লাহর প্রকৃত স্মরণ। যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে সে মহান আল্লাহর সঙ্গ ও সমর্থনে ধন্য হবে।

সহজ কথায়, যে ব্যক্তি যত বেশি আনুগত্য করবে এবং মহান আল্লাহকে স্মরণ করবে, তত বেশি তারা তাঁর সঙ্গ লাভ করবে। একজন যা দেয় তাই তারা পাবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে একান্তে স্মরণ করবে, তিনি তাকে একান্তে স্মরণ করবেন। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করবে, সর্বোত্তম, সর্বজনীন অর্থে, একটি সমাবেশে, মহান আল্লাহ তাকে স্বর্গীয় ফেরেশতাদের মধ্যে একটি উত্তম সমাবেশের অর্থে স্মরণ করবেন।

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসের মধ্যে পাওয়া অন্যান্য উদাহরণের মতো এটিও ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষাকে নির্দেশ করে, যেমন, কেউ যা দেয় তাই তারা পাবে। আরেকটি উদাহরণ, যা এই হাদীসটিকে নিশ্চিত করে আল বাকারাহ, 152 নং আয়াতে পাওয়া যায়:

"সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি আপনাকে মনে রাখব..."

জামি আত তিরমিযী, 1924 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস উপদেশ দেয় যে যে সৃষ্টির প্রতি করুণা প্রদর্শন করবে তাকে স্রষ্টার দ্বারা দয়া করা হবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই জড় জগতে একজন ব্যক্তি তার প্রচেষ্টা অনুসারে জিনিসগুলি গ্রহণ করে। তবুও, আশ্চর্যজনকভাবে কেউ কেউ কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই জান্নাতের উচ্চ পদ পাওয়ার আশা করে। এই শিক্ষাগুলি স্পষ্টভাবে দেখায় যে একজন মুসলিম তাদের প্রচেষ্টার ভিত্তিতে আশীর্বাদ ও করুণা লাভ করবে। তারা যত বেশি আনুগত্য করবে আল্লাহর প্রতি, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, বিনিময়ে তারা তত বেশি পাবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মহান আল্লাহ যাকে চান যাকে তিনি চান তা দিতে পারেন, তারা তাঁর আনুগত্যের জন্য যতই চেষ্টা করুক বা কম করুক না কেন, কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা এমন একটি ব্যবস্থা স্থাপন করেছেন যা অনুসরণ করা আবশ্যক, তা হল তাঁর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা। আনুগত্য যাতে আরো আশীর্বাদ এবং রহমত পেতে. অতএব, প্রতিটি মুসলমানকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা কতটা মহান আল্লাহর রহমত ও আশীর্বাদ কামনা করে এবং তারপর সেই অনুসারে মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য চেষ্টা করে।

এই বাস্তবতা এই হাদীসের শেষ অংশে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যেখানে মহান আল্লাহ ইঙ্গিত করেছেন যে, তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য যত বেশি চেষ্টা করা হবে, তত বেশি তাঁর রহমত তারা পাবে।

ঈমান মজবুত করা - 42

সহীহ বুখারি, 6412 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে দুটি নিয়ামত রয়েছে যা মানুষ প্রায়শই মূল্যায়ন করে না যতক্ষণ না তারা সেগুলি হারায়, তা হল সুস্বাস্থ্য এবং অবসর সময়।

সুস্বাস্থ্য একটি বিশেষ আশীর্বাদ কারণ এটি একজন ব্যক্তিকে দুনিয়া ও ধর্মের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আশীর্বাদ লাভের সুবিধা নিতে দেয়। ছোটখাটো অসুখের পিছনে একটি প্রজ্ঞা হল যে তারা একজন মুসলিমকে সুস্বাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞ হতে অনুপ্রাণিত করবে। প্রকৃত কৃতজ্ঞতা হল যখন কেউ তার কাছে থাকা আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে, এক্ষেত্রে সুস্বাস্থ্যের জন্য, ইসলামের নির্দেশিত সঠিক উপায়ে। যারা অসুস্থতার কারণে বা বার্ধক্যজনিত কারণে তাদের সুস্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলেছেন তাদের পর্যবেক্ষণ করা উচিত এবং তাই তারা জড় জগতের চেয়ে ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়ে সফলতা অর্জনের চেষ্টা করে তাদের সুস্বাস্থ্যকে কাজে লাগাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি সময় আসার আগে যখন তারা এটি করতে চায় কিন্তু শারীরিক শক্তি রাখে না তখন জামাতের সাথে তাদের নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যাত্রা করার জন্য তাদের সুস্বাস্থ্য ব্যবহার করা উচিত। তাদের উচিত স্বেচ্ছায় রোজা রাখা, বিশেষ করে শীতের ছোট দিনে, তারা তাদের ভালো স্বাস্থ্য হারানোর আগে। তাদের নিয়মিত স্বেচ্ছায় রাতের নামায পড়ার চেষ্টা করা উচিত, কারণ সুনানে আন নাসাই, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি সর্বোত্তম স্বেচ্ছায় প্রার্থনা।

একজনের স্বাস্থ্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার বিষয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হল যে তারা অবশেষে যখন এটি হারাবে, মহান আল্লাহ তাদের সেই পুরস্কার প্রদান

করতে থাকবেন যা তারা তাদের সুস্বাস্থ্যের সময় ভাল কাজ করার সময় পেতেন। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা গাফিলতিতে থাকে তারা তাদের ভাল স্বাস্থ্যকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হবে এবং তাই তাদের সুস্বাস্থ্যের সময় বা অসুস্থ হলে কোন পুরস্কার পাবে না।

ভাল স্বাস্থ্যের জন্য প্রশংসা করার এবং সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা দেখানোর একটি দিক হল তাদের সাহায্য করা যারা নিজের উপায় অনুযায়ী তাদের ভাল স্বাস্থ্য হারিয়েছে, যেমন মানসিক বা আর্থিক সাহায্য। নিয়মিত অসুস্থদের নিয়ে চিন্তা করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি একজনকে তাদের সুস্বাস্থ্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করবে।

পরিশেষে, যারা তাদের সুস্বাস্থ্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাদের অসুস্থতার সময় মহান আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করবেন। যদিও, যারা তা করে না, তারা এই সমর্থন পাবে না এবং তাই অসুস্থতার মুখোমুখি হওয়ার সময় অধৈর্য হয়ে উঠবে। এই নেতিবাচক মনোভাব কেবল তাদের জন্য আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যাবে এবং তাদের অনেক পুরষ্কার হারাতে হবে।

এই উপাদানের সবকিছু কেনা যায়, এমনকি অবৈধ উপায়ে , সময় ছাড়া। এটি এমন একটি আশীর্বাদ যা মানুষকে ছেড়ে যাওয়ার পরে ফিরে আসে না। যদিও এই বাস্তবতা এখনও তাদের ধর্ম নির্বিশেষে কেউ অস্বীকার করে না, তবুও অনেক মুসলিম তাদের দেওয়া সময়কে উপলব্ধি করে না এবং সঠিক ব্যবহার করে না। আগামীকাল পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেবেন এমন মানসিকতা অনেকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে এই আগামীকাল ততক্ষণ পর্যন্ত বিলম্বিত হতে থাকে, যতক্ষণ না অনেক ক্ষেত্রে এই আগামীকাল আসে না। এবং তারা কেবল আগামীকাল এটি উপলব্ধি করতে পারে যখন এটি তাদের মৃত্যুর

সময় খুব দেরি হয়ে গেছে। যারা সৌভাগ্যবান তাদের জীবনকালে আগামীকাল এ পৌঁছাতে পেরেছে তারা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে মসজিদে বসবাস করতে পারে কিন্তু তারা যেহেতু জড় জগতের জন্য অনেক সময় এবং শক্তি উৎসর্গ করেছে তাদের দেহ মসজিদে থাকতে পারে, তাদের হৃদয় ও জিহ্বা এখনও মগ্ন। বস্তুগত জগতে। যারা নিয়মিত মসজিদে যান তাদের কাছে এটা স্পষ্ট। এই মুসলিমরা তাদের বয়স্ক বয়স এবং তাদের পার্থিব মানসিকতার কারণে ইসলামিক শিক্ষাগুলি শিখতে এবং তার উপর কাজ করার সম্ভাবনা কম। তাই তারা মসজিদে উপস্থিত হতে পারে তবুও তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার চালিয়ে যেতে পারে।

উপরন্তু, সময়ের সাথে সাথে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, একজনের দায়িত্ব শুধুমাত্র বৃদ্ধি পায়, যেমন বিয়ে এবং সন্তান লালনপালন। তাই আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে দেরি করা যতক্ষণ না একজন কথিতভাবে আরও মুক্ত হয়, তা নিছক বোকামি। ইসলাম মুসলমানদেরকে দুনিয়া ত্যাগ করতে শেখায় না বরং এটি তাদেরকে তাদের সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে, জড়জগত থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়ে তাদের প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্বগুলিকে অযথা বা অপচয় ছাড়াই পূরণ করার জন্য এবং তারপরে তাদের বাকি প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করে। স্থায়ী পরকালের জন্য প্রস্তুতি। তাদের উচিত পাপপূর্ণ ও নিরর্থক জিনিসে তাদের সময় কম ব্যবহার করা, যা তাদের ইহকাল বা পরকালের জন্য উপকারী হবে না এবং তাদের সময় এবং সম্পদের বেশি সেসব কাজে উৎসর্গ করা উচিত যা উভয় জগতে তাদের উপকার করবে। এভাবেই একজন তাদের সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করে। কতজন মুসলমান সততার সাথে বলতে পারে যে তারা তাদের সাময়িক দুনিয়াকে সুন্দর করার জন্য অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের প্রচেষ্টার অধিকাংশ উৎসর্গ করেছে?

ঈমান মজবুত করা - 43

জামে আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ বর্ণনা করেছেন যেগুলি পালন করার জন্য মুসলমানদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। মহানবী (সা.) রোজাকে ঢাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সুনানে ইবনে মাজাহ, 1639 নম্বরে পাওয়া অন্য একটি হাদিসে, তিনি এই উপদেশ দিয়ে আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে রোজা আগুনের বিরুদ্ধে একটি ঢাল, যেমন ঢাল একজন ব্যক্তিকে লড়াইয়ে রক্ষা করে।

এর অর্থ এই হতে পারে যে, রোজা হল এই দুনিয়ায় কষ্টের আগুন এবং পরবর্তীতে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা। উপরন্তু, রোজা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার বিরুদ্ধে একটি ঢাল, কারণ পবিত্র কুরআন রোজাকে ন্যায়পরায়ণতা অর্জনের একটি উপায় বলে ঘোষণা করেছে এবং এর একটি দিক হলো মহান আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 183:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।"

কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, রোজা ঢাল হিসেবে কাজ করে যতক্ষণ না কেউ মন্দ কথাবার্তা বা কাজের মাধ্যমে তাদের রোজা নষ্ট না করে। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 2235 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহিহ গ্রন্থে পাওয়া একটি হাদিসে রোজাদারকে

অশালীন আচরণ বা অন্যের সাথে ঝগড়া না করার জন্য সতর্ক করেছেন। বুখারী, সংখ্যা 1894।

জামে আত তিরমিযী, ৭০৭ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, মহান আল্লাহ তায়ালা চান না যে কেউ যদি অশ্লীল কথাবার্তা পরিহার না করে তবে তাদের খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করুক। এবং কর্ম। এই আচরণ পরিষ্কারভাবে রোজার উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করে। প্রকৃতপক্ষে, একটি রোজা তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে প্রভাবিত করা উচিত, কেবল তাদের পাকস্থলী নয়, পাপ থেকে রক্ষা করে।

তাই একজন মুসলিমের উচিত তাদের কর্তব্য পালনের মাধ্যমে এবং পাপ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে একটি রোজার সমস্ত শিষ্টাচার ও শর্তাবলী পূরণ করা যাতে তারা সারা বছর এই আচরণটি বাস্তবায়ন করতে পারে, এমনকি তারা রোজা না থাকলেও। এটি একটি প্রকৃত রোজা যা তাকওয়া এবং দুনিয়ার কষ্ট এবং পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে সুরক্ষার দিকে নিয়ে যায়।

মূল হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয়টি স্বেচ্ছায় রাতের নামাজের গুরুত্ব তুলে ধরে। এই হাদিসটি ইঙ্গিত করে যে এটি দানের মতোই গুনাহ মুছে দেয়।

স্বেচ্ছায় রাতের নামাযের অগণিত ফজিলত রয়েছে উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আন নাসাই, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস ঘোষণা করে যে এটি সর্বোত্তম স্বেচ্ছায় প্রার্থনা। সেই রাত্রি যখন মহান আল্লাহ তাঁর অসীম মর্যাদা অনুসারে এই পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন এবং মানুষকে তাঁর ক্ষমা ও রহমতের দিকে আমন্ত্রণ

জানান। এটি সহীহ বুখারী, 6321 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

কেয়ামতের দিন বা জান্নাতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা আর কারো হবে না এবং এই মর্যাদা সরাসরি রাতের নামাযের সাথে যুক্ত। এ থেকে বোঝা যায় যে, যারা রাতের স্বেচ্ছায় নামায কায়েম করবে তারা উভয় জগতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 79:

"এবং রাতের [অংশ] থেকে, এটির সাথে সালাত [অর্থাৎ, কুরআন তেলাওয়াত] আপনার জন্য অতিরিক্ত [ইবাদত] হিসাবে; আশা করা যায় যে, তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত স্থানে পুনরুত্থিত করবেন।"

সকল মুসলমানই কামনা করে যে তাদের প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হোক এবং তাদের চাহিদা পূরণ হোক। অতএব, তাদের উচিত স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ আদায় করার জন্য সচেষ্ট হওয়া যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1770 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি রাতে একটি বিশেষ সময় থাকে যখন ভাল প্রার্থনা করা হয়। সবসময় উত্তর দেয়।

রাতের নামাজ কায়েম করা একজনকে পাপ করা থেকে বিরত রাখার একটি চমৎকার উপায়, কারণ এটি তাদের অর্থহীন সামাজিক জমায়েত এড়াতে সাহায্য করে এবং এটি অনেক শারীরিক অসুস্থতা থেকেও রক্ষা করে। জামে আত তিরমিযী, 3549 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

রাতের নামাযের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত অতিরিক্ত খাওয়া বা পান না করে, বিশেষ করে ঘুমানোর আগে, কারণ এটি অলসতাকে প্ররোচিত করে। দিনের বেলায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেকে ক্লান্ত করা উচিত নয়। দিনের বেলা একটি ছোট ঘুম এর সাথে সাহায্য করতে পারে। পরিশেষে, আল্লাহর হুকুম পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করা উচিত , কারণ আনুগত্যকারীরা এটি সহজ মনে করে। স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ আদায় করা।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ হচ্ছে ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠা।

ফরয নামায কায়েম করার অর্থ হল এর সকল আদব ও শর্ত সঠিকভাবে পূরণ করা, যেমন যথাসময়ে আদায় করা। এটা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এবং তা ছাড়া দুনিয়া বা পরকালের সফলতা কার্যত অপ্রাপ্য। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক আয়াত ও হাদিসে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে, যেমন জামে আত তিরমিযী, ২৬১৮ নম্বরে পাওয়া যায়। এটি স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, নামাজ কায়েম করা ঈমানকে কুফর থেকে পৃথক করে। যারা নামায কায়েম করতে ব্যর্থ হয় তাদের ঈমান ছাড়াই দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতি। যেহেতু মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির উপর তাদের সীমার বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেন না, কোন মুসলমানের কাছে তাদের নামাজ কায়েম না করার জন্য অজুহাত নেই। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

সর্বোত্তম চেষ্টা করার দাবি করে ফরজ নামাজ কায়েম করতে ব্যর্থ হওয়া এই সত্যের বিরোধিতা করে। আর পবিত্র কুরআন যে সত্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ফরজ নামাজ যেহেতু ইসলামের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ, এটি ইঙ্গিত দেয় যে কেউ যদি তাদের প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয় তবে তাদের ইসলামের ঘর ভেঙ্গে পড়বে, তারা অন্য কোন ভাল কাজ করুক না কেন। ফরয নামায অন্য কোন আমল বা অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, ফরয নামায হল একজনের অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব প্রমাণ। এই বাস্তব প্রমাণ ব্যতীত ইহকাল বা পরকালে সফলতা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 14:

"... আমার স্মরণের জন্য সালাত কায়েম কর।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে

[অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

ঈমান মজবুত করা - 44

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি পবিত্র কুরআনের 47 অধ্যায়ে মুহাম্মাদ, 7 নং আয়াতে পাওয়া আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করছিলাম :

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সমর্থন কর, তবে তিনি তোমাদের সমর্থন করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে রোপণ করবেন।"

এই আয়াতের অর্থ হল কেউ যদি ইসলামকে সাহায্য করে তাহলে মহান আল্লাহ তাদের উভয় জগতেই সাহায্য করবেন। এটা আশ্চর্যজনক যে অগণিত মানুষ মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, তবুও মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে এই আয়াতের প্রথম অংশটি পূরণ করে না। . বেশিরভাগ লোকেরা যে অজুহাত দেয় তা হল তাদের সৎ কাজ করার সময় নেই। তারা মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, তবুও তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সময় দেবে না। এটা কোনো কিছু হলো? যারা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে না এবং তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে মহান আল্লাহর সাহায্যের আশা করে তারা নিতান্তই মূর্খ। এবং যারা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে তবুও তাদের অতিক্রম করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তারা যে সাহায্য পাবে তা সীমিত। একজন কিভাবে আচরণ করে তাদের সাথে কিভাবে আচরণ করা হয়। যত বেশি সময় এবং শক্তি আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করা হবে, তারা তত বেশি সমর্থন পাবে। এটা সত্যিই যে সহজ।

একজন মুসলমানকে বুঝতে হবে যে বেশিরভাগ বাধ্যতামূলক কর্তব্য, যেমন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায, একজনের দিনে অল্প সময় লাগে। একজন মুসলমান প্রতিদিন মাত্র এক ঘণ্টা ফরজ নামাজের জন্য উৎসর্গ করার এবং তারপর সারাদিনের জন্য মহান আল্লাহকে অবহেলা করার এবং সমস্ত অসুবিধার মধ্যেও তাঁর অব্যাহত সমর্থন আশা করতে পারে না। একজন ব্যক্তি এমন একজন বন্ধুকে অপছন্দ করবে যে তাদের সাথে এমন আচরণ করে। তাহলে বিশ্বজগতের রব মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে এমন আচরণ কিভাবে করা যায়?

কেউ কেউ শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অতিরিক্ত সময় নিবেদন করে, যখন তারা কোন পার্থিব সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তার কাছে তা সমাধানের দাবি করে যেন তারা স্বেচ্ছায় সৎকাজ সম্পাদনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ করেছেন। এই মূর্খ মানসিকতা স্পষ্টতই মহান আল্লাহর দাসত্বের বিরোধিতা করে। এটা আশ্চর্যজনক যে এই ধরনের ব্যক্তি কীভাবে তাদের অন্যান্য অবসরের কাজগুলি করার জন্য সময় খুঁজে পান, যেমন পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো, টিভি দেখা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা কিন্তু মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য উত্সর্গ করার জন্য কোন সময় খুঁজে পান না। তারা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার এবং গ্রহণ করার সময় খুঁজে পায় না। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অধ্যয়ন ও আমল করার সময় খুঁজে পাচ্ছেন বলে মনে হয় না। এই লোকেরা কোনওভাবে তাদের অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা ব্যয় করার জন্য সম্পদ খুঁজে পায় তবে স্বেচ্ছায় দাতব্য দান করার মতো কোনও সম্পদ খুঁজে পায় না।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন মুসলিম তাদের আচরণ অনুযায়ী আচরণ করা হবে। অর্থ, যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অতিরিক্ত সময় উৎসর্গ করে, তাহলে তারা নিরাপদে সমস্ত অসুবিধা অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন পাবে। কিন্তু যদি তারা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় বা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অন্য কোন সময় নিবেদন না করে শুধুমাত্র তা পালন করে, তাহলে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া পাবে। সহজ করে বললে, কেউ যত বেশি দেবে তত বেশি পাবে। কেউ বেশি না দিলে বিনিময়ে বেশি আশা করা উচিত নয়।

ঈমান মজবুত করা - 45

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের নিয়ে চিন্তা করছিলাম, এবং কী তাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর সর্বকালের সেরা দলে পরিণত করেছে। তারা যে শারীরিকভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর জীবদ্দশায় পর্যবেক্ষণ করেছেন তা অবশ্যই একটি বিষয়। কিন্তু যে কেউ তাদের জীবন এবং তাদের সৎকর্ম সম্পর্কে জানে সে বোঝে যে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এই অনন্য এবং মহান কাজের চেয়েও বেশি কিছু।

তাদের শ্রেষ্ঠত্বের একটি প্রধান কারণ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে জড়িত একটি হাদীসে দেখানো হয়েছে, যা সহীহ মুসলিমের ৬৫১৫ নম্বরে পাওয়া যায়। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার সওয়ার ছিলেন। মরুভূমিতে তার পরিবহনে যখন তিনি একজন বেদুইনকে দেখতে পেলেন। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বেদুইনকে অভিবাদন জানালেন, বেদুঈনের মাথায় তার পাগড়ী রাখলেন এবং বেদুইনকে তার বাহনে আরোহণের জন্য জোর দিলেন। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হয়েছিল যে তিনি বেদুইনকে যে সালাম দিয়েছিলেন তা যথেষ্ট ছিল কারণ বেদুইনরা মহান সাহাবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সন্তুষ্ট হতেন। , তাকে অভিবাদন। তবুও, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর থেকে অনেক বেশি এগিয়ে যান এবং বেদুইনদেরকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলেন যে, তিনি এটা করেছেন শুধুমাত্র কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে একজন ব্যক্তি তার পিতামাতাকে সম্মান করতে পারে এমন একটি সর্বোত্তম উপায় হল তাদের প্রতি ভালবাসা ও

সম্মান প্রদর্শন করা। পিতামাতার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন যে, বেদুঈনের পিতা তাঁর পিতার বিশ্বস্ত সেনাপতি উমর বিন খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বন্ধু ছিলেন।

এই ঘটনাটি সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তারা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। তারা কেবল বাধ্যতামূলক দায়িত্বই পালন করেনি এবং সমস্ত পাপ পরিহার করেনি বরং তাদের জন্য সর্বোচ্চ সম্ভাব্য মাত্রায় সুপারিশ করা সমস্ত কাজ সম্পূর্ণরূপে পূরণ করেছে। তাদের আত্মসমর্পণ তাদের নিজেদের আকাঙ্ক্ষাকে একপাশে রেখে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করতে বাধ্য করেছিল। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, বেদুইনকে সহজেই উপেক্ষা করতে পারতেন কারণ তার করা কোনো কাজই এখনও বাধ্যতামূলক ছিল না, অনেক মুসলিম যারা এই অজুহাত ব্যবহার করবে তার বিপরীতে, তিনি সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং তিনি যেভাবে করেছিলেন সেভাবে কাজ করেছিলেন। .

ইসলামের শিক্ষার প্রতি আনুগত্যের অভাবই মুসলমানদের ঈমানকে দুর্বল করে দিয়েছে। কেউ কেউ শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে এবং অন্যান্য সৎ কাজ থেকে দূরে সরে যায়, যেমন স্বেচ্ছায় দাতব্য, যা তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী বলে দাবি করে যে কাজগুলি বাধ্যতামূলক নয়। সকল মুসলমান পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণের সাথে শেষ হতে চায়। কিন্তু তাদের পথ বা পথে না চললে এটা কিভাবে সম্ভব? কোন মুসলমান যদি তাদের পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ অনুসরণ করে তাহলে তারা কিভাবে তাদের সাথে মিলিত হবে? তাদের সাথে শেষ করতে তাদের পথ অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু এটা শুধুমাত্র তখনই সম্ভব যখন কেউ ইসলামের শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে যেমনটি তারা করেছিল, তার পরিবর্তে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার পরিবর্তে।

ঈমান মজবুত করা - 46

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করছিলাম: অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

সকল মুসলমানের ইসলামে বিশ্বাস আছে কিন্তু তাদের বিশ্বাসের শক্তি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে কারণ তাদের পরিবার তাদের বলেছিল যে তারা প্রমাণের মাধ্যমে এটিকে বিশ্বাস করে তার মতো নয়। যে ব্যক্তি কোন কিছুর কথা শুনেছে সে সেইভাবে বিশ্বাস করবে না যেভাবে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, দরকারী জ্ঞান অর্জন করা সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য। এর একটি কারণ হল একজন মুসলমানের ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার এটাই সর্বোত্তম উপায়। এটি অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজনের বিশ্বাসের নিশ্চিততা যত বেশি শক্তিশালী তারা সঠিক পথে অবিচল থাকার সম্ভাবনা তত বেশি, বিশেষত যখন অসুবিধার মুখোমুখি হয়। উপরন্তু, সুনানে ইবনে মাজা, 3849

নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় এমন একটি সর্বোত্তম জিনিস হিসাবে বিশ্বাসের নিশ্চিত হওয়াকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জ্ঞানটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জন করা উচিত। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে শুধু একটি সত্য ঘোষণা করেননি বরং উদাহরণের মাধ্যমে এর প্রমাণও দিয়েছেন। অতীতের জাতির মধ্যে যে উদাহরণগুলি পাওয়া যায় তা নয়, উদাহরণগুলি যা নিজের জীবনে স্থাপন করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে, কখনো কখনো একজন ব্যক্তি কোনো জিনিসকে ভালোবাসে যদিও তা পেয়ে গেলে তাকে কষ্ট দেয়। একইভাবে, তারা একটি জিনিস ঘৃণা করতে পারে যখন তাদের জন্য অনেক ভাল লুকিয়ে আছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

ইতিহাসে এই সত্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে যেমন হুদাইবার চুক্তি। কিছু মুসলমান বিশ্বাস করেছিল যে এই চুক্তিটি, যা মক্কার অমুসলিমদের সাথে করা হয়েছিল, সম্পূর্ণরূপে পরবর্তী গোষ্ঠীর পক্ষে হবে। তবুও, ইতিহাস স্পষ্টভাবে দেখায় যে এটি ইসলাম এবং মুসলমানদের পক্ষপাতী ছিল। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী, 2731 এবং 2732 নম্বরে পাওয়া হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

কেউ যদি তাদের নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করে তবে তারা অনেক উদাহরণ পাবে যখন তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু ভাল ছিল যখন এটি তাদের জন্য খারাপ ছিল এবং এর বিপরীতে। এই উদাহরণগুলি এই আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে এবং একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 46:

"যেদিন তারা (বিচার দিবস) দেখবে যেদিন তারা তার একটি বিকেল বা একটি সকাল ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি।"

ইতিহাসের পাতা উল্টালে তারা স্পষ্ট দেখতে পাবে কিভাবে বড় বড় সাম্রাজ্য এসেছে এবং গেছে। কিন্তু যখন তারা চলে গেল তখন এমনভাবে চলে গেল যেন তারা ক্ষণিকের জন্য পৃথিবীতেই ছিল। তাদের কয়েকটি চিহ্ন বাদে সবগুলি এমনভাবে বিবর্ণ হয়ে গেছে যেন তারা পৃথিবীতে প্রথম স্থানে ছিল না। একইভাবে, যখন কেউ তাদের নিজের জীবনের প্রতি চিন্তাভাবনা করে তখন তারা বুঝতে পারে যে তারা যতই বয়সী হোক না কেন এবং নির্দিষ্ট কিছু দিন যতই ধীরগতির মনে হোক না কেন সামগ্রিকভাবে তাদের জীবন এখন পর্যন্ত ঝাঁকুনিতে কেটে গেছে। এই আয়াতের সত্যতা বোঝা একজনের বিশ্বাসের নিশ্চিততাকে শক্তিশালী করে এবং এটি তাদের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে অনুপ্রাণিত করে।

পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস এ ধরনের উদাহরণে পরিপূর্ণ। অতএব, একজনকে এই খোদায়ী শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার চেষ্টা করা উচিত যাতে তারা বিশ্বাসের দৃঢ়তা গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি এটি অর্জন করবে সে তাদের কোন অসুবিধার সম্মুখীন হবে না এবং জান্নাতের দরজার দিকে নিয়ে যাওয়া পথে অবিচল থাকবে।

ঈমান মজবুত করা - 47

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। অনেক মুসলমান আছে যারা হালাল জিনিস কামনা করে, যেমন একটি শিশু এবং মহান আল্লাহ তাদের জন্য যা বেছে নিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে তারা পবিত্র কুরআন এবং ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মতো হালাল উপায়ে তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করে। পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যা ইসলামে স্পষ্টতই জায়েজ। তবুও, এই সমস্ত প্রচেষ্টা এবং চাপের পরেও তারা ইসলামের একটি সরল কিন্তু গভীর শিক্ষা বুঝতে পারে না বা কাজ করে না যা তাদের অনুসন্ধানে সহায়তা করবে। প্রকৃতপক্ষে, তারা প্রায়শই কিছু নির্দিষ্ট উপায়ে কাজ করে যা শুধুমাত্র তাদের অনুরোধ পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলমানকে বোঝার জন্য একজন পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই যে, মহান আল্লাহর রহমত যদি তাদের কাছ থেকে সরে যায় তবে একজন মুসলমানের জন্য তারা যা চায় তা পাওয়ার সম্ভাবনা কম। উদাহরণস্বরূপ, এটি ঘটতে পারে যখন কেউ অন্যকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 2315 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই ব্যক্তিকে তিনবার অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। অভিশাপের ফলে মহান আল্লাহর রহমত দূর হয়ে যায়। এই মুসলিমদের মধ্যে কেউ কেউ যারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে জিনিস কামনা করে, তারাও গীবত করে এবং অন্যদের অপবাদ দেয়। এটি মহান আল্লাহর রহমতকেও অপসারণের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 104 আল হুমাজাহ, আয়াত 1:

"দুর্ভোগ প্রত্যেক নিন্দুক ও গীবতকারীর জন্য।"

আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে যা মহান আল্লাহর রহমতকে অপসারণের দিকে নিয়ে যায়, যার ফলে একজনের অনুরোধ পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাটকীয়ভাবে হ্রাস পায়। মুসলমানদের তাই তাদের বৈধ ইচ্ছা পূরণের জন্য আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মতো অন্যান্য উপায় খোঁজার আগে জ্ঞানের সন্ধান এবং কাজ করার মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ নীতির উপর কাজ করা উচিত কারণ এই জিনিসগুলি তাদের আচরণ সংশোধন না করা পর্যন্ত তাদের অনুরোধ পূরণে তাদের সাহায্য করবে না।

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি শয়তানের একটি শক্তিশালী অস্ত্র এবং ফাঁদ নিয়ে চিন্তা করছিলাম যা প্রতিটি মুসলমানকে তাদের বিশ্বাসের শক্তি নির্বিশেষে প্রভাবিত করতে পারে। শয়তান মুসলমানদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে তারা সর্বদা তাদের চেয়ে খারাপ আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখবে যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে তাদের অভাবকে সমর্থন করে এবং তাদের চরিত্র ও আচরণকে আরও উন্নত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমান যে তাদের ফরজ নামাজ একবারে আদায় করে, সে এমন একজনকে দেখবে যে নিজেকে ভালো বোধ করার জন্য আদৌ নামাজ পড়ে না। একজন চোর একজন খুনীর দিকে তাকাবে এবং নিজেকে বোঝাবে চুরি করা এতটা খারাপ নয়। উদাহরণ অন্তহীন. এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, কিভাবে এই মুসলিমরা এত সহজে তাদের চেয়ে খারাপ লোকদের দেখে যে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য তাদের প্রচেষ্টার অভাবকে জায়েজ করার জন্য, কিন্তু এই একই লোকেরা তাদের থেকে খারাপ অবস্থানে থাকা লোকদের লক্ষ্য করবে না যখন তারা অসুবিধা সম্মুখীন উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি পিঠের ব্যথায় ভুগছেন তিনি শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করবেন না যাতে এটি তাদের অভিযোগ করতে বাধা দেয়। জামে আত তিরমিযী, 2513 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা এই মনোভাব বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

উপরন্তু, যারা তাদের আচরণে খারাপ দেখায় তাদের পর্যবেক্ষণ করা যদি পার্থিব আদালতে শাস্তি থেকে রক্ষা না করে, যেমন একজন চোরকে বিচারক ক্ষমা করে দেয় কারণ পৃথিবীতে অনেক খুনি আছে, তাহলে এই অজুহাত টিকে থাকবে কিভাবে কল্পনা করা যায়? মহান আল্লাহর দরবারে?

তাই মুসলমানদের উচিত শয়তানের এই ফাঁদ পরিহার করে তাদের থেকে যারা ভালো দেখায় তাদের পর্যবেক্ষণ করে যাতে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের চরিত্র ও আচরণ ক্রমান্বয়ে উন্নত করতে অনুপ্রাণিত হয়। মহান আল্লাহ তা'আলা এর অর্থ দাবি করেন, তিনি পরিপূর্ণতা দাবি করেন না।

ঈমান মজবুত করা - 49

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানরা প্রায়শই প্রশ্ন করে যে কিভাবে তারা তাদের পার্থিব জীবনের সাথে মানানসই করার জন্য তাদের বিশ্বাসকে ঢালাই করার পরিবর্তে তাদের জীবনকে তাদের বিশ্বাসের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এটি অর্জনের একটি উপায় হল মহিলাদের জন্য ফরয নামায পড়ার সাথে সাথেই আদায় করা এবং পুরুষদের জন্য মসজিদে ফরয নামায পড়া। যেহেতু নামাজ কায়েম করা ইসলামের প্রধান স্তম্ভ, যা জামি আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যখন কেউ এটিকে বর্ণনা অনুযায়ী পালন করে তখন এটি তাদের পার্থিব কাজকর্মের ব্যবস্থা করতে বাধ্য করে যাতে তারা তাদের বাধ্যতামূলক নামাজের আশেপাশে মানানসই হয়। পক্ষান্তরে, যখন কেউ তাদের ফরজ নামাজ দেরিতে আদায় করে বা মসজিদের পরিবর্তে ঘরে বসে ফরজ নামাজ আদায় করা সহজ হয়ে যায় তার পার্থিব সময় টেবিলের চারপাশে যা তাদের পার্থিব জীবনে তাদের ঈমানকে ঢালাই করে। সঠিক মনোভাব একজনকে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে বাধা দেবে, যেমন অপ্রয়োজনীয়ভাবে শপিং সেন্টার পরিদর্শন করা, কারণ এটি প্রায়শই একজন মুসলমানকে সময়মতো বা মসজিদে তাদের বাধ্যতামূলক নামাজ পড়তে বাধা দেয়। এই অপ্রয়োজনীয় জিনিস এবং কার্যকলাপ এড়িয়ে চলা একজনকে তাদের ধর্মের চারপাশে তাদের জীবনকে ঢালাই করতে দেয়।

উপরন্তু, সময়মত ফরয নামায পড়া যেহেতু আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলির মধ্যে একটি, সুনানে আন নাসাই, 611 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানের এই অভ্যাসটি মেনে চলা উচিত এবং তাদের ফরয নামায স্থগিত করা উচিত নয়। একটি অত্যন্ত ভাল কারণ ছাড়া যা শুধুমাত্র খুব কমই ঘটে। যদি কেউ তাদের জীবনকে তাদের বিশ্বাসের সাথে ঢালাই করতে চায়

তবে তাদের অবশ্যই সময়মতো তাদের ফরজ নামাজ আদায় করতে হবে যত তাড়াতাড়ি তারা মহিলাদের জন্য হবে এবং পুরুষদের উচিত মসজিদে জামাতের সাথে পূরণ করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা এই জড় জগতের আধিক্যের দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে।

ঈমান মজবুত করা - 50

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানদের প্রায়শই তাদের জীবনে এমন সময় থাকে যেখানে তারা তাদের উপাসনার পরিমাণ বাড়িয়ে নিজেদেরকে পরিশ্রম করে। এটি প্রায়শই পবিত্র রমজান মাসে ঘটে যেখানে মুসলমানরা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি কঠোর পরিশ্রম করে তাদের জীবন পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয়। অল্প সময়ের মধ্যে অত্যধিক পরিশ্রম করার সমস্যাটি হল যে এটি প্রায়শই একজনকে হাল ছেড়ে দেয় এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। সর্বপ্রথম, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহীহ বুখারী, 43 নং হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদীসে মুসলমানদেরকে সতর্ক করেছেন যে, নিজেদের উপর অতিরিক্ত বোঝা না নেওয়ার জন্য এবং শুধুমাত্র স্বেচ্ছাকৃত কাজগুলি করার জন্য যা তারা পরিচালনা করতে পারে। তিনি এই ঘোষণা দিয়ে উপসংহারে এসেছিলেন যে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলি হল সেগুলি যেগুলি তাদের আকার নির্বিশেষে নিয়মিত করা হয়। মুসলমানদের তাই এই উপদেশ মেনে চলা উচিত কারণ তারা দীর্ঘ সময় ধরে তাদের আনুগত্য বজায় রাখার সম্ভাবনা বেশি।

বাস্তবে, গুরুত্বপূর্ণ সময়টি সেই সময় নয় যেখানে একজন আধ্যাত্মিক উচ্চতা অনুভব করে এবং অতিরিক্ত প্রচেষ্টা চালায়। গুরুত্বপূর্ণ সময় হল যখন কেউ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে কারণ আধ্যাত্মিক উচ্চতা খুব কমই স্থায়ী হয়। মুসলমানদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা যতই আধ্যাত্মিক উচ্চতা থেকে ফিরে আসুক না কেন তাদের অবশ্যই তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করতে হবে। অতঃপর তাদের উচিৎ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য শেখার ও আমল করার জন্য কিছু সময় দেওয়া। এভাবে ধাপে ধাপে পরিবর্তন করা স্বল্প সময়ের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করার চেয়ে অনেক ভালো এবং পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে পরিবর্তন হলে দীর্ঘ মেয়াদে মহান আল্লাহর প্রতি

তাদের উন্নত আনুগত্য বজায় রাখার একটি বড় সম্ভাবনা রয়েছে। . মুসলমানদের রাতারাতি সাধু হওয়ার দাবি কেউ করছে না। উন্নতির জন্য সময় লাগে কিন্তু এর অর্থ হল একজনের স্থির থাকা উচিত নয় এবং প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যের উন্নতির জন্য ছোট কিন্তু নিয়মিত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, তাঁর আদেশগুলি পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে।

ঈমান মজবুত করা - 51

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ যতই ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করুক বা যতই ইবাদত ও সৎকর্ম করুক না কেন তারা শয়তানের আক্রমণ ও ফাঁদ থেকে কখনই নিরাপদ থাকবে না। এর কারণ হল শয়তান প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের কতটা জ্ঞানের অধিকারী এবং তারা কতটা সৎ কাজ করে সে অনুযায়ী আক্রমণ করে। উদাহরণ স্বরূপ, যে মুসলমান তাদের বাধ্যতামূলক নামায পড়াতে কঠোর, তাদেরকে মসজিদে জামাতে না পড়ার জন্য বা তাদের ফরয নামায তাদের শুরুর সময়ের পরে বিলম্বিত করার জন্য বোঝানোর চেষ্টা করবেন কারণ তিনি জানেন যে তিনি বোঝাতে সক্ষম হবেন না। তাদের ফরজ নামাজ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা। অথচ, যে মুসলমান তাদের ফরজ নামাজ কায়েম করার জন্য সংগ্রাম করছে তাদের ব্যাপারে তিনি তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন যে তাদের নামাজ প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন তাই তাদের উচিত তখনই নামাজ পড়া উচিত যখন তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। যারা অনেক স্বেচ্ছামূলক সৎ কাজ করে তাদের চরিত্রের উন্নতির জন্য ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর কাজ না করার জন্য তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেন যাতে তারা মিথ্যা এবং গীবত করার মতো খারাপ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তাদের ভাল কাজগুলিকে ধ্বংস করতে থাকে।

শয়তানের লক্ষ্য থাকে একজন ব্যক্তিকে উচ্চ স্তরে পৌঁছানো থেকে বিরত রাখা যদি সে তাকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে পদমর্যাদায় পড়তে রাজি করতে না পারে। অতএব, মুসলমানদের সর্বদা তার আক্রমন ও ফাঁদ থেকে সতর্ক থাকা উচিত, পদমর্যাদা বৃদ্ধি, তাদের চরিত্রের উন্নতি এবং অবাধ্যতামূলক কাজগুলি এড়ানোর জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যা সমস্ত কিছু ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে অর্জন করা হয়।

ঈমান মজবুত করা - 52

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এটা স্পষ্ট যে মুসলমানদের শক্তি কমেছে। প্রতিটি মুসলমান তাদের বিশ্বাসের শক্তি নির্বিশেষে পবিত্র কুরআনের সত্যতাকে বিশ্বাস করে এবং সন্দেহ করে যে এটি তাদের বিশ্বাস হারাতে পারে। নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য লাভের চাবিকাঠি দিয়েছেন যা সারা বিশ্বে মুসলিমরা যে দুর্বলতা ও শোক অনুভব করছে তা দূর করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 139:

" সুতরাং দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, এবং তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে যদি তোমরা [সত্যিকার] বিশ্বাসী হও।"

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, উভয় জগতে এই শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য অর্জনের জন্য মুসলমানদেরকে প্রকৃত ঈমানদার হতে হবে। প্রকৃত বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য, যেমন অন্যের জন্য ভালোবাসা, যা নিজের জন্য পছন্দ করে যা জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর জন্য একজনকে ইসলামিক শিক্ষা ও আমল করতে হবে। শিক্ষা এই মনোভাবের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামকে সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন। আর মুসলমানরা যদি তা অর্জন করতে

চায় তবে তাদের অবশ্যই এই সঠিকভাবে পরিচালিত মনোভাবের দিকে ফিরে আসতে হবে। যেহেতু মুসলমানরা পবিত্র কোরআনে বিশ্বাস করে তাদের উচিত এই সহজ শিক্ষাটি বোঝা এবং এর উপর আমল করা।

ঈমান মজবুত করা - 53

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলমান একটি দুর্বল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে যা তাদের উন্নতি করতে বাধা দেয়। যথা, তারা তাদের পরিস্থিতি এবং পরিস্থিতিকে অন্যদের সাথে তুলনা করে যারা সহজ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং এটিকে একটি অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি না করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যিনি পূর্ণ সময় কাজ করেন তিনি মহান আল্লাহর আনুগত্যে প্রচেষ্টার অভাবকে অজুহাত দেন, নিজেকে এমন একজনের সাথে তুলনা করে যিনি খণ্ডকালীন কাজ করেন এবং কেবল দাবি করেন যে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করা তাদের পক্ষে সহজ। যেহেতু তাদের বেশি অবসর সময় আছে। অথবা একজন দরিদ্র মুসলিম যারা বেশি সম্পদের অধিকারী তাদের দেখে এবং দাবী করে যে ধনী ব্যক্তি তাদের চেয়ে বেশি সহজে দান করতে পারে তা দেখে কোন প্রকার দান করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে এই অজুহাতগুলি তাদের আত্মাকে ভাল বোধ করতে পারে তবে এটি তাদের এই পৃথিবীতে বা পরকালে সাহায্য করে না। মহান আল্লাহ, মানুষ অন্যের উপায় অনুযায়ী কাজ করতে চান না, তিনি কেবল চান যে মানুষ তাদের নিজস্ব উপায় অনুযায়ী তার আনুগত্যের মধ্যে কাজ করুক। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যিনি পূর্ণ সময় কাজ করেন তিনি মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের জন্য যে অবসর সময় পান তা উৎসর্গ করতে পারেন, যদিও তা খণ্ডকালীন কাজ করা ব্যক্তির চেয়ে কম হয়। এই ক্ষেত্রে পার্ট টাইমার যা করে তার উপর কোন প্রভাব নেই যিনি পুরো সময় কাজ করেন তাই তাদের কঠোর পরিশ্রম না করার অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করা কেবল একটি খোঁড়া অজুহাত। দরিদ্র মুসলমানের উচিত কেবল তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা, যদিও তা ধনী ব্যক্তির চেয়ে অনেক কম হয়, কারণ

মহান আল্লাহ তাদের যা করেন তার বিচার করবেন এবং অন্যান্য মুসলমান যা করেন সে অনুযায়ী তিনি তাদের বিচার করবেন না।

মুসলমানদের উচিত এইসব অযথা অজুহাত ত্যাগ করা এবং তাদের নিজস্ব উপায়ে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা।

ঈমান মজবুত করা - 54

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যদি একজন ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়, যেমন একটি বাড়ি আঁকা, তারা যদি অন্য দায়িত্ব করার সিদ্ধান্ত নেয়, যেমন বাড়ি ঘোরাফেরা করার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তাদের মজুরি পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। যদিও তারা যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা খারাপ নয় কিন্তু যেহেতু তারা একটি কাজ বেছে নিয়েছে তাদের নিয়োগ করা হয়নি কারণ তারা নিঃসন্দেহে তাদের নিয়োগকর্তাকে অসন্তুষ্ট করবে। এটি বোঝা এবং গ্রহণ করা সহজ। একইভাবে, একজন মুসলমানকে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আদেশ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতগুলি পালন করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা যদি অন্য কিছু করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এই দায়িত্বকে অবহেলা করে তবে তা নির্বিশেষে। তারা বৈধ করার সিদ্ধান্ত নেয়, যেমন তাদের প্রয়োজনের বাইরে এই জড় জগতের আধিক্য অনুসরণ করা, এমন কাজ করা যা দুটি ঐশ্বরিক উত্সে নির্ধারিত থেকে ভিন্ন বা কেবল বেআইনি তারা মহান আল্লাহকে খুশি করার আশা করা উচিত নয়। মুসলমানদের কী করা উচিত তা তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। একইভাবে একজন কর্মচারী যে ভিন্ন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেয় তাদের মজুরি পাওয়ার আশা করা উচিত নয় এবং এমন একজন মুসলিমেরও উচিত নয় যে তারা মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যা চেষ্টা করার জন্য বলা হয়েছে তা ছাড়া অন্য কিছুর জন্য সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। মুসলিমের ক্ষেত্রে মজুরির মধ্যে রয়েছে দোয়া, রহমত এবং উভয় জগতের মহান আল্লাহর ক্ষমা। সহজভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমান যদি এই মজুরি পেতে চায় তবে তাদের অবশ্যই তাদের কাজ করতে হবে এবং তাদের দায়িত্বের পরিপন্থী বা তাদের কর্তব্য থেকে ভিন্ন জিনিসগুলিতে নিজেকে ব্যস্ত করতে হবে না।

ঈমান মজবুত করা - 55

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। অনেক মুসলমান আছে যারা তাদের অনেক সময়, শ্রম এবং সম্পদ এমন জিনিসের জন্য উৎসর্গ করে যা সৎ কাজ বা পাপ নয়, এগুলো নিরর্থক জিনিস। নিরর্থক জিনিসগুলির মধ্যে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি অর্জন করাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যেমন প্রয়োজনের বাইরে নিজের ঘরকে সুন্দর করা। যদিও, তারা তাদের দাবিতে সঠিক হতে পারে যে তারা পাপ করছে না, একটি সত্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। যথা, সময় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি মূল্যবান উপহার, যা একবার চলে গেলে লাভ করা যায় না। সময় ছাড়া অন্য সব জিনিস যেমন সম্পদ অর্জন করা যায়। সুতরাং যখন কেউ তাদের সময় এবং অন্যান্য আশীর্বাদ যেমন সম্পদকে অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত জিনিসের অর্থ, নিরর্থক জিনিসের জন্য উৎসর্গ করে, তখন তা বিচার দিবসে একটি বড় আফসোসের দিকে নিয়ে যায়। এটি তখন ঘটবে যখন তারা তাদের সময়কে সদ্ব্যবহার করে এবং সৎকাজ সম্পাদনকারীদের প্রদত্ত পুরষ্কার দেখে। সময় নষ্টকারীরা পাপ এড়িয়ে যেতে পারে যা তাদের শাস্তি থেকে বাঁচায় কিন্তু তারা অযথা কাজে সময় নষ্ট করার কারণে তারা সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারে। এবং তারা অবশ্যই তাদের সময় এবং অন্যান্য আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করলে তারা যে পুরষ্কার অর্জন করতে পারত তা অবশ্যই হারাবে।

উপরন্তু, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তি যত বেশি নিরর্থক জিনিসে লিপ্ত হয় সে তত বেশি বাড়াবাড়ি এবং অপচয়ের মধ্যে পড়ে যা উভয়ই দোষের যোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, যারা আশীর্বাদ নষ্ট করে তারা শয়তানের ভাইবোন বলে বিবেচিত হয়। এবং এটি তর্ক করা যেতে পারে যখন কেউ নিরর্থক জিনিসের জন্য তাদের সময় উৎসর্গ করে যে তারা প্রকৃতপক্ষে সময়ের মূল্যবান আশীর্বাদকে নষ্ট করেছে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 27:

"নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই..."

ঈমান মজবুত করা - 56

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করছিলাম: অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 38:

"...এবং শয়তান তাদের কাজকে তাদের জন্য আনন্দদায়ক করে তুলেছিল এবং তাদের পথ থেকে বিরত রেখেছিল..."

এই আয়াতে উল্লিখিত শয়তান তাদের জন্য ভুল পছন্দকে সুন্দর করে পাপ করার জন্য এবং ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মানুষকে বোকা বানায়। এটি এমন পরিস্থিতিতে ঘটে যখন একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই দুই বা ততোধিক বিকল্পের মধ্যে একটি পছন্দ করতে হবে। এটি তখনও ঘটে যখন পছন্দটি বৈধ এবং অবৈধ এবং এমনকি দুটি বৈধ বিকল্পের মধ্যেও হয়। শয়তান যদি কাউকে পাপের দিকে পরিচালিত করতে না পারে তবে সে তাকে নিকৃষ্ট বিকল্পের দিকে পরিচালিত করার চেষ্টা করে, এমনকি এটি বৈধ হলেও, আশা করে যে এটি কোনও ধরণের পাপের দিকে নিয়ে যাবে, যেমন একজন ব্যক্তি জীবন এবং ভাগ্য সম্পর্কে অভিযোগ করে। শয়তান একটি পছন্দকে সুন্দর করে তোলে যার ফলে একজনকে তার আপাত সুবিধার উপর এমন মাত্রায় মনোযোগ দেয় যে তারা বড় ছবি এবং পছন্দের পরিণতির উপর মনোযোগ হারায়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক তখন একটি শিশুর মতো আচরণ করে যে তাদের ক্রিয়াকলাপের ফলাফলের প্রতিফলন ছাড়াই পছন্দ করে। মানুষের পাপ করার জন্য এটি একটি প্রধান কারণ। বাস্তবে, কেউ যদি সত্যিই পাপের শাস্তির প্রতি চিন্তা করে তবে তারা কখনই সেগুলি করবে না।

কিছু যা এই ধরনের পরিস্থিতিতে সাহায্য করে তা হল মানসিকভাবে এক ধাপ পিছিয়ে যাওয়া এবং তাদের দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা এবং ক্ষতির তুলনা করে বিকল্পগুলি মূল্যায়ন করা। শুধুমাত্র যখন কোন কিছুর বৈধ সুবিধা ক্ষতির চেয়ে বেশি হয় তখনই একজন ব্যক্তির এগিয়ে যাওয়া উচিত। অন্য জিনিস যা সাহায্য করে তা হল সম্ভাব্য বিকল্পগুলির পরিণতির উপর গভীরভাবে চিন্তা করা। কিছু পছন্দ বৈধ হতে পারে কিন্তু কেউ যদি সেগুলির সাথে এগিয়ে যায় তবে এটি দীর্ঘমেয়াদে তাদের জীবনকে কঠিন করে তুলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কখনও কখনও লোকেরা দৃশ্যত পছন্দ করে এমন কাউকে বিয়ে করতে ছুটে যায়। তারা তাদের সিদ্ধান্তকে শুধুমাত্র তাদের অনুভূতির উপর ভিত্তি করে অন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির উপর প্রতিফলিত করার পরিবর্তে, উদাহরণস্বরূপ, তাদের সম্ভাব্য ভবিষ্যত সঙ্গী যদি একজন ভাল জীবনসঙ্গী বা একজন ভাল পিতামাতা তৈরি করে এবং যদি তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যে তাদের সাহায্য করে। অনেক বিবাহ বিবাহবিচ্ছেদে শেষ হয়েছে কারণ দম্পতি একটি সম্ভাব্য বিবাহের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবকে প্রতিফলিত করেনি। অনেক লোক প্রায়ই দাবি করে যে তাদের বিয়ের আগে তাদের জীবনসঙ্গী খুব আলাদা ছিল কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা একেবারেই বদলায়নি। সত্য হল বিয়ের আগে তারা তাদের সাথে এতটা সময় কাটায়নি তাই তারা কিছু বৈশিষ্ট্য পালন করেনি যা বিয়ের পরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কেউ কেউ প্রায়ই অ্যাকশনে ছুটে যান এবং পরে অনুশোচনা করেন কারণ তাদের পছন্দ তাদের আরও সমস্যা সৃষ্টি করে এবং অনেক ক্ষেত্রে সমস্যাটি প্রথম স্থানে বড় ব্যাপার ছিল না। এই ধরনের ক্রিয়া কেবল তখনই এড়ানো যায় যখন কেউ পরিস্থিতির উপর প্রতিফলন করে এবং একটি পদক্ষেপ এগিয়ে নেওয়ার বৃহত্তর চিত্রের অর্থ, বিস্তৃত এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব এবং পরিণতিগুলি পর্যবেক্ষণ করে।

একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শুধুমাত্র কিছু বৈধ বা বেআইনি কিনা তা মূল্যায়ন করা উচিত নয়। যদিও, এটি এখনও বিবেচনা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটি একমাত্র জিনিস নয়। অনেক আইনসম্মত ভুল পছন্দ, যা শয়তান দ্বারা সুশোভিত করা হয়, তা জীবনে আরও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, যে কোনো পছন্দ করার আগে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই একধাপ পিছিয়ে যেতে হবে এবং পবিত্র কুরআনের নির্দেশনায় এর বৈধতা এবং এর সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী উপকারিতা ও ক্ষতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ঐতিহ্যের ধারায় শান্তি ও বরকত দান করতে হবে। তার উপর। যারা এইরকম আচরণ করে তারা খুব কমই একটি ভুল পছন্দ করবে তারা পরে অনুশোচনা করবে।

ঈমান মজবুত করা - 57

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করছিলাম যে প্রত্যেক মুসলমান প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম), অন্যান্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীগণের সাহচর্য কামনা করে। , পরকালে। তারা প্রায়শই সহীহ বুখারি, 3688 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি উদ্ধৃত করে, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি পরকালে তাদের সাথে থাকবে যাদের তারা ভালবাসে। আর এর কারণে তারা মহান আল্লাহর এই নেক বান্দাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। কিন্তু এটা আশ্চর্যজনক যে কিভাবে তারা এই ফলাফল কামনা করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসার দাবি করে, তবুও তারা তাকে খুব কমই চেনে কারণ তারা তাঁর জীবন, চরিত্র এবং শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করতে ব্যস্ত। এটা বোকামি যে কিভাবে একজন সত্যিকারের ভালোবাসতে পারে যাকে তারা জানে না?

উপরন্তু, যখন এই লোকদের কাছে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের ভালবাসার প্রমাণ চাওয়া হবে, হাশরের দিনে তারা কি বলবে? তারা কি উপস্থাপন করবে? এই ঘোষণার প্রমাণ হচ্ছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন, চরিত্র ও শিক্ষার উপর অধ্যয়ন ও আমল করা। এই প্রমাণ ছাড়া একটি ঘোষণা মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না। এটা খুবই সুস্পষ্ট কারণ সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে ভালো ইসলামকে কেউ বুঝতে পারেনি, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, এবং এটি তাদের মনোভাব ছিল না। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা ঘোষণা করেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কর্মের মাধ্যমে তাদের দাবিকে সমর্থন করেন। এই কারণেই তারা পরকালে তার সাথে থাকবে।

যারা বিশ্বাস করে যে ভালবাসা হৃদয়ে রয়েছে এবং এটিকে কাজের মাধ্যমে দেখানোর প্রয়োজন হয় না তারা সেই ছাত্রের মতো বোকা যে ছাত্রটি তাদের শিক্ষকের কাছে একটি ফাঁকা পরীক্ষার কাগজ ফিরিয়ে দেয় এবং দাবি করে যে জ্ঞান তাদের মনে রয়েছে তাই তাদের কার্যত লিখতে হবে না। কাগজে নিচে এবং তারপর এখনও পাস করার আশা.

যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে, সে মহান আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে ভালোবাসে না, কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা এবং তারা নিঃসন্দেহে শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে।

পরিশেষে, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যান্য ধর্মের সদস্যরাও তাদের পবিত্র নবীদের প্রতি ভালবাসা দাবি করে, তাদের উপর শান্তি। কিন্তু যেহেতু তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে এবং তাদের শিক্ষার উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা অবশ্যই বিচারের দিন তাদের সাথে থাকবে না। এক মুহূর্তের জন্য যদি কেউ এই সত্যটি নিয়ে চিন্তা করে তবে এটি বেশ স্পষ্ট।

ঈমান মজবুত করা - 58

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানদের জন্য একটি সহজ অথচ গভীর পাঠ বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা কখনো ইহকাল বা পরকালে পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে সফল হতে পারবে না। কালের ঊষালগ্ন থেকে এই যুগ পর্যন্ত এবং শেষ সময় পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিই প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে পারেনি এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে কখনোই হবে না। ইতিহাসের পাতা উল্টালেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। অতএব, যখন একজন মুসলমান এমন একটি পরিস্থিতিতে থাকে যা থেকে তারা একটি ইতিবাচক এবং সফল ফলাফল অর্জন করতে চায় তখন তাদের কখনই মহান আল্লাহকে অমান্য করা বেছে নেওয়া উচিত নয়, তা যতই প্রলুব্ধ বা সহজ মনে হোক না কেন। এমনকি যদি একজনকে তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়রা তা করার পরামর্শ দেয় কারণ সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার অর্থ হলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এবং প্রকৃতপক্ষে তারা কখনই মহান আল্লাহ ও তাঁর শাস্তি থেকে তাদের এই দুনিয়া বা পরকালে রক্ষা করতে পারবে না। একইভাবে, মহান আল্লাহ, যারা তাঁর আনুগত্য করে তাদের সাফল্য দান করেন তিনি তাঁর অবাধ্যদের থেকে একটি সফল পরিণতি সরিয়ে দেন যদিও এই অপসারণটি সাক্ষী হতে সময় লাগে। একজন মুসলিমকে বোকা বানানো উচিত নয় কারণ এটি শীঘ্র বা পরে ঘটবে। পবিত্র কুরআন অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছে যে, এই শাস্তি বিলম্বিত হলেও একটি মন্দ পরিকল্পনা বা কর্ম কেবলমাত্র কর্মকারীকে বেষ্টন করে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজের লোক ব্যতীত ঘিরে রাখে না..."

অতএব, পরিস্থিতি এবং পছন্দ যতই কঠিন হোক না কেন মুসলমানদের সর্বদা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্য বেছে নেওয়া উচিত কারণ এই সাফল্য অবিলম্বে স্পষ্ট না হলেও উভয় জগতেই প্রকৃত সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে।

ঈমান মজবুত করা - 59

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটি সাধারণত লক্ষ্য করা যায় যে ইসলামী বছরের বিশেষ দিন ও রাতে, যেমন শক্তির রাত, যা সুনানে আবু দাউদ, 1386 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে রমজান মাসের 27 তম রাতে বলে মনে করা হয়। , মুসলমানরা ড্রোনে বেরিয়ে আসে এবং মসজিদে বাস করে বা বাড়িতে বেশি প্রার্থনা করে। যদিও, এটি একটি ভাল জিনিস এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন মুসলমানের কেবল ইসলামী বছরের বিশেষ দিন এবং রাতে এই পদ্ধতিতে আচরণ করা উচিত নয়। বরং তাদের উচিত তাদের প্রতি অবহেলা না করে তাদের দায়িত্ব পালন করে সারা বছর ধরে প্রতিটি দিন ও রাতকে সম্মান করা। তাদের কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে বছরের একটি দিন বা রাতের উপাসনা তাদের বাকি বছরের অবহেলার জন্য তৈরি করবে কারণ এটি সম্পূর্ণ অসত্য এবং শয়তানের কৌশল। একজন মুসলিম হওয়া একটি 24/7 কর্তব্য এটি একটি কর্তব্য নয় যা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট দিন এবং রাতে প্রসারিত হয়। অর্থ, একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে, ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবেলা করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী জীবনের প্রতিটি দিন মানুষের অধিকার পূরণ করতে হবে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। কিছু দিন এবং রাত চেরি বাছাই একটি প্রধান কারণ যে কারণে মুসলমানরা মহান আল্লাহ থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন বোধ করে, কারণ তারা কেবল মাঝে মাঝে তাঁর দিকে ফিরে আসে। সত্যটি সহজ, মুসলমানরা মহান আল্লাহকে উৎসর্গ করে যা তারা বিনিময়ে পাবে। যদি তারা বছরের কয়েকটা দিন বা রাত তাঁর জন্য উৎসর্গ করে তবে তাদের একটি মহান প্রত্যাবর্তনের আশা করা উচিত নয়। ইসলাম একজনকে সারা রাত নামায পড়ার দাবি করে না বরং এটি মুসলমানদেরকে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের দাবি করে এবং যতটা সম্ভব মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যগুলি পালন করতে চায়। এটি খুব বেশি সময় নেয় না এবং অন্য জিনিসগুলি করার জন্যও একজনকে প্রচুর সময় দেয়।

প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন ও রাতকে তাদের কর্তব্য পালন করে সম্মান করে না সে দেখতে পাবে যে বিশেষ দিন ও রাতগুলিও তাদের কাছে সাধারণ দিন ও রাত। কিন্তু যিনি প্রতি দিন ও রাতকে সম্মান করেন তিনি দেখতে পাবেন যে, প্রতিটি দিন ও রাত তাদের জন্য বিশেষ দিন ও রাতের মতো, শক্তির রাতের মতো। অর্থ, মহান আল্লাহ তাদের বরকত দান করবেন যেভাবে তিনি তাদেরকে ইসলামী বছরের বিশেষ দিন ও রাতে আশীর্বাদ করেন।

ঈমান মজবুত করা - 60

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি ব্যাপক দুর্নীতির বিষয়ে রিপোর্ট করেছে এবং এটি কীভাবে বেশিরভাগ দেশে প্রতিটি সামাজিক স্তরকে সংক্রামিত করেছে। ব্যাপক দুর্নীতি বেশ স্পষ্ট এবং এর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য গভীর তদন্ত বা গবেষণা জানা প্রয়োজন। কিছু ক্ষেত্রে এটি খোলা জায়গায় ঘটে।

দুর্নীতি সমাজে ছড়িয়ে পড়ার একটি কারণ, এমনকি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারাও এতে জড়িত, সাধারণ জনগণের দুর্নীতির প্রত্যক্ষ ফলাফল। যখন সাধারণ মানুষ শারীরিক বা আর্থিক উপায়ে অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, এভাবে মহান আল্লাহকে অমান্য করে, কেউ তাদের জবাবদিহি করতে পারে না বলে বিশ্বাস করে, তখন শাস্তিস্বরূপ, মহান আল্লাহ তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা ও সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। অর্থ, একজন কিভাবে কাজ করে তার সাথে কিভাবে আচরণ করা হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সুনানে ইবনে মাজা, 4019 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যখন সাধারণ জনগণ একে অপরকে আর্থিকভাবে প্রতারণা করে, তখন মহান আল্লাহ তাদের অত্যাচারী নেতা নিয়োগ করে তাদের শাস্তি দেন। এই নিপীড়নের একটি দিক হলো দুর্নীতি যা সাধারণ জনগণকে চরম দুর্ভোগের কারণ। একই হাদিস সতর্ক করে যে, যখন সাধারণ জনগণ মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তখন তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা পরাভূত হবে যারা তাদের সম্পদ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে। আবার, এটি দুর্নীতির একটি দিক যেখানে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা, যেমন সরকারি কর্মকর্তারা পরিণতির ভয় ছাড়াই অন্যের জিনিসপত্র অবাধে নিয়ে যায়।

সাধারণ জনগণ যখন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন তাদের নেতারা এবং প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে থাকা অন্যান্য ব্যক্তিরা একইভাবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হয়, বিশ্বাস করে যে এই আচরণ সাধারণ জনগণ গ্রহণ করে। এটি জাতীয় পর্যায়ে দুর্নীতির দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ জনগণ যদি দুর্নীতির মাধ্যমে অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার না করে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তবে তাদের নেতারা এবং প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে থাকা ব্যক্তিরা দুর্নীতিগ্রস্তভাবে কাজ করার সাহস করবে না, সাধারণ জনগণকে সম্পূর্ণরূপে জেনেও এর পক্ষে দাঁড়াবে না। এবং পূর্বে উদ্ধৃত হাদিস অনুসারে, সাধারণ জনগণ যদি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তবে তিনি তাদের প্রভাবশালী পদে লোক নিয়োগ করে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবেন যারা ন্যায়বিচারে রয়েছেন।

ব্যাপক দুর্নীতির জন্য অন্যদের দোষারোপ করার অপরিপক্ক পথ গ্রহণের পরিবর্তে, মুসলমানদের উচিত তাদের নিজেদের আচরণের প্রতি সত্যিকারভাবে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তাদের মনোভাব সামঞ্জস্য করা। তা না হলে সময়ের সাথে সাথে সমাজে দুর্নীতি বাড়বে। কেউ বিশ্বাস করবেন না যে তারা প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে না থাকায় সমাজে ঘটে যাওয়া দুর্নীতির উপর তাদের কোন প্রভাব নেই। যেমনটি আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সাধারণ জনগণের আচরণের কারণেই দুর্নীতি ঘটে এবং তাই সাধারণ জনগণের ভালো আচরণের মাধ্যমেই তা দূর করা যায়। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 11:

"...নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে যা আছে তা পরিবর্তন না করে..."

ঈমান মজবুত করা - 61

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি এমন একজন ব্যক্তির বিষয়ে রিপোর্ট করেছে যিনি তাদের জাতীয় সঙ্গীতকে সম্মান করেননি, যাকে কেউ কেউ দেশপ্রেমিক বলে আখ্যা দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ এবং একজন জাতির কাছে একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক জাতীয় সঙ্গীতের সময় দাঁড়াতে বা পতাকাকে সালাম দিতে অস্বীকার করেন না। একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক সেই ব্যক্তি যিনি অন্যদের সমর্থন করেন, যেমন তাদের সরকার, ইসলামের জন্য উপকারী এবং প্রশংসনীয় বিষয়গুলিতে, এর জন্য যারাই সংগঠিত বা দায়ী থাকুক না কেন। এবং যারা গঠনমূলকভাবে অন্যদের সমালোচনা করে, যেমন তাদের সরকার, যখন তারা ইসলামের দৃষ্টিতে দোষারোপ করার যোগ্য কিছু করে, তা নির্বিশেষে যারাই এটি সাজিয়েছে। এই সমালোচনা অবশ্যই আইনের সীমার মধ্যে গঠনমূলক হতে হবে এবং সব ধরনের অশ্লীল বা অশ্লীল কথাবার্তা এবং কাজ এড়িয়ে চলতে হবে। এটি কখনই বিদ্রোহের দিকে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়, কারণ এটি কেবল নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়, যা ইতিহাস বারবার স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রতিটি মুসলিম রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রভাবের অবস্থানে না থাকলেও এইভাবে আচরণ করতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের প্রতি, বিশেষ করে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমের মতো আচরণ করতে পারে, পূর্বে বর্ণিত অর্থ অনুযায়ী আচরণ করে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে ভালোকে সমর্থন করে এবং সদয়ভাবে মন্দকে নিষেধ করে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

যদি প্রতিটি পরিবারের ইউনিট এইভাবে আচরণ করে, তবে এটি নিঃসন্দেহে প্রতিটি শহর, শহর এবং অবশেষে জাতিকে প্রভাবিত করবে, যতক্ষণ না সত্যিকারের উন্নতি ঘটবে, যার ফলস্বরূপ তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপকার হবে। এই সৎ উদ্দেশ্য ও আন্তরিক কর্মকাণ্ডে সমর্থন করে একটি জাতিকে এভাবে উন্নত করাই প্রকৃত দেশপ্রেম। বাকি সবই অর্থহীন প্রদর্শনী মাত্র। এভাবেই একজন দেশকে আবার সত্যিকারের মহান করে তোলে।

ঈমান মজবুত করা - 62

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একটি সেলিব্রিটি এবং কীভাবে তারা তাদের সম্পদ উপার্জন করেছে এবং ব্যয় করেছে সে সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। পবিত্র কুরআন অপব্যয়কারীদেরকে শয়তানের ভাই-বোন বলে আখ্যায়িত করেছে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 27:

"*নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ।*"

বিভিন্ন কারণে শয়তানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রথমত, যারা অপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য অত্যধিক ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা প্রায়শই অর্থ চিন্তা না করেই তাড়াহুড়ো করে, একজন আবেগপ্রবণ ব্যয়কারী। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 2012 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে তাড়াহুড়ো করা শয়তানের পক্ষ থেকে এবং চিন্তা করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। যদি কোন মুসলমান সত্যিকার অর্থে চিন্তা করে যে তারা কি কিনতে চায়, তাহলে তারা অপ্রয়োজনীয় ও অযথা খরচ করবে না কারণ এটা একজন প্রকৃত মুসলমানের লক্ষণ নয়।

উপরন্তু, যখন কেউ অপ্রয়োজনীয় এবং অযৌক্তিক জিনিসগুলিতে ব্যয় করে, তখন তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র সেই সংস্থাগুলিকে ইন্ধন জোগায় যারা মানুষকে সঠিক দিকনির্দেশনা থেকে বিভ্রান্ত করে মুনাফা অর্জন করে, যেমন বিনোদন শিল্প, যা শয়তানের প্রধান এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য।

অযথা ব্যয় করা সর্বদা একজনকে পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিক্ষিপ্ত করে, কারণ এই ব্যক্তি সম্পদ উপার্জনের জন্য, অপচয় করে ব্যয় করে এবং যা অর্জন করেছে তা উপভোগ করার জন্য অনেক সময় উৎসর্গ করে। একজন মুসলমানকে পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করা শয়তানের আরেকটি লক্ষ্য। পরকালের জন্য প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে দেওয়া হয়েছে, যেমন সম্পদ, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে।

পরিশেষে, আগে উদ্ধৃত আয়াতটি বিশেষভাবে শয়তানের অকৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় কাজে অপচয় করে সে তা করে কারণ তারাও তাদের কাছে যা আছে তার প্রতি অকৃতজ্ঞ। যদি তাদের মধ্যে সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা থাকে তবে এটি তাদের এইভাবে কাজ করা থেকে বিরত রাখবে। ইসলাম কাউকে প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য ব্যয় করতে নিষেধ করে না, এটি আসলে মুসলমানদেরকে তা করতে উত্সাহিত করে। এমনকি হালাল অপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য ব্যয় করাও গ্রহণযোগ্য, যদি তা মাঝে মাঝে এবং অযথা ব্যয় না করে করা হয়, কারণ এটি এমন একটি জিনিস যা মহান আল্লাহর কাছে অপছন্দ এবং সম্পদের অপচয়ের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 141:

"...এবং অত্যধিক হবে না. নিশ্চয়ই তিনি তাদের পছন্দ করেন না যারা বাড়াবাড়ি করে।"

বিশ্বাস মজবুত করা

ঈমান মজবুত করা - 63

আমি কিছুক্ষণ আগে একটি সংবাদ পড়েছিলাম, যা আমি আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি অতীত থেকে শেখার গুরুত্ব সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে।

একজন মুসলমানের জন্য একটি মূল সত্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, সৃষ্টির কিছুই বিজ্ঞ কারণ ছাড়া ঘটে না, এমনকি যদি মানুষ এই প্রজ্ঞা অবিলম্বে পালন না করে। একজন মুসলিমের উচিত যা ঘটে তার সবকিছুকে বোতলের বার্তা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত, তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বা অসুবিধার মুখোমুখি হোক না কেন। বোতলটির মূল্যায়ন এবং পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে তাদের খুব বেশি ধরা পড়া উচিত নয়, কারণ এটি কেবলমাত্র একটি বার্তাবাহক যা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা সরবরাহ করে। এটি তখন ঘটে যখন মুসলিমরা ঘটে যাওয়া ভাল জিনিসগুলির জন্য আনন্দিত হয়, যার ফলে ভাল জিনিসের মধ্যে থাকা বার্তার প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে। অথবা তারা অসুবিধার সময় শোকাহত হয়, যার ফলে অসুবিধার মধ্যে বার্তাটি বুঝতে খুব বেশি বিভ্রান্ত হয়। তাদের উচিত পবিত্র কুরআনের উপদেশ অনুসরণে মনোনিবেশ করা এবং ভারসাম্যপূর্ণভাবে প্রতিটি পরিস্থিতির সাথে যোগাযোগ করা। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 23:

"যাতে আপনি নিরাশ না হন তার জন্য এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তাতে উল্লাসিত না হন..."

এই আয়াতটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সুখী বা দুঃখী হতে নিষেধ করে না, কারণ এটি মানব প্রকৃতির একটি অংশ। কিন্তু এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতির পরামর্শ দেয় যার মাধ্যমে একজন চরম আবেগ এড়িয়ে চলে যেমন, উল্লাস যা অত্যধিক সুখ, বা শোক যা অত্যধিক দুঃখ। এই ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা একজনকে তাদের মনকে বোতলের ভিতরের আরও গুরুত্বপূর্ণ বার্তার উপর ফোকাস করার অনুমতি দেবে, যার অর্থ পরিস্থিতির ভিতরে, তা স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার পরিস্থিতি হোক না কেন। লুকানো বার্তা মূল্যায়ন, বোঝা এবং কাজ করার মাধ্যমে, একজন মুসলিম তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় জীবনকে আরও উন্নত করতে পারে। কখনও কখনও বার্তাটি তাদের সময় শেষ হওয়ার আগে মহান আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য একটি জাগরণ কল হবে। কখনও কখনও এটি তাদের পদমর্যাদা বাড়ানোর একটি উপায় হবে। অন্য সময় তাদের পাপ মুছে ফেলার একটি উপায় এবং কখনও কখনও একটি অনুস্মারক যাতে নিজেকে সাময়িক বস্তুগত জগতে এবং এর মধ্যে থাকা জিনিসগুলির সাথে সংযুক্ত না করা হয়। এই মূল্যায়ন ব্যতীত একজন ব্যক্তি তাদের পার্থিব বা ধর্মীয় জীবনের উন্নতি না করে নিছক ঘটনার মধ্য দিয়ে যাত্রা করবে।

ঈমান মজবুত করা - 64

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একজনের জীবনে সত্যই উপকারী এবং ক্ষতিকারক তা মূল্যায়ন করার জন্য একটি পদক্ষেপ পিছিয়ে নেওয়ার বিষয়ে রিপোর্ট করেছে। যখন একজন মুসলমান ইসলামের শিক্ষাগুলো পর্যবেক্ষণ করে তখন তারা দেখতে পাবে যে কিছু পার্থিব নেয়ামতকে ইতিবাচকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু অন্য জায়গায় তা নেতিবাচকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর কারণ বাস্তবে বেশিরভাগ জিনিসই জন্মগতভাবে ভালো বা খারাপ নয়। যা তাদের ভাল বা খারাপ করে তা হল তারা একজনকে মহান আল্লাহর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যায় বা না করে। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআন একজন স্ত্রীকে প্রশান্তি, করুণা এবং স্নেহ খুঁজে পাওয়ার উপায় হিসাবে বর্ণনা করেছে। অধ্যায় 30 আর রুম, আয়াত 21:

"এবং তাঁর নিদর্শনগুলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই তোমাদের সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পেতে পার; এবং তিনি তোমাদের মধ্যে স্নেহ ও করুণা স্থাপন করেছেন..."

কিন্তু একই পবিত্র কোরআনেও সতর্ক করা হয়েছে যে একজন স্ত্রী এবং সন্তানরাও একজন মুসলমানের শত্রু হতে পারে। তাগাবুনে অধ্যায় 64, আয়াত 14:

"হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিরা তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাদের থেকে সাবধান হও..."

এটি ইঙ্গিত দেয় যে তারা প্রশান্তির উত্স হয়ে ওঠে যখন তারা কাউকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে উত্সাহিত করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। তার উপর হতে কিন্তু কারো পরিবার তাদের শত্রুতে পরিণত হতে পারে যদি তারা তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

তাই মুসলমানদের নিয়মিতভাবে তাদের পার্থিব নেয়ামতের মূল্যায়ন ও বিচার করা উচিত যাতে তারা তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে উৎসাহিত করে, নাকি তা থেকে বিচ্যুত করে। এবং প্রয়োজনে উভয় জগতে নিজেদের উপকার করার জন্য পদক্ষেপ নিন। যে কেউ নিয়মিত এই আত্ম-মূল্যায়ন করে তারা দেখতে পাবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে থাকবে, যার ফলে তারা উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্য খুঁজে পাবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যদি তারা এই আত্ম-মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়, তবে তারা অনিবার্যভাবে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে যা এই পৃথিবীতে একটি কঠিন জীবন এবং কঠোর জবাবদিহিতা এবং একটি মহান দিনে একটি সম্ভাব্য কঠিন শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

এবং তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 24:

"বলুন, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়স্বজন, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, বাণিজ্য যার মধ্যে তোমরা পতনের আশংকা কর এবং যে বাসস্থানে তোমরা সন্তুষ্ট হও, তা তোমাদের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের চেয়ে অধিক প্রিয় হয়। তাঁর পথে সংগ্রাম করুন, তারপর অপেক্ষা করুন যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করেন।"

ঈমান মজবুত করা - 65

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি করোনাভাইরাস এবং এর থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ রাখতে জনসাধারণের যে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত সে সম্পর্কে রিপোর্ট করা হয়েছে। এটা আশ্চর্যজনক যে এই পদক্ষেপগুলি যেগুলি অ-ইসলামী জাতিগুলি এখন বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে তা 1400 বছর আগে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, লোকেদের সারা দিন নিয়মিত তাদের হাত ধোয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যেখানে, ইসলাম একজন মুসলমানকে তাদের হাত, বাহু, মুখ এবং পা ধোয়ার পরামর্শ দেয়, দিনে পাঁচবার যা বাধ্যতামূলক নামায পড়তে হয়। প্রকৃতপক্ষে, ইমাম মালিকের, মুওয়াত্তা, বই 2, হাদিস নম্বর 37-এ পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন সত্যিকারের মুমিন সারাদিন ওযুর অবস্থা বজায় রাখে। অর্থ, তারা শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য শরীরের এই অংশগুলিকে ধৌত করে না বরং সারাদিন অজু করার জন্য প্রতিবার টয়লেট ব্যবহার করার সময় তা করে। এছাড়াও, মুসলমানদের খাবারের আগে এবং পরে তাদের হাত ধোয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুনানে আন নাসায়ী, 258 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের ঘুমানোর আগে এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তাদের হাত ধোয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুনানে ইবনে মাজা, 3297 এবং 394 নম্বরে পাওয়া হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, মানুষকে ভাল স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং ইসলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে বিশ্বাসের অর্ধেক বলে ঘোষণা করেছে সহীহ মুসলিম, 223 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়।

উপরন্তু, জনগণকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে জনসমক্ষে বের হওয়া এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যা ইসলাম অনেক আগে থেকেই পরামর্শ দিয়েছে, কারণ এটি প্রায়শই নিরর্থক এবং পাপ কাজের দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 2406 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি নাজাতের একটি উপাদান।

মানুষকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে অন্যদের সাথে মেলামেশা না করার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। সুনানে ইবনে মাজা, 3971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ভালো কথা বলা বা চুপ থাকা উচিত ঘোষণা করে ইসলাম এই শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা অন্যদের সাথে সামাজিকতা সীমিত করার ইঙ্গিত দেয়।

পরিশেষে, এটি জোর দেওয়া হয়েছে যে এই অসুবিধার মধ্য দিয়ে মানুষের একে অপরকে সমর্থন করা উচিত, যেমন খাদ্য সরবরাহ, কিন্তু ইসলাম এক সহস্রাব্দেরও বেশি সময় ধরে এর গুরুত্ব শিক্ষা দিয়ে আসছে। উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে, মহান আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন যে অন্যদের সমর্থন করে।

উপসংহারে বলা যায়, বিশ্বের কাছে ইসলামের আসল চেহারা দেখানোর জন্য মুসলমানদের উচিত এই শিক্ষাগুলো বাস্তবায়ন করা।

ঈমান মজবুত করা - 66

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি কিছু অপরাধীর আচরণ এবং মনোভাব সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে যারা অপরাধের জীবন বেছে নিয়েছে, কারণ তারা সহজে এবং সহজ উপায়ে সম্পদ পেতে চায়।

পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই এই ধরনের দ্রুত ফিক্স মানসিকতা এড়ানো মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যক্রমে, কিছু মুসলিম এই মনোভাব গ্রহণ করেছে। যখনই তারা সমস্যার সম্মুখীন হয়, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসরণ না করে, মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর ধৈর্যশীল ও অটল থেকে, তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করে বিরত থাকে। তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে, তারা পরিবর্তে একটি দ্রুত সমাধানের জন্য অনুসন্ধান করে, একটি সংক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক অনুশীলন যা তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা তাঁর সাহাবীগণের মনোভাব এমন ছিল না, যদিও তারা আরও কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। মহান আল্লাহ এক মুহুর্তে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিজয় দান করতে পারতেন এবং ইসলাম প্রচার করতে পারতেন, তবুও মহান আল্লাহর আনুগত্যে দুই দশকের বেশি সময় লেগেছে তা অর্জন করতে। একজন মুসলমানের সহজভাবে বোঝা উচিত যে, তারা যদি পরিশ্রম ছাড়াই বৈধভাবে পার্থিব জিনিস পেতে না পারে তবে কীভাবে তারা চেষ্টা ছাড়াই ধর্মীয় আশীর্বাদ লাভ করবে? মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে মহান আধ্যাত্মিক ব্যায়াম হল মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান নেই, কারণ মহাবিশ্ব এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে

জিনিসগুলি পাওয়ার জন্য একজনকে অবশ্যই প্রচেষ্টা করতে হবে। কোনো মুসলমান যদি কষ্টগুলো কাটিয়ে উঠতে চায় এবং আশীর্বাদ লাভ করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যের ওপর অবিচল থাকতে হবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

ঈমান মজবুত করা - 67

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটা নতুন জিনিস এবং অভিজ্ঞতা আবিষ্কার রিপোর্ট. কিছু মুসলিম এমন একটি মানসিকতা গ্রহণ করেছে যাতে তারা সর্বদা ইসলামের প্রতি বিভিন্ন বিষয় এবং শিক্ষা আবিষ্কার করার চেষ্টা করে। তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে বক্তৃতা এবং জ্ঞানের সন্ধান করে যা অনুমিতভাবে নতুন এবং তারা ইতিমধ্যে যা অভিজ্ঞতা করেছে তার থেকে আলাদা। যদিও, এটি একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য নয়, এটি একটি মনোভাব যা বিপথগামী হতে পারে। এটি ঘটতে পারে যখন কেউ ইতিমধ্যে শুনেছে এবং অধ্যয়ন করা জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়, তবুও নতুন ইসলামিক তথ্য এবং জ্ঞানের অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করে। সহজ কথায়, একজন মুসলিম যদি তারা আগে থেকে যা জানে তা বুঝতে এবং তার উপর আমল করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে নতুন জিনিস শিখলে তাদের উপকার হবে কিভাবে? কেউ ইতিমধ্যে যা শুনেছে এবং অধ্যয়ন করেছে তার উপর কাজ করা, এই কারণেই পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসগুলি প্রায়শই তথ্যের মূল অংশগুলি পুনরাবৃত্তি করে। উদাহরণ স্বরূপ, মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে তাদের নামাজ কায়েম করার জন্য শুধুমাত্র একবার আদেশ দিতে চেয়েছিলেন, তবুও তিনি পবিত্র কোরআনে বহুবার তা করেছেন। যেভাবে একজন শিক্ষার্থী ইতিমধ্যে অধ্যয়ন করা জ্ঞানের উপর আমল না করে পরবর্তী স্তর বা শিক্ষাবর্ষে অগ্রসর হতে পারে না, তেমনি একজন মুসলিমও মহান আল্লাহর নৈকট্যের দিকে অগ্রসর হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা ইতিমধ্যেই যে জ্ঞান অর্জন করেছে তার উপর আমল না করে। , এমনকি যদি তারা অনুসন্ধান করে এবং নতুন জিনিস শোনে। কেউ কেউ মূর্খতার সাথে বিশ্বাসের মূল নীতিগুলি যেমন, মিথ্যা বলা এবং গীবত করা থেকে বিরত থাকা ছাড়াই তাকওয়ার উচ্চ স্তরের সাথে যুক্ত জ্ঞানের সন্ধান করে।

আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদগুলি দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। কিংবা এই ভিন্ন জ্ঞান এমন কিছুর সাথে যুক্ত নয় যা বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের জিজ্ঞাসা করবেন। এই কারণেই মুসলমানদের জন্য পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মধ্যে প্রাপ্ত জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার দিকে মনোনিবেশ করা অত্যাবশ্যক, কারণ এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করবে, এবং এই জ্ঞানটি এমন জিনিসগুলির সাথে যুক্ত যা বিচার দিবসে প্রশ্ন করা হবে, যেমন মানুষের অধিকার পূরণ করা।

পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে একজনের কাছে ইতিমধ্যেই থাকা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংশোধন করা উপকারী এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, কারণ এই ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করার সম্ভাবনা বেশি যে শুধুমাত্র নতুন জ্ঞান অন্বেষণ করে। প্রকৃতপক্ষে, এই মনোভাব বিশ্বাসীদের উপকার করে। অতএব, কেউ যদি ইতিমধ্যেই জানেন এমন জিনিসগুলি সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দ্বারা উপকৃত না হয়, তবে তাদের অবশ্যই তাদের বিশ্বাসের পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 55:

"এবং স্মরণ করিয়ে দিন, কারণ, অনুস্মারক মুমিনদের উপকার করে।"

ঈমান মজবুত করা - 68

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি মধ্যপ্রাচ্যে যে সমস্যাগুলি ঘটছে এবং অগণিত মানুষ কীভাবে ভুগছে সে সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। একজন মুসলমানের জন্য তাদের প্রাত্যহিক জীবনে সতর্ক থাকা এবং তাদের নিজেদের পার্থিব বিষয়ে খুব বেশি আত্মনিমগ্ন হওয়া থেকে বিরত থাকা জরুরী যাতে তারা তাদের চারপাশে ঘটছে এবং ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলির প্রতি উদাসীন হয়ে যায়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণের অধিকারী, কারণ এটি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার একটি দুর্দান্ত উপায় যা ফলস্বরূপ একজনকে সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য থাকতে সাহায্য করে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন মুসলিম একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখেন, তখন তাদের কেবলমাত্র তাদের কাছে যে কোনও উপায়ে সাহায্য করা উচিত নয়, এমনকি যদি এটি তাদের পক্ষে একটি প্রার্থনাই হয়, তবে তাদের নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতিও চিন্তা করা উচিত এবং বোঝা উচিত যে তারাও শেষ পর্যন্ত অসুস্থতা, বার্ধক্য বা এমনকি মৃত্যুর কারণে তাদের সুস্বাস্থ্য হারান। এটি তাদের তাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞ হতে অনুপ্রাণিত করবে এবং তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করে তাদের কর্মের মাধ্যমে তা দেখাবে যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি।

যখন তারা একজন ধনী ব্যক্তির মৃত্যু দেখেন, তখন তাদের কেবল মৃত ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের জন্য দুঃখ বোধ করা উচিত নয় বরং তারা বুঝতে পারে যে একদিন, যা তাদের অজানা, তারাও মারা যাবে। তাদের বোঝা উচিত যে, ধনী

ব্যক্তিকে যেমন তাদের সম্পদ, খ্যাতি এবং পরিবার-পরিজন দিয়ে তাদের কবরে পরিত্যাগ করা হয়েছিল, তেমনি তারাও তাদের কবরের মুখোমুখি হতে হবে কেবল তাদের সঙ্গের জন্য। এটি তাদের কবর ও পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করবে।

এই মনোভাব একজন পর্যবেক্ষণ করে এমন সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং করা উচিত। একজন মুসলমানের উচিত তাদের চারপাশের সবকিছু থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যা পবিত্র কুরআনে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 191:

"...এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করুন, [বলুন], "হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি এটিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি; আপনি [এমন কিছুর উপরে] মহিমান্বিত, তারপর আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।""

যারা এইভাবে আচরণ করে তারা প্রতিদিন তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে যেখানে তাদের পার্থিব জীবনে যারা খুব বেশি আত্মমগ্ন তারা গাফিল হয়ে থাকবে, যা তাদের আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের আচরণ উন্নত করতে বাধা দেবে।

ঈমান মজবুত করা - 69

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একটি মধ্যজীবন সংকটের ধারণা সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। একজন ব্যক্তি যিনি এটি অনুভব করেন প্রায়শই তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং তাদের জীবনে একটি বিশাল শূন্যতা অনুভব করে, যদিও তারা অনেক কিছুর অধিকারী হতে পারে এবং অনেক পার্থিব সাফল্য অর্জন করতে পারে। এটি প্রায়শই ঘটে কারণ এই লোকেরা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করছে না যা হল মহান আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা, যাতে তারা সঠিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে এবং উপাসনা করতে পারে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এর সাথে জড়িত। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

" আমি জ্বীন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যার সর্বশেষ মোবাইল ফোনের মালিক যার অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তবুও একটি ত্রুটির কারণে এটি তার প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, যা হল ফোন কল করা। এই অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি যতই ভাল হোক না কেন, মালিক সর্বদা এটির প্রতি শূন্যতা অনুভব করবেন, কারণ ফোনটি তার অস্তিত্বের প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণ করে না। একইভাবে, একজন ব্যক্তি তাদের জীবনে শূন্যতা অনুভব করবে যদিও তার কাছে অনেক পার্থিব জিনিস থাকে। এই অনুভূতি মুসলিম এবং অমুসলিমদের প্রভাবিত করে। এটা স্পষ্ট যে কেন অমুসলিমরা এমন

মনে করে, কারণ তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ থেকে আরও দূরে থাকতে পারেনি। তাই তারা যাই অর্জন করুক না কেন, তারা অবশেষে তাদের জীবনে এই শূন্যতা অনুভব করে। এটি সেই সমস্ত মুসলিমদের ক্ষেত্রে ঘটে যারা এমনকি তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করতে পারে কিন্তু তারা তাদের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন এবং কাজ করার চেষ্টা করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা এই শূন্যতা অনুভব করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা আরবি ভাষাও বোঝে না, তাই কেবল উপাসনা করা এই শূন্যতা পূরণ করে না। কেউ এই শূন্যতা পূরণ করবে না যতক্ষণ না তারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করে যা মহান আল্লাহকে জ্ঞান অর্জন করা, যাতে তারা তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর কাছে প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করতে পারে।

ঈমান মজবুত করা - 70

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একটি বৃহৎ স্কেল প্রকল্পের বিষয়ে রিপোর্ট করেছে এবং প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কীভাবে জিনিসগুলি চলছিল না, যেমন প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় নাটকীয়ভাবে বাড়ছে।

মুসলমানদের বোঝা উচিত যে দীর্ঘমেয়াদী পার্থিব পরিকল্পনা করা সবচেয়ে বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নয়, কারণ এই জিনিসগুলি খুব কমই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে। এই সত্যকে চিনতে একজনকে কেবল তাদের নিজের জীবন এবং তাদের নিজস্ব দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রতিফলন করতে হবে। স্বল্পমেয়াদী ভিত্তিতে পরিকল্পনা করা সর্বদাই উত্তম, কারণ এটি আরও অর্জনযোগ্য এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ না হলে এই ধরনের মানসিক বা আর্থিক অসুবিধার কারণ হয় না। অন্যদিকে, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় ব্যর্থতা আরও গুরুতর মানসিক এবং আর্থিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে।

উপরন্তু, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সর্বদা একজনের মনকে এই বস্তুগত জগতের দিকে মনোনিবেশ করতে বাধ্য করে, যা তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিক্ষিপ্ত করে, যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস। এই মনোভাব শুধুমাত্র উভয় জগতেই অসুবিধার দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু যখন কেউ স্বল্পমেয়াদী পার্থিব পরিকল্পনা করে, তখন তা তাদের বৃহত্তর চিত্র থেকে বিক্ষিপ্ত করে না, মানে পরকালের জন্য প্রস্তুতি।

উপরন্তু, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা একজন ব্যক্তিকে এই বিশ্বের বৈধ দিকগুলি উপভোগ করা থেকে বিভ্রান্ত করে, যেমন একজনের সন্তানদের সাথে সময় কাটানো। তারা এই জিনিসগুলি উপভোগ করতে বিলম্ব করে কারণ তারা তাদের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের দিকে খুব ব্যস্ত। এটি তাদের সম্পর্ককে ব্যাহত করতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, যেমন বিবাহবিচ্ছেদ।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা যত ইচ্ছা পরিকল্পনা করতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ যা পরিকল্পনা করেছেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা ঘটবে। সুতরাং এটি যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা এবং এর পরিবর্তে এই দুনিয়ায় নিজের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করা এবং আখেরাতের যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করা ভাল। সহীহ বুখারী, ৬৪১৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া এক হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি মুসলমানদেরকে এই জড় জগতে একজন অপরিচিত বা ভ্রমণকারী হিসেবে বসবাস করার পরামর্শ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ এই আচরণে আশীর্বাদ করবেন যাতে মুসলিম উভয় জগতে শান্তি ও সুখ পায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

ঈমান মজবুত করা - 71

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একজন সেলিব্রিটির জীবন সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে যিনি মারা গেছেন। এটি তাদের উত্তরাধিকার এবং তাদের জীবনে অর্জন করা বিভিন্ন জিনিস উল্লেখ করেছে। যদিও, তারা অনেক পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছিল তাদের জীবনে এখনও এমন কিছু ছিল যা তাদের সফল উত্তরাধিকারকে কলঙ্কিত করেছিল, যেমন অপরাধ এবং অভিযোগ।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে তারা এমন অনেক লোককে দেখতে পাবে যারা মহান পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছে এবং কিছু ক্ষেত্রে এখনও মানবজাতিকে উপকৃত করেছে, তারা অন্তত একটি জিনিসও লক্ষ্য করবে যা তাদের অর্জনকে কলঙ্কিত করে। কিন্তু কেউ যদি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী পর্যবেক্ষণ করে, তবে তারা সফলতা এবং মানবজাতির উপকারী অগণিত জিনিস ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। যদিও এমন কিছু লোক আছে যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিথ্যা সমালোচনা করে, তার অত্যন্ত নির্ভুল ও বিশদ জীবনী থেকে এটা প্রতীয়মান হয়, যা নির্ভরযোগ্য মুসলিম ও অমুসলিম ঐতিহাসিকদের দ্বারা যাচাই করা হয়েছে যে, এই সমালোচনা মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই কারণেই মুসলমানদের অবশ্যই সমস্ত রোল মডেলকে একপাশে রেখে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ত্রুটিহীন চরিত্র অধ্যয়ন ও গ্রহণ করতে হবে, কারণ এটিই একমাত্র উপায় যা একজনের জাগতিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃত সাফল্য ও মানসিক শান্তি লাভের। এবং ধর্মীয় জীবন। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)], "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

এই পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় কোনো লক্ষ্য নেই। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে এটি অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা করে। আর মহান আল্লাহ তায়ালা তার সবটুকুই তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদতলে রেখেছেন। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং [যে] বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে।"

এটা সহজ, একজন ব্যক্তি যদি পার্থিব ও ধর্মীয় সাফল্য কামনা করে তবে তার উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা। কিন্তু যদি তারা তাকে ছাড়া অন্য পথ বেছে নেয়, তবে তারা যে কলঙ্কিত সাফল্য অর্জন করবে তা শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং এটি একটি মহান দিনে অনুশোচনা এমনকি শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

ঈমান মজবুত করা - 72

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি গত এক দশকে লন্ডনে অপরাধ বৃদ্ধির প্রতিবেদন করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, তারা এমন কিছু যারা দাবি করে যে এই পৃথিবীতে বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই এবং অন্যরা যারা মুসলিম তারা দাবি করে যে, মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের সাথে ইসলামকে সমর্থন না করেই ইসলাম প্রচার করাই যথেষ্ট, যার মধ্যে একজনকে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত। কিন্তু অপরাধের এই বৃদ্ধি ঈমানের গুরুত্ব এবং জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে তা শক্তিশালী করার প্রমাণ দেয়। এর কারণ হল অপরাধ এবং পাপ শুধুমাত্র তখনই ঘটে যখন একজন ব্যক্তি অনুভব করে যে তারা তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য কোন পরিণতির সম্মুখীন হবে না, যেমন জেল, অথবা তারা কোনভাবে তাদের থেকে পালিয়ে যাবে, উদাহরণস্বরূপ, দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, তারা যে কাজই করুক না কেন, প্রকাশ্য বা গোপন, বড় বা ছোট, এবং যেই কৌশলের চেষ্টাই করুক না কেন, নিঃসন্দেহে এমন একটি দিন আসবে যেখানে তাদের সমস্ত কাজের জন্য জবাবদিহি করা হবে, সে সর্বদা দুবার চিন্তা করবে। অপরাধ বা পাপ করার আগে। ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে এই বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা হলে তা অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত থাকবে। মানুষ এভাবে কাজ করলে সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচার ছড়িয়ে পড়ত। অপরাধের হার হ্রাস পাবে এবং সময়গুলি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঠিক নির্দেশিত খলিফাদের সময়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিলবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। এই সত্যটিই ঈমানের গুরুত্বকে নির্দেশ করে এবং জ্ঞান অর্জন ও আমলের মাধ্যমে তা শক্তিশালী করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 90:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনদের [সাহায্য] করার নির্দেশ দেন এবং অনৈতিক কাজ, মন্দ আচরণ ও জুলুম থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, সম্ভবত তোমরা স্মরণ করিয়ে দেবে।"

এবং অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 55:

“ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে [কর্তৃত্বের] উত্তরাধিকার দান করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের দিয়েছিলেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের প্রতিস্থাপন করবেন, তাদের ভয়, নিরাপত্তার পরে, [কারণ] তারা আমার ইবাদত করে, আমার সাথে কাউকে শরীক করে না। অতঃপর যারা অবিশ্বাস করবে, তারাই অবাধ্য।”

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি কিছু লোকের বিশ্বাস এবং তাদের দাবির বিষয়ে রিপোর্ট করেছে যে তাদের বিশ্বাস এবং তাদের ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য তাদের হৃদয়ে রয়েছে এবং তাই তাদের এটি ব্যবহারিকভাবে প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। দুর্ভাগ্যবশত, এই মূর্খ মানসিকতা অনেক মুসলমানকে সংক্রামিত করেছে যারা বিশ্বাস করে যে তারা একটি বিশুদ্ধ বিশ্বস্ত হৃদয়ের অধিকারী যদিও তারা ইসলামের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, যা আল্লাহ, মহান হিসাবে সহজে সম্ভব, একজন ব্যক্তিকে এমন দায়িত্ব দেন না যা তারা করতে পারে না। পূরণ অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যখন কারো আধ্যাত্মিক হৃদয় বিশুদ্ধ হয়, তখন শরীর পবিত্র হয়, যার অর্থ তাদের কর্ম সঠিক হয়। কিন্তু যদি একজনের আধ্যাত্মিক হৃদয় কলুষিত হয়, তবে শরীর কলুষিত হয়, যার অর্থ তাদের কর্মগুলি হবে কলুষিত এবং ভুল। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে না, কার্যত তাদের কর্তব্য পালন করে সে কখনোই বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক হৃদয়ের অধিকারী হতে পারে না।

উপরন্তু, কুফরী হতে পারে ইসলামকে আক্ষরিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা বা কর্মের মাধ্যমে, যার মধ্যে আল্লাহকে অমান্য করা জড়িত, যদিও কেউ তাকে বিশ্বাস করে। এটি একটি উদাহরণ দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যদি একজন অসচেতন ব্যক্তিকে অন্য একটি সিংহের কাছ থেকে সতর্ক করা হয় এবং অসচেতন ব্যক্তি নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপ নেয়, তবে তারা এমন একজন বলে বিবেচিত হবে যিনি তাদের দেওয়া সতর্কবার্তায় বিশ্বাস করেছিলেন, কারণ তারা সতর্কতার ভিত্তিতে তাদের আচরণকে মানিয়ে নিয়েছে। অন্যদিকে, যদি অসচেতন ব্যক্তি সতর্ক করার পরে তাদের আচরণকে কার্যত পরিবর্তন না করে, তবে লোকেরা সন্দেহ করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত সতর্কবার্তায় বিশ্বাস করে না, এমনকি যদি অসচেতন ব্যক্তিটি তাদের দেওয়া সতর্কবার্তায় মৌখিকভাবে বিশ্বাসের দাবি করে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস প্রদর্শন করা, বাস্তবিকভাবে তাদের প্রমাণ ও প্রমাণ যা বিচার দিবসে জান্নাত লাভের জন্য প্রয়োজন। একটি প্রমাণ, মহান আল্লাহ একজনকে পাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এই ব্যবহারিক প্রমাণ না থাকাটা একজন ছাত্রের মতোই নির্বোধ যে তার শিক্ষকের কাছে একটি ফাঁকা পরীক্ষার কাগজ ফিরিয়ে দেয় এবং দাবি করে যে তাদের জ্ঞান তাদের মনে আছে তাই তাদের পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এটি লিখতে হবে না। নিঃসন্দেহে এই ছাত্রটি যেভাবে ব্যর্থ হবে, তেমনি একজন ব্যক্তি যে মহান আল্লাহর আনুগত্য ব্যতিরেকে তাঁর আদেশ-নিষেধ পরিপূর্ণভাবে, তাঁর নিষেধগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করে হাশরের দিনে পৌঁছবে, সেও হবে। তাদের অন্তরে ঈমান থাকলেও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটা আধুনিক বিশ্বের নেতাদের রিপোর্ট. এটা বেশ সুস্পষ্ট ছিল যে তারা তাদের অবস্থানের সুযোগ নেয়, কারণ তারা করদাতাদের সম্পদের অপব্যবহার করে তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জিনিস এবং অপ্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানে। ধার্মিক পূর্বসূরিদের দিন থেকে কীভাবে জিনিসগুলি এত পরিবর্তিত হয়েছে তা লজ্জাজনক। তখনকার দিনে যখন তারা নেতা হয়েছিলেন, তারা আসলে জনগণের সেবক হয়েছিলেন এবং জনগণের সম্পদ নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় না করে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদ জনগণের জন্য ব্যয় করতেন। অথচ আজকাল নেতা ও রাজপরিবাররা জনগণের সম্পদ ব্যয় করে এমন আচরণ করে যেন তারাই জাতির মালিক।

মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পূর্বসূরিদেরকে তাদের আদর্শ হিসেবে বেছে নেওয়া এবং তাদের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা। উদাহরণ স্বরূপ, মুসলমানদের অবশ্যই তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা সকলের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে যা একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া যায়। এর অর্থ এই নয় যে একজনের নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন করা উচিত এবং তারপরে তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাদের অবশ্যই প্রথমে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, তিনি তাদের প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতগুলিতে বর্ণিত হয়েছে এবং তার অধিকার পূরণ করতে হবে। মানুষ

ঈমান মজবুত করা - 75

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি সারা বিশ্বে মুসলিমরা যে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সে সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। যদিও পরীক্ষা এবং পরীক্ষাগুলি কালের সূচনাকাল থেকে বিশ্বাসীদের প্রভাবিত করেছে, বিশেষ করে পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে, তবুও মনে হচ্ছে আধুনিক দিনের পরীক্ষাগুলি কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্য আরও অসুবিধা এবং অপমানের দিকে নিয়ে যায়। যদিও ধার্মিক পূর্বসূরিরা যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল, তা কেবল উভয় জগতে তাদের সম্মানের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। পরীক্ষার ফলাফলে এই পার্থক্যের প্রধান কারণ হল যে, ধার্মিক পূর্বসূরিরা যখন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে আধুনিক দিনের মুসলমানদের চেয়েও বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল, যা সুনানে ইবনে মাজা, 4023 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, তারা তাদের পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিল এবং মহান আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী নিয়তের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা কঠিন। এর ফলে তারা নিরাপদে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং উভয় জগতে মহান আল্লাহর কাছ থেকে মহান সম্মান ও আশীর্বাদ লাভ করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এবং অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 55:

" তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে [কর্তৃত্বের] উত্তরাধিকার দান করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের দিয়েছিলেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের প্রতিস্থাপন করবেন, তাদের ভয়, নিরাপত্তার পরে, [কারণ] তারা আমার ইবাদত করে, আমার সাথে কাউকে শরীক করে না। অতঃপর যারা অবিশ্বাস করবে, তারাই অবাধ্য।"

অথচ এই দিন ও যুগে অনেক মুসলমান পরীক্ষার সম্মুখীন হলেও মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকে না। তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে পরীক্ষার মাধ্যমে সাফল্য ও সম্মান কেবল তাদেরই দেওয়া হয় যারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকে, অথচ অবাধ্য হওয়া কেবল অসম্মানের দিকে নিয়ে যায়। অতএব, মুসলমানদের উচিত এমন এক প্রান্তে মহান আল্লাহকে উপাসনা করা উচিত নয়, যেখানে তারা কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের সময় তাঁর প্রতি আনুগত্য করে এবং কঠিন সময়ে রাগ ও অবাধ্যতার সাথে তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এটা প্রকৃত দাসত্ব বা মহান আল্লাহর আনুগত্য নয়। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

সহজ কথায়, কোন কাজই দীর্ঘমেয়াদে মুসলমানদের সাহায্য করবে না , যদি তা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে না হয়। অবাধ্যতা কেবল একটি অসুবিধা থেকে অন্য অসুবিধা, একটি অসম্মানের দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 147:

"তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কি করবেন [অর্থাৎ লাভ] যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও এবং বিশ্বাস কর?..."

ঈমান মজবুত করা - 76

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি মারা যাওয়ার আগে বিখ্যাত ব্যক্তিদের দ্বারা উচ্চারিত শেষ কথার প্রতিবেদন করেছে। সাধারণ লোকেদের জিজ্ঞাসা করা এবং অন্যদের চূড়ান্ত কথার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া, তারা মারা যাচ্ছেন নাকি দীর্ঘ যাত্রায় চলে যাচ্ছেন। লোকেরা এই মানসিকতা গ্রহণ করেছে, কারণ তারা জানে যে কারও শেষ কথা প্রায়শই সত্য এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, মুসলমানদের উচিত পবিত্র কুরআনের চূড়ান্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করা, যা কিছু পণ্ডিতদের মতে অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, 281 আয়াত:

"আর ভয় কর সেই দিনকে যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তার প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

মুসলমানদের এই আয়াতের গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করা উচিত, কারণ এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির কাছে প্রকাশিত চূড়ান্ত শব্দ। তিনি মানবজাতিকে বিচার দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে তিনি যে কথা বলতে পারতেন তার চেয়ে তার জন্য প্রস্তুত করা। অতএব, মুসলমানদের উচিত এই মহান দিবসের বাস্তবতা বোঝা যাতে তারা এর জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে পারে। এটি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জন করা যায়, যার মধ্যে তিনি যে আশীর্বাদ দান করেছেন তা তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। . ছোট বা বড় কোনো কাজই উপেক্ষা করা হবে না বা ভুলে যাবে না। এই পৃথিবীতে তাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসের জন্য সকলকে দায়বদ্ধ করা হবে। তারা মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপনের দ্বিতীয় সুযোগ বা সুযোগ হবে না । যদি কেউ ভাল উপার্জন করে থাকে তবে তারা ভাল পাবে। যদি তারা মন্দ উপার্জন করে তবে তারা ধ্বংসের সন্ধান পেতে পারে।

অন্যান্য শেষ কথা যা বোঝার জন্য এবং আমল করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা সুনানে ইবনে মাজা, 2698 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এগুলি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ কথা। তিনি মুসলমানদের ফরজ নামাজ কায়েম করার গুরুত্ব সম্পর্কে পরামর্শ দেন। তিনি যে সমস্ত বিষয়ে উপদেশ দিতে পারতেন তার মধ্যে তিনি ফরজ নামাযের কথা উল্লেখ করতে পছন্দ করেছেন। এর মাধ্যমেই ফরজ নামায কায়েম করার গুরুত্ব অনুধাবন করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 2618 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, সালাত এমন জিনিস যা কুফরকে বিশ্বাস থেকে পৃথক করে। মুসলমানরা মহান আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে, যদিও তারা তাকে বিশ্বাস করে এবং তাকে ডাকে। কিন্তু যেহেতু তাদের অধিকাংশই তাদের ফরয সালাত কায়েম করতে ব্যর্থ হয়েছে, অর্থাৎ তাদের সকল শর্ত ও আদব-কায়দা পূরণ করতে পেরেছে, তাই তারা মহান আল্লাহর সাথে তাদের বন্ধন রক্ষা করেনি। মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে ফরজ নামাজ কায়েম করাই প্রথম বাধা যা তাদেরকে গোমরাহী থেকে রক্ষা করে। একজনকে কেবল তাদের সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার যারা তারা জানে যারা বিপথগামী হয়েছিল এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের গোমরাহের প্রথম ধাপটি ফরজ নামাজ কায়েম করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এই বাধা যখন ধ্বংস হয়ে গেল, তখন গোমরাহী ও বড় গুনাহ করা সহজ হয়ে গেল। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

তাই, মুসলমানদের উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ বাণীর উপর আমল করা, সঠিকভাবে তাদের ফরয নামায কায়েম করা এবং তাদের সন্তানদের মতো তাদের আশ্রিত ব্যক্তিদেরও তা করতে উৎসাহিত করা। এটি তাদের উপর ওয়াজিব হওয়ার আগে তাদের উত্সাহিত করা ভাল যাতে তারা এই বয়সে পৌঁছানোর সাথে সাথে এতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এটি সুনানে আবু দাউদের 495 নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এই দায়িত্বে ব্যর্থ হওয়ার সময় মুসলমানদের খোঁড়া অজুহাত তৈরি করা উচিত নয়, কারণ মহান আল্লাহ কাউকে এমন দায়িত্বের বোঝা দেন না যা তারা পূরণ করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

ঈমান মজবুত করা - 77

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এতে যুবকদের অপরাধের সাথে জড়িত হওয়ার সংখ্যা মারাত্মক বৃদ্ধির কথা জানানো হয়েছে। মুসলমানদের অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বুঝতে হবে যা যুবকদের এই ফলাফলে পৌঁছাতে বাধা দিতে পারে। যদিও, মুসলমানদের উপর অনেক ফরজ কর্তব্য রয়েছে তবুও তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল ফরয নামায কায়েম করা। এটি এমন হয় যখন কেউ নামাজ আদায় করে তার সমস্ত শর্ত ও শিষ্টাচার, যেমন সময়মত আদায় করা। কারণ ফরজ নামায ত্যাগ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথম ধাপ যা বড় গুনাহ ও গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে এর ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

ফরজ নামাজ একটি বাধা হিসেবে কাজ করে যা একজনকে এই গোমরাহী থেকে রক্ষা করে। কিন্তু যখন এই বাধাকে ধ্বংস করে, তখন তারা বিপথগামী হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। এটিকে সতর্ক করা হয়েছে অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 36:

"আর যে পরম করুণাময়ের স্মরণ থেকে অন্ধ হয়, আমি তার জন্য একজন শয়তান নিযুক্ত করি এবং সে তার সঙ্গী।"

একজনকে কেবল তাদের চেনা লোকদের সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা বুঝতে পারবে যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তাদের গোমরাহীর প্রথম ধাপটি ছিল ফরজ নামাজ পরিত্যাগ করা।

অতএব, মুসলমানদের জন্য তাদের ফরজ নামাজ সঠিকভাবে কায়েম করা এবং তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের যেমন তাদের সন্তানদেরও তা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। বাচ্চাদের নামায পড়ার জন্য উৎসাহিত করার মাধ্যমে অভিভাবকদের অবশ্যই সক্রিয় হতে হবে, এমনকি তারা বয়সে পৌঁছানোর আগেই তাদের নামাজ পড়া বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। সুনানে আবু দাউদ, 495 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পরামর্শ দিয়েছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি বিলম্বিত করা পিতামাতা এবং সন্তান উভয়ের জন্য একটি বড় অনুশোচনা হয়ে দাঁড়াবে, যেমন একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে উৎসাহিত করে। শিশুকে তাদের ফরজ নামাজ কায়েম করা যখন তারা অভ্যস্ত না হয় তখন তা অত্যন্ত কঠিন। পিতামাতাদের মনে রাখা উচিত যে তারা বিচার দিবসে তাদের সন্তানদের সঠিকভাবে পরিচালনা করতে ব্যর্থতার জন্য জবাব দেবে, কারণ এটি তাদের উপর একটি কর্তব্য ছিল। এটি সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অধ্যায় 66 আত তাহরীম, আয়াত 6:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর..."

ফরয নামায গোমরাহী থেকে বাধা হিসেবে কাজ করার একটি প্রধান কারণ হল, এটি প্রতিনিয়ত এবং নিয়মিতভাবে একজন মুসলমানকে বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নামাজে মহান আল্লাহর সামনে যেভাবে দাঁড়াবে, কিয়ামতের দিন তারাও ঠিক একইভাবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। যে ব্যক্তি সারাদিন মহান আল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাদের অনিবার্য বাস্তবতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তত বেশি তারা এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকবে যা তাকে অসন্তুষ্ট করে।

ঈমান মজবুত করা - 78

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি অত্যাচারী নেতাদের উত্থান এবং পতনের প্রতিবেদন করেছে। এটা শেখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তির যতই শারীরিক বা সামাজিক শক্তি থাকুক না কেন, একটি দিন অবশ্যই আসবে যখন তারা তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি তাদের জীবনের সময় ঘটে, যেখানে একজন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ তাকে জেলের মতো সমস্যার দিকে নিয়ে যায় এবং অবশেষে তারা পরকালেও তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হবে । এটা সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য, শুধু নেতা নয়।

তাই একজন মুসলমানের কখনোই অন্যদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা উচিত নয়, যেমন তাদের আত্মীয়দের। ইতিহাসের অত্যাচারী নেতাদের কাছ থেকে তাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যারা তাদের চেয়ে শক্তিতে অনেক বেশি ছিল তবুও একটি দিন অবশ্যই আসবে যখন তাদের শক্তি তাদের কোন উপকারে আসেনি এবং তারা তাদের খারাপ কাজের ফল ভোগ করেছিল। সামাজিক প্রভাব এবং শক্তি হল চঞ্চল জিনিস, কারণ এগুলি দ্রুত ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে চলে যায়, দীর্ঘকাল কারও সাথে থাকে না। অতএব, এমন শক্তির অধিকারী একজন মুসলিমের উচিত নিজের এবং অন্যদের উপকার করার মাধ্যমে এটিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি হয়। কিন্তু যদি তারা তাদের কর্তৃত্ব ও প্রভাবের অপব্যবহার করে, তবে তারা শেষ পর্যন্ত তা করবে একটি শাস্তি সম্মুখীন যা থেকে কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবে না।

উপরন্তু, এটা গুরুত্বপূর্ণ কারও কর্তৃত্বের অপব্যবহার না করা কারণ এটি তাদের বিচারের দিনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারে। প্রতিটি অত্যাচারীকে তাদের সৎ কাজ তাদের শিকারকে দিতে হবে এবং প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ গ্রহণ করতে হবে, যতক্ষণ না ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে অনেক অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে । এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলিমকে কখনই তাদের কাজের জন্য নিজেদেরকে জবাবদিহি করতে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। যারা করবে, তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এবং অন্যদের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু যারা নিজেরা বিচার করবে না তারা আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখবে এবং অন্যদের ক্ষতি করতে থাকবে। না জেনে যে প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরই ক্ষতি করছে। কিন্তু যখন তারা এই বাস্তবতা উপলব্ধি করবে, তখন তাদের শাস্তি থেকে বাঁচতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

ঈমান মজবুত করা - 79

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি ফিলিস্তিনের মতো সারা বিশ্বের মুসলমানদের চরম দুর্ভোগের বিষয়ে রিপোর্ট করেছে। যদিও, তেলের মতো বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদের বেশির ভাগই মুসলিমদের হাতে, তবুও জাতি হিসেবে মুসলিমদের সমাজ ও অন্যান্য জাতির উপর খুব কম প্রভাব রয়েছে। মুসলিমরা প্রায়ই এই সামাজিক দুর্বলতার জন্য অন্যদের দায়ী করে, যেমন পশ্চিমের দেশগুলো। তারা এই ব্যাপক সামাজিক দুর্বলতা ও প্রভাবের কারণ হিসেবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের অপপ্রচারকে দায়ী করে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেকেই বোঝেন না যে এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবীদের অভ্যাস ছিল না। তারা সংখ্যায় অল্প হলেও সমগ্র জাতিকে পরাস্ত করেছিল। এর কারণ হল অন্যের দিকে আঙুল তোলার পরিবর্তে তারা আয়নায় তাকিয়ে তাদের নিজস্ব চরিত্রের মূল্যায়ন করেছে এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে আরও ভালভাবে পরিবর্তন করেছে। মহান আল্লাহর প্রতি এই আন্তরিক আনুগত্যই তাদের শক্তির দিকে পরিচালিত করেছিল, যদিও তারা সংখ্যায় কম ছিল। অথচ, আজ অনেক মুসলমান অন্যের দিকে আঙুল তোলায় এতটাই ব্যস্ত যে তারা তাদের নিজেদের ত্রুটি এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার প্রতি চিন্তা করে না। এর ফলে তারা নিজেদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ওঠে, যা কিছু পণ্ডিতদের মতে, সমস্ত খারাপ বৈশিষ্ট্যের মূল। এর কারণ এই যে, যে নিজের উপর সন্তুষ্ট সে নিজের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধানের চেষ্টা করবে না এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সংশোধন করবে না। এটি সর্বদা খারাপ বৈশিষ্ট্য এবং মহান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করবে, যা তিনি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করার সাথে জড়িত। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে ইবনে মাজাহ , 4019 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যখন মুসলমানরা মহান আল্লাহর আনুগত্যের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তখন তাদের শত্রুদের উপর ক্ষমতা দেওয়া হবে। তারা এবং তারা অবাধে মুসলমানদের

জিনিসপত্র নিয়ে যাবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এমনকি সুনানে আবু দাউদ 4297 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, এমন সময় আসবে যখন মুসলিমরা সংখ্যায় অনেক বেশি হবে কিন্তু দুনিয়ার চোখে তাদের কোনো মূল্য থাকবে না। এটি বস্তুগত জগতের প্রতি তাদের ভালবাসা এবং মৃত্যুর প্রতি তাদের অপছন্দের কারণে। বস্তুজগতের প্রতি ভালোবাসা সর্বদাই মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করা থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য করবে, যার মধ্যে রয়েছে সেই আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। এর ফলে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা হবে এবং এভাবে মুসলিম জাতির প্রভাব তুচ্ছ হয়ে যাবে, যা তাদের জন্য কঠিন ও সংকীর্ণ জীবন যাপন করবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ কঠিন]..."

মুসলমানদের উচিত অন্যকে দোষারোপ করা বন্ধ করে বরং নিজেদের চরিত্র নিয়ে চিন্তা করা এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সংশোধন করা। এটি তাদের পরকালের জন্য প্রচেষ্টা এবং ভালবাসার কারণ হবে। মহান আল্লাহ তখন সমাজের বাকি অংশের হৃদয়ে তাদের ভীতি ও শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলবেন, যেমনটি তিনি সাহাবাদের জন্য করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। এটি ইসলামী জাতিকে আবারও সমাজের মধ্যে শক্তি ও প্রভাব অর্জন করতে এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর জীবনযাপন করার অনুমতি দেবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 139:

"সুতরাং দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ হবে যদি তুমি [সত্যিকার] বিশ্বাসী হও।"

ঈমান মজবুত করা - ৪০

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি গণমাধ্যমে, বিশেষ করে বিনোদন শিল্পে মুসলমানদের চিত্রায়নের বিষয়ে প্রতিবেদন করেছে। এক মুহূর্ত চিন্তা করলে তারা বুঝতে পারবে যে মিডিয়াতে, যেমন সিনেমা শিল্পে, মুসলমানদের প্রায়শই দুইভাবে প্রতিনিধিত্ব করা হয়। তাদের হয় চরম মানসিকতা দেখানো হয়েছে যাতে তারা নিরপরাধ মানুষের ক্ষতি করার জন্য ইসলামের শিক্ষার অপব্যাখ্যা করে। অথবা তাদের কেয়ার-ফ্রি মানুষ হিসেবে দেখানো হয়েছে যারা শুধুমাত্র নামেই মুসলিম, অথচ তাদের কর্মকাণ্ড স্পষ্টতই ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। উদাহরণস্বরূপ, তাদের প্রায়শই অ্যালকোহল পানকারী এবং ক্লাববার হিসাবে দেখানো হয়। মুসলমানদেরকে সঠিকভাবে চিত্রিত করা খুব বিরল, যেমন একজন ভারসাম্যপূর্ণ ন্যায়-নির্দেশিত মুসলিম যারা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে এবং তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস না করে বস্তুগত জগতে অংশ নেয়। মুসলিমদের এই ভুল চিত্রণটি মুসলিমদেরকে এই বিশ্বাসে বোকা বানানো উচিত নয় যে, ইসলামি জাতির বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই দুটি চরম শ্রেণীতে ফিট করে। প্রকৃতপক্ষে, বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠরা ভারসাম্যপূর্ণ মুসলিম এবং যারা চরম মানসিকতার অধিকারী তারাই সংখ্যালঘু। একজন মুসলিম যে এটি পালন করে তাই তাদের বিনয় ত্যাগ করা উচিত নয় এবং তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করা উচিত নয় যে অন্য সবাই একই কাজ করছে, তাই তাদের জন্যও এটি গ্রহণযোগ্য। দুর্ভাগ্যবশত, এই ভুল বিশ্বাস ইতিমধ্যেই অনেক মুসলিমকে সংক্রামিত করেছে যারা এই দুর্বল অজুহাত ব্যবহার করে গীবতের মতো বড় পাপে অংশ নেয়। এটি একটি অত্যন্ত অপরিপক্ক মনোভাব যা পার্থিব আদালতে নিজের কাজকে জায়েজ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বিচার দিবসে এই অজুহাত মহান আল্লাহর দরবারে কীভাবে টিকবে?

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করে। তাকে, এবং বিনোদন শিল্প তাদের যা দেখায় তার আচরণ অনুসরণ করবেন না। যদি কোন মুসলমান বিপথগামীতা বেছে নেয়, তবে তাদের নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে, অন্য সবাইকে বিপথগামী বলে দাবি করা তাদেরকে মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে না। আর যদি তারা সঠিক পথের উপর অটল থাকে, তাহলে অন্যের গোমরাহী তাদের ইহকাল বা পরকালে ক্ষতি করতে পারবে না। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 105:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদেরই দায়িত্ব তোমাদের উপর। যারা পথভ্রষ্ট তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না যখন তুমি হেদায়েত পাবে..."

ঈমান মজবুত করা - 81

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বহু হাদিস রয়েছে, যা মানবজাতিকে উপদেশ দেয় যে, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, মহান আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহর বান্দা ও শেষ রসূল, জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবেন। এরকম একটি উদাহরণ সহীহ বুখারী, 128 নম্বরে পাওয়া যায়।

এই হাদিসগুলোর তাৎপর্য হলো, যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাস রেখে মৃত্যুবরণ করবে সে হয় জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবে অথবা তারা তাদের পাপের পরিমাণ জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটি সহীহ বুখারী, 7510 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, যারা জাহান্নামে প্রবেশ না করেই জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়, তাদের ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাস শুধুমাত্র মৌখিকভাবে ঘোষণা করতে হবে না বরং এর শর্ত ও বাধ্যবাধকতাও তাদের পালন করতে হবে। ঈমানের সাক্ষ্য নিঃসন্দেহে জান্নাতের চাবি কিন্তু একটি নির্দিষ্ট দরজা খোলার জন্য একটি চাবির দাঁত প্রয়োজন। জান্নাতের চাবিকাঠির দাঁত হল এর দায়িত্ব ও কর্তব্য। এগুলো ছাড়া মানে, দাঁত ছাড়া চাবি জান্নাতের দরজা খুলবে না। এটা অনেক হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত যা নির্দেশ করে যে জান্নাতে প্রবেশের জন্য একজনকে ইসলামের শর্ত ও কর্তব্য পালন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস,

1397 নম্বর, ইঙ্গিত করে যে সাক্ষ্যকে অবশ্যই ইসলামের স্তম্ভগুলির আকারে কর্ম দ্বারা সমর্থিত হতে হবে, যেমন ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠা করা।

সাক্ষ্যের প্রথম অংশটি হল, মহান আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, এর অর্থ হল, মহান আল্লাহই একমাত্র যিনি মান্য করতে হবে এবং কখনই অবাধ্য হবে না। যখন কেউ মহান আল্লাহকে তাদের ঈশ্বর হিসাবে গ্রহণ করে, তখন তাদের এমন কিছু মান্য করা উচিত নয় যা তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায় কারণ মহান আল্লাহই তাদের মালিক এবং তারা কেবল তাঁর দাস। কিন্তু যে মুহূর্তে কেউ এমন কিছু মান্য করে যা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, তখন তারা তাঁর একত্বের উপর তাদের বিশ্বাসকে কলুষিত করেছে যা আল জাথিয়াহ, 23 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে তার উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে..."

পবিত্র কুরআন মুসলমানদের সতর্ক করেছে যে যে ব্যক্তি পাপ করে সে প্রকৃতপক্ষে শয়তানের উপাসনা করে যেমন তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের চেয়ে তার আনুগত্য করেছে। অধ্যায় 36 ইয়াসিন, আয়াত 60:

"হে আদম সন্তান, আমি কি তোমাদেরকে শয়তানের ইবাদত না করার নির্দেশ দেইনি - [কারণ] সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

যে মুসলিমরা তাদের আকাঙ্ক্ষা, অন্যের ইচ্ছা এবং শয়তানের আদেশ প্রত্যাখ্যান করে এবং পরিবর্তে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে মান্য করে, তারা সত্যই মহান আল্লাহকে তাদের ঈশ্বর হিসাবে গ্রহণ করেছে। এই মুসলমানদের উভয় জগতে মহান আল্লাহ তায়ালার নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে । এই মুসলিমরা কার্যত ইসলামের সাক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে কারণ তারা তাদের মৌখিক এবং অভ্যন্তরীণ দাবিকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে আন্তরিক পদক্ষেপের সাথে সমর্থন করেছে। যখন কেউ তার রেওয়ায়েত অনুযায়ী কাজ করে তখন তারা সাক্ষ্যের দ্বিতীয় দিকটি পূরণ করে, যথা, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর বান্দা ও চূড়ান্ত রাসূল। এই মুসলিমদেরই উল্লেখ করা হয়েছে সহীহ বুখারি, 128 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। এটি পরামর্শ দেয় যে তারা মহান আল্লাহ কর্তৃক জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে।

যে ব্যক্তি জিহ্বা দিয়ে ইসলাম ঘোষণা করে এবং অভ্যন্তরীণভাবে তা গ্রহণ করে সে নিঃসন্দেহে একজন মুসলিম কিন্তু মহান আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি তাদের সত্যিকারের আন্তরিক বিশ্বাস তাদের গুনাহ অনুসারে হ্রাস পায়।

সাক্ষ্যের উপর সত্যিকারের আমল করার একটি দিক হল মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে ভালবাসা। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করেছেন। এটি পরামর্শ দেয় যে এটি একজন ব্যক্তির ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি তখনই হয় যখন একজন মহান আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, তিনি যা ঘৃণা করেন তা পছন্দ করেন এবং ঘৃণা করেন। যেহেতু এটি ছিল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য, সুনানে ইবনে মাজাহ, 2333

নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মুসলমানদেরকে তাকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

ইসলামি শিক্ষা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, মহান আল্লাহ যা পছন্দ করেন তাকে ঘৃণা করা এবং অপছন্দ করা একজন ব্যক্তির নিজের ইচ্ছার অনুসরণ এবং মহান আল্লাহর উপর তাদের আনুগত্য করার একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত। এই মনোভাব মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসকে কমিয়ে দেয়। নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে এই মানসিকতা গ্রহণ করা ইসলামের সাক্ষ্যের সত্য বিশ্বাস থেকে বিচ্যুতি। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 24:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমরা যে সম্পদ অর্জন করেছ, বাণিজ্য যাতে তোমরা পতনের আশঙ্কা কর, এবং যে বাসস্থানে তোমরা সন্তুষ্ট, তা তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয়। আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করুন, অতঃপর অপেক্ষা করুন যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর আদেশ পালন করেন এবং আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুযায়ী মহান আল্লাহকে উপাসনা করে, সে প্রান্তে তাঁর ইবাদত করে। অর্থ, যখন তারা স্বাচ্ছন্দ্যের মুখোমুখি হয় তখন তারা খুশি হয় কিন্তু যখন তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তারা ক্রোধে তাঁর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

সহিহ বুখারিতে পাওয়া একটি হাদিস, 6502 নম্বর, মুসলমানদেরকে কীভাবে সঠিকভাবে বিশ্বাস করতে হবে এবং ঈমানের সাক্ষ্যের উপর কাজ করতে হবে, যা পরবর্তী পৃথিবীতে জাহান্নামের আগুন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করে। এটি হল প্রথমে তাদের সমস্ত শর্ত এবং শিষ্টাচারগুলি পূরণ করার সাথে সাথে সঠিকভাবে বাধ্যতামূলক দায়িত্বগুলি সম্পন্ন করা। অতঃপর স্বেচ্ছাকৃত সৎকাজ সম্পাদনের মাধ্যমে একজনকে অবশ্যই এর সাথে যোগ করতে হবে, যার মধ্যে সর্বোত্তম হল নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য। এটি মহান আল্লাহর প্রতি ভালবাসার দিকে পরিচালিত করে এবং মহান আল্লাহকে তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে ক্ষমতায়িত করে যাতে তারা কেবল তাঁরই আনুগত্য করে। এই সত্য ও আন্তরিক আনুগত্যই ঈমানের সাক্ষ্যের পরিপূর্ণতা। এটি সেই সুস্থ হৃদয় যার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর ভালবাসা এবং পার্থিব কামনা-বাসনা ও জড় জগতের ভালবাসা মুক্ত। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

“যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমান পাপ করা থেকে মুক্ত হয়ে যায় তবে এর অর্থ হল তারা তাদের থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় যখন তারা খুব কমই পাপ করে।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য ইসলামের সাক্ষ্য শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ ও মৌখিকভাবে ঘোষণা করা অত্যাবশ্যক নয় বরং তাদের অবশ্যই তাদের কর্মে তা দেখাতে হবে কারণ এটিই এই পৃথিবীতে প্রকৃত সফলতা অর্জনের এবং পরের পৃথিবীতে শাস্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে বাঁচার উপায়। .

আর্থিক সুদ সেই পরিমাণকে বোঝায় যা একজন ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে সুদের একটি নির্দিষ্ট হারে গ্রহণ করে। পবিত্র কুরআন নাযিলের সময় অনেক ধরনের সুদের লেনদেন প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল যে বিক্রেতা একটি নিবন্ধ বিক্রি করেছিল এবং মূল্য পরিশোধের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করেছিল, এই শর্তে যে ক্রেতা যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবে কিন্তু নিবন্ধের দাম বাড়িয়ে দেবে। আরেকটি হল যে একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে একটি পরিমাণ অর্থ ধার দেন এবং শর্ত দেন যে ঋণগ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঋণের পরিমাণের বেশি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফেরত দিতে হবে। সুদের লেনদেনের তৃতীয় রূপটি ছিল যে ঋণগ্রহীতা এবং বিক্রেতা সম্মত হন যে পূর্ববর্তী একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সুদের হারে ঋণ পরিশোধ করবে এবং যদি তারা সীমার মধ্যে তা করতে ব্যর্থ হয় তবে ঋণদাতা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবে কিন্তু একই সময়ে সুদের হার বাড়বে। এখানে উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য এই ধরনের লেনদেন।

যারা এটি বিশ্বাস করে তারা বৈধ বিনিয়োগ এবং আর্থিক স্বার্থ থেকে অর্জিত লাভের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয়। এই বিভ্রান্তির ফলে কেউ কেউ যুক্তি দেন যে যদি ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত অর্থের লাভ হালাল হয় তবে ঋণ থেকে অর্জিত মুনাফা কেন হারাম বলে গণ্য হবে? তারা যুক্তি দেয় যে একজন ব্যক্তি তাদের সম্পদ বিনিয়োগ করার পরিবর্তে তারা এমন কাউকে ঋণ দেয় যে এর থেকে লাভ করে। এমন পরিস্থিতিতে কেন ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে লাভের একটি অংশ পরিশোধ করবেন না? তারা চিনতে ব্যর্থ হয় যে কোন ব্যবসায়িক উদ্যোগই ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয়। কোনো উদ্যোগই লাভের পরম গ্যারান্টি বহন করে না। অতএব, এটা ঠিক নয় যে একা অর্থদাতাকে সমস্ত পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট হারে লাভের অধিকারী হিসাবে

বিবেচনা করা উচিত এবং ক্ষতির যে কোনও সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা উচিত। এটা ন্যায়ের অংশ নয় যে যারা তাদের সম্পদ উৎসর্গ করে তাদের কোনো নির্দিষ্ট হারে লাভের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না যেখানে তাদের সম্পদ ধার দেয় তারা ক্ষতির সমস্ত ঝুঁকি থেকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট হারে লাভের নিশ্চয়তা পায়।

একটি স্বাভাবিক বৈধ লেনদেনে একজন ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রয় করা আইটেম থেকে লাভবান হন। বিক্রেতা আইটেম তৈরিতে ব্যয় করা প্রচেষ্টা এবং সময়ের জন্য ক্ষতিপূরণ পান। অন্যদিকে সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনে, সুবিধার বিনিময় ন্যায়সঙ্গতভাবে ঘটে না। সুদ গ্রহণকারী পক্ষ তাদের দেওয়া ঋণের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে এবং এইভাবে তাদের লাভ সুরক্ষিত হয়। অন্য পক্ষ ধার করা তহবিল ব্যবহার করতে পারে তবে এটি সর্বদা লাভ নাও হতে পারে। এই ধরনের ব্যক্তি যদি ধার করা তহবিল প্রয়োজনে ব্যয় করে তবে কোন লাভ হবে না। এমনকি যদি তহবিল বিনিয়োগ করা হয় তবে একজনের লাভ বা ক্ষতি উভয়েরই সুযোগ থাকে। তাই একটি সুদ-সম্পর্কিত লেনদেন একদিকে ক্ষতি এবং অন্যদিকে লাভ বা একদিকে নিশ্চিত এবং স্থির লাভ এবং অন্যদিকে অনিশ্চিত লাভের কারণ হয়। অতএব, বৈধ ব্যবসা আর্থিক সুদের সমান নয়।

উপরন্তু, সুদের বোঝা ঋণগ্রহীতাদের জন্য ঋণ পরিশোধ করা অত্যন্ত কঠিন করে তোলে। এমনকি মূল ঋণ এবং সুদ পরিশোধের জন্য তাদের অন্য উৎস থেকে ঋণ নিতে হতে পারে। সুদ যেভাবে কাজ করে তার কারণে ঋণ পরিশোধ করার পরেও তাদের বিরুদ্ধে বকেয়া পরিমাণ প্রায়ই থেকে যায়। এই আর্থিক চাপ মানুষকে নিজের এবং তাদের পরিবারের জন্য জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পেতে বাধা দিতে পারে। এই মানসিক চাপ অনেক শারীরিক ও মানসিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

পরিশেষে, এই ধরনের ব্যবস্থায় কেবল ধনীরা আরও ধনী হয় যখন দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়।

যদিও বাহ্যিকভাবে আর্থিক স্বার্থ নিয়ে কাজ করলে একজন ব্যক্তি সম্পদ লাভ করে বলে মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এটি তাদের সামগ্রিক ক্ষতির কারণ হয়। এই ক্ষতি অনেক রূপ নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এটি তাদের ভাল এবং বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন হারাতে পারে যা তারা অর্জন করতে পারত যদি তারা আর্থিক স্বার্থ নিয়ে কাজ করা থেকে বিরত থাকে। মহান আল্লাহ তাদের সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করতে পারেন যা তাদের সন্তুষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা শারীরিক অসুস্থতার সম্মুখীন হতে পারে যার কারণে তারা তাদের মূল্যবান বেআইনি সম্পদ ব্যয় করতে পারে যার ফলে তাদের আনন্দদায়ক উপায়ে এটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। সামগ্রিক ক্ষতির একটি আধ্যাত্মিক দিকও রয়েছে। তারা যত বেশি আর্থিক স্বার্থের সাথে লেনদেন করে ততই তাদের লোভ অর্থে পরিণত হয়, তাদের পার্থিব জিনিসের প্রতি লোভ কখনও তৃপ্ত হয় না যা সংজ্ঞা অনুসারে তাদের দরিদ্র করে তোলে যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী হয়। এই লোকেরা সারা দিন একটি পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য বিষয়ে যাবে এবং তৃপ্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে কারণ তারা হালাল ব্যবসা এবং সম্পদের সাথে থাকা অনুগ্রহ হারিয়েছে। এমনকি এটি তাদের আর্থিক স্বার্থ এবং অন্যান্য উপায়ে আরও বেআইনি সম্পদ অর্জনের দিকে ঠেলে দিতে পারে। আখেরাতের ক্ষতি আরো সুস্পষ্ট। হাশরের দিন তাদের খালি হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে কারণ হারামের মধ্যে নিহিত কোনো ভালো কাজ যেমন হারাম সম্পদ দিয়ে দান করা মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না। বিচার দিবসে এই ব্যক্তির কোথায় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নির্ধারণ করতে কোনও পণ্ডিত লাগে না।

বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন এবং সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। পূর্বেরটি সমাজে একটি উপকারী ভূমিকা পালন করে যেখানে পরেরটি তার পতনের দিকে নিয়ে যায়। স্বভাবগতভাবে স্বার্থ লোভ, স্বার্থপরতা, উদাসীনতা এবং অন্যের প্রতি নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়। এটি সম্পদের পূজার দিকে নিয়ে যায় এবং অন্যের সাথে সহানুভূতি ও ঐক্য বিনষ্ট করে। সুতরাং এটি অর্থনৈতিক এবং নৈতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে ধ্বংস করতে পারে।

অন্যদিকে, দাতব্য হল উদারতা এবং করুণার ফলাফল। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছার কারণে সমাজের ইতিবাচক বিকাশ ঘটবে যার ফলে সবাই উপকৃত হবে। এটা স্পষ্ট যে, যদি এমন একটি সমাজ থাকে যার ব্যক্তিরা একে অপরের সাথে তাদের লেনদেনে স্বার্থপর হয়, যেখানে ধনীদের স্বার্থ সাধারণ মানুষের স্বার্থের সরাসরি বিরোধী হয়, সেই সমাজ স্থিতিশীল ভিত্তির উপর নির্ভর করে না। এমন সমাজে ভালোবাসা ও সহানুভূতির পরিবর্তে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও তিক্ততা বাড়তে বাধ্য।

উপসংহারে বলা যায়, মানুষ যখন তাদের নিজেদের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করবে এবং তারপর তাদের উদ্‌বৃত্ত সম্পদ দিয়ে দাতব্য উপায়ে ব্যয় করবে বা পারস্পরিকভাবে বৈধ ব্যবসায়িক উদ্যোগে অংশ নেবে তখন এমন সমাজে ব্যবসা, শিল্প ও কৃষির উন্নতি হবে। সমাজের মধ্যে জীবনযাত্রার মান বাড়বে এবং সেখানে উৎপাদন অনেক বেশি হবে সেই সমাজের তুলনায় যেখানে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ আর্থিক স্বার্থ দ্বারা সংকুচিত হয়।

পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে ফরজ সদকা দান করতে ব্যর্থ হলে কঠোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সহিহ বুখারি, 1403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক সদকা দান করে না, সে একটি বড় বিষাক্ত সাপের সম্মুখীন হবে যা বিচারের দিন তাকে ক্রমাগত দংশন করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 180:

" আর যারা [লোভের বশবর্তী হয়ে] আল্লাহ তাদের অনুগ্রহে যা দিয়েছেন তা থেকে বিরত রাখে তারা যেন কখনই মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। কেয়ামতের দিন তারা যা আটকে রেখেছিল তা তাদের ঘাড়ে বেষ্টন করা হবে..."

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4019 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যখন একটি সমাজের সদস্যরা বাধ্যতামূলক দানকে আটকে রাখে, মহান আল্লাহ তায়ালা বৃষ্টি বন্ধ করে দেন এবং যদি এটি পশুদের জন্য না হয় তবে তিনি বৃষ্টিপাত করতে দিতেন না। এই বড় পাপ তাই কিছু জাতির মুখোমুখি দীর্ঘ সময়ের খরার একটি সম্ভাব্য কারণ।

বাধ্যতামূলক দান না করা চরম লোভের লক্ষণ কারণ এটি একজনের সম্পদের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ, অর্থাৎ 2.5%। এটা স্পষ্ট যে কৃপণ আল্লাহ, মহান, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। জামি আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করা কেবল তাদের শাস্তি থেকে রক্ষা করে না বরং এটি তাদের জীবনে আশীর্বাদের দিকে নিয়ে যায় যা তাদের দান করা সম্পদের চেয়ে অনেক বেশি। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিমের ৬৫৯২ নং হাদিসে স্পষ্ট করে বলেছেন, দান করলে কারো সম্পদ কমে না। এর অর্থ হল, যখন কেউ দান করে, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষতিপূরণ দেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি তাদের ব্যবসার সুযোগ প্রদান করেন যার ফলে তারা দান করার চেয়ে বেশি সম্পদ অর্জন করে। এই পরিশোধের বিষয়টি পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় নিশ্চিত করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 11:

" কে এমন আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, অতঃপর তিনি তা তার জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান?"

উপরন্তু, এই হাদিসটি ইঙ্গিত করতে পারে যে প্রতিটি ব্যক্তির বিধান পূর্বে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে পরিমাণ সম্পদ তাদের জন্য ব্যয় করা হবে তা কখনই পরিবর্তিত হবে না তা নির্বিশেষে একজন ব্যক্তি যতই সম্পদ দান করুক না কেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহান আল্লাহর গজব থেকে বাঁচতে হবে, তাদের সম্পদের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ বাধ্যতামূলক সদকা আকারে দান করে এমন একটি পুরস্কারের আশায় যা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই অনেক বেশি।

ঈমান মজবুত করা - 84

মহান আল্লাহর আনুগত্যের পথে বড় বাধা হল ঈমানের দুর্বলতা। এটি একটি দোষারোপযোগ্য বৈশিষ্ট্য যা অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের জন্ম দেয়, যেমন নিজের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া, অন্যকে ভয় করা, মানুষের আনুগত্যকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপরে রাখা, এর জন্য চেষ্টা না করে ক্ষমার আশা করা এবং অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত। বৈশিষ্ট্য ঈমানের দূর্বলতার সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা হল যে এটি একজনকে পাপ করতে দেয়, যেমন ফরজ কর্তব্যে অবহেলা করা। ঈমানের দুর্বলতার মূল কারণ ইসলামের অজ্ঞতা।

ঈমানকে মজবুত করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। সময়ের সাথে সাথে তারা অবশেষে বিশ্বাসের নিশ্চিততায় পৌঁছে যাবে যা এত শক্তিশালী যে এটি একজন ব্যক্তিকে সমস্ত পরীক্ষা এবং পরীক্ষার মধ্য দিয়ে রক্ষা করে এবং নিশ্চিত করে যে তারা তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় দায়িত্ব পালন করে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস অধ্যয়ন করলে এই জ্ঞান পাওয়া যায়। বিশেষ করে, যে শিক্ষাগুলো আনুগত্যকারীদের জন্য পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি এবং যারা মহান আল্লাহর অবাধ্য তাদের জন্য শাস্তির বিষয়ে আলোচনা করে। এটি একজন মুসলমানের হৃদয়ে শাস্তির ভয় এবং পুরস্কারের আশা তৈরি করে যা মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে টান ও ধাক্কা দেওয়ার প্রক্রিয়ার মতো কাজ করে।

স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে সৃষ্টির উপর প্রতিফলন করে কেউ তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে। সঠিকভাবে করা হলে এটি স্পষ্টভাবে আল্লাহর একত্ব, মহান এবং তাঁর অসীম ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মুসলমান রাত ও দিন নিয়ে চিন্তা করে এবং তারা কতটা নিখুঁতভাবে সুসংগত হয় এবং তাদের সাথে যুক্ত অন্যান্য জিনিসগুলি তারা সত্যই বিশ্বাস করবে যে এটি কোনও এলোমেলো জিনিস নয় যার অর্থ, একটি শক্তি রয়েছে যা নিশ্চিত করে যে সবকিছু ঘড়ির কাঁটার মতো চলছে। এটি মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতা। উপরন্তু, যদি কেউ রাত এবং দিনের নিখুঁত সময় নিয়ে চিন্তা করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে একমাত্র আল্লাহ, মহান আল্লাহ। একাধিক ঈশ্বর থাকলে প্রত্যেক ঈশ্বরই রাত ও দিন তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটতে চান। এটি সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলতার দিকে পরিচালিত করবে কারণ একজন ঈশ্বর সূর্যের উদয় হতে চাইতে পারেন যেখানে অন্য ঈশ্বর রাত্রি অব্যাহত রাখতে চান। মহাবিশ্বের মধ্যে পাওয়া নিখুঁত নিরবচ্ছিন্ন ব্যবস্থা প্রমাণ করে যে একমাত্র ঈশ্বর আছেন, নাম আল্লাহ, মহান। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 22:

"তাদের মধ্যে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত..."

আরেকটি জিনিস যা একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে তা হল সৎকর্মে অবিচল থাকা এবং সমস্ত পাপ থেকে বিরত থাকা। বিশ্বাস যেহেতু কর্ম দ্বারা সমর্থিত বিশ্বাস তাই পাপ সংঘটিত হলে এটি দুর্বল হয়ে যায় এবং যখন ভাল কাজ করা হয় তখন তা শক্তিশালী হয়। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সুনানে আন নাসাই, 5662 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন মুসলিম যখন মদ পান করে তখন সে বিশ্বাসী হয় না।

ঈমান মজবুত করা - 85

মহান আল্লাহর আনুগত্যের পথে একটি বড় বাধা হল অবৈধ সম্পদ উপার্জন ও ব্যবহার করা। এটি একটি বড় পাপ এবং সর্বদা এড়ানো উচিত। পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ এমন কোনো সৎ কাজকে কবুল করেন না যার ভিত্তি হারামের ওপর রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি অবৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং তারপর তা পবিত্র হজ্ব পালনের জন্য ব্যবহার করে সে দেখতে পাবে যে তারা তাদের সময় নষ্ট করেছে এবং পাপ ছাড়া কিছুই লাভ করেনি। এই মনোভাব মহান আল্লাহর ভয়ের অধিকারী হওয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি কেবল তাদের কাছ থেকে জিনিস গ্রহণ করেন যারা তাঁকে ভয় করে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 27:

"...অবশ্যই, আল্লাহ শুধুমাত্র ধার্মিকদের কাছ থেকে কবুল করেন [যারা তাকে ভয় করে]।"

সহিহ বুখারি, 1410 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, মহান আল্লাহ কেবলমাত্র হালাল সম্পদ গ্রহণ করেন যা তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যয় করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিম, 2346 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, এমনকি যে ব্যক্তি অবৈধ সম্পদ উপার্জন করে এবং ব্যবহার করে তার দোয়াও মহান আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করেন।

বাস্তবে, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য একজন ব্যক্তির কেবল সামান্যই প্রয়োজন। ধার্মিক পূর্বসূরিদের থেকে এটা স্পষ্ট যে, বেআইনি বা সন্দেহজনক সম্পদ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা সম্ভব একটি মধ্যপন্থী জীবনযাপনের মাধ্যমে যা অযথা বাড়াবাড়ি থেকে অনেক দূরে। এটা সুস্পষ্ট যে শুধুমাত্র তাদের অপ্রয়োজনীয় আকাঙ্ক্ষা এবং ইচ্ছার কারণে অবৈধ সম্পদের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য মহান আল্লাহর আনুগত্যের চারটি প্রধান বাধা এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ, যা এই ছোট বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম ধাপ হল একটি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে সঠিক ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা। অতঃপর একজনকে অবশ্যই তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত এবং তাদের পার্থিব দায়িত্ব মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আন্তরিকভাবে পালনের মাধ্যমে এর উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এই মনোভাব একজনকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতিবন্ধকতার চারপাশে নিয়ে যাবে এবং নিরাপদে জান্নাতের দরজায় নিয়ে যাবে।

ঈমান মজবুত করা - 86

সুনানে ইবনে মাজাহ, 2141 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, সম্পদ ততক্ষণ খারাপ নয় যতক্ষণ না যার কাছে আছে তার তাকওয়া থাকে। তিনি যোগ করেছেন যে সুস্বাস্থ্য সম্পদের চেয়ে ভাল এবং উপসংহারে পৌঁছেছেন যে প্রফুল্ল থাকা একটি আশীর্বাদ।

যে মুসলমানের মধ্যে তাকওয়া আছে তারা সর্বদা তাদের সম্পদ সঠিক পথে ব্যয় করবে অর্থাৎ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে। তাই তাদের জন্য তা উভয় জগতেই বরকত হয়ে উঠবে। এটা মনে রাখা জরুরী, সঠিক উপায়ে ব্যয় করা দাতব্যের বাইরে চলে যায় এবং এর মধ্যে সব ধরনের বৈধ দরকারী ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকে যা অতিরিক্ত, অপচয় বা অযথা অকার্যকর, যেমন নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা। সহীহ বুখারী, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

তাকওয়া অর্জিত হয় শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"...শুধুমাত্র তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

এই জ্ঞান নিশ্চিত করবে যে একজন মুসলিম বুঝতে পারে কিভাবে তাদের সম্পদ এবং তাদের অন্যান্য পার্থিব আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয়। তারা বুঝতে পারবে যে এই আশীর্বাদগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করলে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসে যেখানে তাদের অপব্যবহার করলে উভয় জগতেই চাপ ও অসুবিধা হয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যদিও এই ধরনের সম্পদ একটি মহান আশীর্বাদ কিন্তু সুস্বাস্থ্য যার দ্বারা আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি স্বাধীনভাবে তার সমস্ত বাস্তব কর্তব্য পালন করা হয়, এটি একটি বড় আশীর্বাদ। এটি সুস্পষ্ট কারণ ধনী ব্যক্তিরা সুস্থ থাকার জন্য এবং অসুস্থতা এড়াতে সুখে তাদের সম্পদ ব্যয় করে। তাই একজনের উচিত তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করা মহান আল্লাহর আনুগত্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং স্বেচ্ছাকৃত নেক কাজগুলি সম্পাদন করার মাধ্যমে, যেমন মসজিদে জামাতের সাথে তাদের ফরয নামায পড়া এবং আদায় করার মাধ্যমে। স্বেচ্ছাসেবী উপবাস, এমন একটি দিন আসার আগে যখন তারা তাদের সুস্বাস্থ্য হারায় এবং অনুশোচনায় পড়ে যায়।

পরিশেষে, মুসলমানদের জন্য প্রফুল্লতার মতো ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি কেবলমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যই নয়,

বরং বিভিন্ন অসুবিধা ও পরীক্ষার মুখোমুখি হতেও সাহায্য করে। তাদের জীবন। যে ইতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করে সে এই সময়ে আরও সহজে ধৈর্য ধরবে। পক্ষান্তরে, যারা সাধারণ নেতিবাচক ও হতাশাবাদী মানসিকতা অবলম্বন করে তারা কঠিন সময়ে আরও সহজে অধৈর্য ও মহান আল্লাহর অবাধ্য হয়ে পড়ে। ইতিবাচক মানসিকতা বজায় রাখার জন্য একজন মুসলমানের নিয়মিতভাবে তাদের দেওয়া অসংখ্য আশীর্বাদ পর্যালোচনা করা উচিত। উপরন্তু, তাদের অবশ্যই ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে, কারণ এটি তাদের বাস্তবতা বুঝতে উত্সাহিত করবে যে মহান আল্লাহ তায়ালা শুধুমাত্র মানুষের জন্য সর্বোত্তম জিনিসের সিদ্ধান্ত দেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি এই বিশ্বের অগণিত মানুষ এবং তারা নিচে যাত্রা করা অগণিত বিভিন্ন পথ নিয়ে চিন্তা করছিলাম। এটি নিজেই মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার ইঙ্গিত। যদিও, কোটি কোটি মানুষ আছে তবুও কোন দুজন মানুষ জীবনে একই পথে হাঁটে না। এই লক্ষণগুলি বোঝা একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে তবে এই অধ্যায়ে অন্য কিছু আলোচনা করা হবে।

যখনই একজন মুসলিম নিজেকে বৈধ পথে দেখতে পায় তখনই তাদের উচিত সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, যে আশীর্বাদ তিনিই দিয়েছেন ইসলামের নির্দেশিত পথে ব্যবহার করে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, একজন মুসলমানের কখনই অন্যদেরকে অবজ্ঞা করা উচিত নয় এই বিশ্বাস করে যে তাদের পথটি অন্যদের পথের চেয়ে বিশেষত যারা বৈধ পথে রয়েছে তাদের পথের চেয়েও উচ্চতর। এটি কেবল অহঙ্কারের দিকে নিয়ে যায় যা একজনকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। এটি সহীহ মুসলিম, 266 নম্বর হাদিস থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরিবর্তে, তাদের প্রথমে বুঝতে হবে যে তারা তাদের জীবনের চূড়ান্ত পরিণতি বা অন্যদের জীবন সম্পর্কে অবগত নয়। বেআইনি পথে থাকা কেউ সহজেই আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে এবং মৃত্যুর আগে রক্ষা পেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, হালাল পথে অন্যদের ক্ষেত্রে একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের জন্য সর্বোত্তম পথ দেওয়া হয়েছে যা অন্যদের সম্ভাব্য

সর্বোত্তম পথ থেকে পৃথক। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম তাদের বেশিরভাগ সময় একটি মসজিদে কাটাতে পারে এবং অন্য মুসলিম তাদের বেশিরভাগ সময় হালাল পার্থিব জিনিসগুলিতে ব্যয় করতে পারে, যেমন একটি পেশা। প্রথম মুসলমান দ্বিতীয়টির চেয়ে উত্তম নয় কারণ প্রতিটি ব্যক্তি তাদের জন্য সর্বোত্তম পথে রয়েছে। যদি তারা স্থান পরিবর্তন করে তবে এটি সম্ভবত তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি তারা এখন মসজিদে সময় কাটায় এমন একজনকে অদলবদল করে তাহলে অহংকার গ্রহণ করতে পারে এবং এভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই তাদের জন্য হালাল পার্থিব কাজে লিপ্ত হওয়াই উত্তম। অন্যদিকে, অন্য মুসলিম যারা এখন তাদের বেশিরভাগ সময় বস্তুজগতের জন্য উৎসর্গ করে তারা এতে হারিয়ে যেতে পারে এবং হারামের দিকে যেতে পারে। তাই এই মুসলমানের জন্য তাদের বেশিরভাগ সময় মসজিদে কাটানো ভালো হবে।

অতএব, মুসলমানদের কখনই ঈর্ষা করা উচিত নয় এবং একে অপরকে অবজ্ঞা করা উচিত নয় কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের পক্ষে সর্বোত্তম পথের উপর রয়েছে, যতক্ষণ এই পথটি বৈধ। এই মনোভাব সর্বদা পরস্পরের প্রতি নম্রতা এবং পারস্পরিক ভালবাসার দিকে পরিচালিত করবে এবং জামি আত তিরমিযী, 2510 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে আন্তরিকভাবে ভালবাসা, এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা একজনকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। এটা মনে রাখা জরুরী, এই আলোচনার অর্থ এই নয় যে ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করে নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের অন্যদের জন্য খুশি হওয়া উচিত যারা বৈধ পথে যাত্রা করছে।

ঈমান মজবুত করা - ৪৪

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মানুষকে বিপথগামী করার জন্য শয়তান যে শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবহার করে তা হল এই বিশ্বের একটি উপাদানকে সুন্দর করে তোলা যাতে এমন একটি কল্পনা তৈরি করা যা আকর্ষণীয় দেখায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 63:

"আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই আপনার পূর্ববর্তী জাতিতে [রাসূল] প্রেরণ করেছি, কিন্তু শয়তান তাদের কাজকে তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে..."

যখন একজন ব্যক্তি অন্যদের পর্যবেক্ষণ করে, তখন শয়তান সেই মুহূর্তের একটি স্ন্যাপশট নেবে এবং এটিকে এমনভাবে সুন্দর করবে যে ব্যক্তিটি তাদের মনের মধ্যে এটি থেকে একটি সম্পূর্ণ ফ্যান্টাসি জগত তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি এমন একটি পরিবারকে পর্যবেক্ষণ করবেন যিনি ছুটিতে থাকাকালীন একটি সেলফি তুলেছেন এবং এই একক মুহূর্তটি ব্যক্তিটি প্রসঙ্গ থেকে সরিয়ে নিয়েছে যাতে এটি মহান আল্লাহর আনুগত্য করা থেকে বিভ্রান্ত হয়, যার মধ্যে তিনি তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করে। তাঁর কাছে আনন্দদায়ক। উদাহরণস্বরূপ, তারা পরিবারের প্রতি ঈর্ষান্বিত হতে পারে এবং তাদের ছুটিতে তাদের আনন্দের মুহূর্ত। ঈর্ষা সবসময় অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য যেমন তিক্ততার দিকে পরিচালিত করে। এটি তাদের মহান আল্লাহ তাদেরকে যে ভালো জিনিস দান করেছেন তা অবজ্ঞা করতে পারে। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে সে কখনই মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না। সৌন্দর্যায়ন প্রক্রিয়া তাদের কল্পনায় তৈরি করা জীবনধারাকে গ্রহণ করার জন্য

প্রচেষ্টা করতেও উৎসাহিত করতে পারে। এটি প্রায়ই একজনকে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করার কারণ করে। এটি তাদের তাদের প্রয়োজনের বাইরে বস্তুগত জগতের জন্য সংগ্রাম করতে বাধ্য করে এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে অবহেলা করে। এটি সর্বদা চাপ এবং এমনকি পাপের দিকে পরিচালিত করে। এর ফলে একজনকে বিচার দিবসের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখবে, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। তার উপর।

শয়তানের কূটকৌশলের জন্য যখন কেউ পড়ে তখন কী ঘটে তার কিছু উদাহরণ এইগুলি। একজন মুসলমানের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে তারা যখন অন্য ব্যক্তির জীবনের একটি মুহূর্ত দেখছে, তারা কখনই বুঝতে পারে না যে তারা যে অসুবিধা এবং চাপের মুখোমুখি হচ্ছে। তারা কেবল একটি পরিস্থিতির একটি ছোট, সংকীর্ণ এবং বাহ্যিক দিক দেখে যা প্রায়শই বিভ্রান্তিকর। উদাহরণস্বরূপ, সেলফি তোলা পরিবারটি তাদের ছুটির দিনটিকে ঘৃণা করতে পারে এবং একে অপরের সাথে সময় কাটাতে পারে এবং তাদের তোলা ছবির জন্য শুধুমাত্র হাসি। একটি ছবি পারিবারিক জীবনের অসুবিধা প্রকাশ করে না। একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের জন্য সর্বোত্তম জিনিস দেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

তাই তাদের উচিত মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করা, কারণ উভয় জগতে তাদের শান্তি ও সাফল্য নিহিত রয়েছে। এটি অন্য কারো জীবনের একটি মুহূর্ত থেকে শয়তান দ্বারা রচিত একটি কল্পনা অনুসরণ করা মিথ্যা নয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ স্পষ্টতই সর্বকালের সর্বোত্তম গোষ্ঠী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছেন, মহানবী (সাঃ) এর পরে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। একটি জিনিস যা তাদের মহান করেছে তা হল তাদের উচ্চ লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষা। তারা যা কিছু করেছিল এবং বলেছিল যে তারা সর্বদা বস্তুগত জগতের লক্ষ্য না করে পরকালের জন্য লক্ষ্য রাখে। এমনকি যদি কেউ তাদের প্রাচুর্যপূর্ণ উপাসনাকে সরিয়ে দেয় এবং শুধুমাত্র তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করে, তারা স্পষ্টতই এমন একদল লোককে দেখতে পাবে যারা সত্যিকারের পরকালে বিশ্বাস করেছিল, কারণ তাদের দৈনন্দিন প্রচেষ্টার বেশিরভাগই পরকালের জন্য নিবেদিত ছিল, কারণ তারা সর্বদা তাদের আশীর্বাদ ব্যবহার করেছিল। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে এবং নিরর্থক এবং পাপপূর্ণ উপায়ে সেগুলি ব্যবহার করা এড়িয়ে গেছে। অন্যদিকে, যদি কেউ একজন আধুনিক মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন থেকে ফরজ নামাজকে সরিয়ে দেয় তবে তারা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম দ্বারা তাদের অমুসলিম থেকে আলাদা করতে পারবে না। এটি শুধুমাত্র তাদের নিম্ন আকাঙ্খা এবং লক্ষ্যের কারণে। অর্থ, তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগই এই জড় জগতের জন্য নিবেদিত, ঠিক একজন অমুসলিমদের মতো। কেউ নিজেদেরকে এই বিশ্বাসে বোকা বানানো উচিত নয় যে তারা সাহাবায়ে কেরামের মতো একই কাজ করছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। হ্যাঁ, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, ব্যবসায় অংশ নিয়েছিলেন এবং পরিবার গড়ে তুলেছিলেন কিন্তু তারা যেভাবে এই কাজগুলি করেছিলেন তা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার মধ্যে নিহিত ছিল। তারা কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে উপার্জন ও ব্যয় করেছে এবং আখেরাতে তাদের উপকারে আসবে না এমন কিছু পরিহার করেছে। কয়জন মুসলমান দাবি করতে পারে যে তারা এভাবে আচরণ করবে? সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, বিবাহ

করেছিলেন কিন্তু তারা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে একটি জীবনসঙ্গী বেছে নিয়েছিলেন এবং নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী না হয়ে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের স্ত্রীর অধিকার পূরণের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করেছিলেন। কতজন মুসলমান দাবি করতে পারে যে তারা এই পদ্ধতিতে আচরণ করে? সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে শিশুদেরকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শিক্ষা দিয়ে বড় করেছেন এবং তাদেরকে এই দুনিয়ার উপর আখেরাতের প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দিতে শিখিয়েছেন । মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদেরকে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছিল। অথচ বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম পিতা-মাতা তাদের সন্তানদেরকে পবিত্র কুরআন না বুঝে এবং এর উপর আমল না করে কিভাবে তেলাওয়াত করতে হয় তা শেখান এবং প্রচুর ধন-সম্পদ উপার্জন এবং প্রচুর সম্পত্তি ক্রয় করতে তাদের উৎসাহিত করার জন্য তাদের পূর্ণ প্রচেষ্টা চালান।

আধুনিক মুসলমানরা সাহাবাদের কর্ম অনুলিপি করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কিন্তু তাদের লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষা বস্তুগত জগতের উপর কেন্দ্রীভূত হওয়ায় তারা সাহাবীদের থেকে খুব আলাদা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

একজনকে অবশ্যই তাদের জীবনকে এমনভাবে জীবনযাপন করতে হবে যাতে কেউ তাদের প্রতিদিনের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তারা সত্যই পরকালে বিশ্বাস করে, কারণ তাদের লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষা সবই পরকালের দিকে নির্দেশ করে। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে। শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় কেউ এমন আচরণ করতে পারে না, যা দিনে এক ঘণ্টারও কম সময় নেয় এবং পরিবর্তে প্রতিটি কাজ ও কথায় এই মনোভাব

দেখাতে পারে। এটাই ছিল সাহাবায়ে কেরামের মনোভাব, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন এবং তাদের মহানুভবতার অন্যতম কারণ।

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এই বিশ্বের প্রধান বিভ্রান্তির মধ্যে একটি এবং শয়তানের অস্ত্র হল যখন কেউ নিজেকে নিশ্চিত করে যে তারা অন্যদের থেকে আলাদা এবং সেইজন্য একটি নির্দিষ্ট জীবন ও পথ অবলম্বনকারী বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাগ্য ভাগ করবে না। উদাহরণস্বরূপ, অনেক লোক যারা ধনী এবং বিখ্যাত নয়, সেলিব্রিটিদের দেখে যারা মানসিক ব্যাধিতে নিমজ্জিত হয়, যেমন উদ্বেগ, স্ট্রেস এবং পদার্থের আসক্তি, তাদের জীবনযাত্রার ফলস্বরূপ, এবং তারা মিথ্যাভাবে বিশ্বাস করে যে যদি তাদের খ্যাতি দেওয়া হয় এবং ভাগ্য তাদের ফলাফল একরকম ভিন্ন হবে. কতজন মুসলমান দাবি করে যে, তাদের যদি প্রচুর সম্পদ দেওয়া হয়, এই বিশ্বের কোটিপতিদের মতো, তারা বিশ্ব দারিদ্র্য দূর করবে? পবিত্র কুরআনেও এই বিশেষ মনোভাব উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 9 তওবাহে, আয়াত 75-76:

"আর তাদের মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, "যদি তিনি আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে দেন, তবে আমরা অবশ্যই দান-খয়রাত করব এবং আমরা অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব।" কিন্তু যখন তিনি তাদের কাছ থেকে দান করলেন। তাঁর অনুগ্রহ, তারা এতে কৃপণ ছিল এবং প্রত্যাখ্যান করে মুখ ফিরিয়ে নিল।"

আরেকটি সাধারণ উদাহরণ হল যখন কেউ একজন খারাপ চরিত্রের ব্যক্তিকে বিয়ে করার জন্য বেছে নেয়, যদিও তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুরা তাদের বিরুদ্ধে

সতর্ক করে দেয়। কিন্তু তারা মূর্খতার সাথে বিশ্বাস করে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের বিপরীতে যারা খারাপ চরিত্রের কাউকে বিয়ে করে এবং ফলস্বরূপ ভোগে, তারা এই ভাগ্য পূরণ করবে না এবং পরিবর্তে তাদের জীবনসঙ্গীর সংস্কার করবে যাতে তারা একজন আদর্শ মুসলিম এবং নাগরিক হয়।

একটি চূড়ান্ত সাধারণ উদাহরণ, পূর্বে উল্লিখিতটির অনুরূপ, যদিও ইসলাম মুসলমানদেরকে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করার জন্য কেবলমাত্র বৈধ সম্পদ অর্জনের পরামর্শ দেয় এবং উত্সাহিত করে, কারণ এর চেয়ে বেশি উপার্জনকারী বেশিরভাগ লোকই কেবল লোভী হয় বা অপব্যয় এবং অযথা, তবুও অনেক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের ফলাফলকে উপেক্ষা করে এবং দাবি করে যে তারা ভিন্ন হবে এবং শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য তাদের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করবে। এটা সত্য হলে তারা পৃথিবীতে দারিদ্র্য থাকত না।

সত্য হলো মানুষ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেও মানুষ এখনো মানুষ। যদি অধিকাংশ মানুষ একটি নির্দিষ্ট জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করার সময় মহান আল্লাহর আনুগত্য আন্তরিকভাবে করতে ব্যর্থ হয়, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে তাদের অনুসরণ করে সেও ব্যর্থ হবে।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই জীবনে সঠিক বাছাই করার জন্য মহান আল্লাহ তাদের প্রদত্ত উপলব্ধি ব্যবহার করতে হবে। তাদের অবশ্যই অন্যদের দ্বারা করা পছন্দগুলি এবং তারা যে ফলাফলের মুখোমুখি হয়েছিল তা অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং অনুমান করবেন না যে তারা তাদের মতো একই পথ বেছে নিলে তারা নিজেরাই একরকম ভিন্ন ফলাফলের মুখোমুখি হবে। একজনের মনে করা উচিত নয় যে তারা বিশেষ এবং অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের থেকে আলাদা। এই

মনোভাব একজনকে তাদের উপলব্ধি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে বাধা দেয় এবং তাই একটি বিপর্যয়কর ফলাফলের দিকে নিয়ে যেতে পারে। জ্ঞানী ব্যক্তি এমন একটি পথ বেছে নেন যেখানে যাত্রা করা অধিকাংশ লোক উভয় জগতেই সফল হয়। এটি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার ও আমল করার পথ। অন্য সব পথ এড়িয়ে চলা উচিত, এমনকি যদি কেউ বিশ্বাস করে যে তারা নিরাপদে তা অতিক্রম করতে পারে, কারণ এটি শয়তানের কাছ থেকে প্রতারণা এবং কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঈমান মজবুত করা - 91

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। সবচেয়ে শক্তিশালী নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি যা আল্লাহর একত্ব, মহান, এবং সৃষ্টির উপর তাঁর সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ইঙ্গিত দেয়, বেশিরভাগ মানুষ তাদের বিশ্বাস বা অভাব নির্বিশেষে অনুভব করে। যখন একজন ব্যক্তি একটি সত্যিকারের অসুবিধার সম্মুখীন হয়, যা তাদের অধিকার বা অ্যাক্সেসের উপায় দ্বারা সমাধান করা যায় না, তখন তারা প্রায়শই এক ঈশ্বর, মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। এমনকি তারা একাধিক দেবতার কাছেও আবেদন করে না কারণ তাদের আত্মা তাদের হতাশার সময়ে এটি করতে বাধা দেয়। এটি একটি বাস্তবতা যা প্রায়শই চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন শোতে দেখানো হয়, যেখানে একটি চরিত্র, যারা এমনকি একটি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে এক ঈশ্বরের কাছে আবেদন করে। সিনেমা প্রযোজকরা যতটা কঠিন ধর্মকে ছোট করার চেষ্টা করেছে, এই বাস্তবতা এখনও সিনেমা শিল্পে প্রায়শই দেখানো হয়।

মরিয়া সময়ে এক ঈশ্বর, মহান আল্লাহকে ডাকার এই সহজাত ইচ্ছা একজনের আত্মা থেকে উদ্‌ভূত হয়। যে আত্মা একসময় মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে ছিল এবং তাঁর প্রভুত্ব, একত্ব এবং সমস্ত কিছুর উপর নিরঙ্‌কুশ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতার সাক্ষ্য দিয়েছিল। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 172:

"এবং [উল্লেখ করুন] যখন আপনার পালনকর্তা আদম সন্তানদের থেকে - তাদের কোমর থেকে - তাদের বংশধরদের নিয়েছিলেন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে

সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, [তাদেরকে বলেছিলেন], "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?" তারা বলল, "হ্যাঁ, আমাদের কাছে আছে' সাক্ষ্য দিয়েছে'..."

একজনের এই মুহূর্তগুলোর প্রতি খেয়াল রাখা উচিত, কারণ এটি মহান আল্লাহর একত্বের স্পষ্ট নিদর্শন। এই মনোযোগীতা তাদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে উৎসাহিত করবে, যদি তারা ইতিমধ্যেই না করে থাকে, এবং এটি তাদেরকে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে উৎসাহিত করবে, তিনি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাঁর কাছে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করার মাধ্যমে, কারণ এতে শান্তি এবং একটি সফল পরিণতি নিহিত রয়েছে। এটি এমন কিছু যা একজনের আত্মা সাক্ষ্য দেয়, বিশেষত অসুবিধার সময়। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 22:

"তিনিই তোমাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে ভ্রমণ করতে সক্ষম করেন যে পর্যন্ত না, যখন তোমরা জাহাজে থাকবে এবং তারা তাদের সাথে উত্তম বাতাসে যাত্রা করবে এবং তারা তাতে আনন্দ করবে, তখন একটি ঝড়ো হাওয়া আসে এবং সর্বত্র তাদের উপর ঢেউ এসে পড়ে। আচ্ছন্ন হওয়ার আশায়, তারা আল্লাহর কাছে দ্বীনের প্রতি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করে, "আপনি যদি আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করেন তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।"

এবং অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না এটি তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটি সত্য..."

ঈমান মজবুত করা - 92

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আধুনিক বিশ্বের অনেক মুসলমান পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখা ও আমল করা থেকে মানসিক প্রশান্তি লাভ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার একটি প্রধান কারণ হল তারা মিথ্যাভাবে বিশ্বাস করে যে, ইসলামের শিক্ষাগুলি তাদের আধুনিক চাপ, অসুবিধা এবং সমস্যাগুলি পূরণ করে না। তারা ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে ইসলামের শিক্ষা শুধুমাত্র মিষ্টান্ন এবং গ্রামবাসীদের জন্য পূরণ করে যারা একটি বিগত যুগে বসবাস করছিল। ফলস্বরূপ, তারা শুধুমাত্র ইসলামী শিক্ষা থেকে ইসলামের আচার-অনুষ্ঠান এবং অনুশীলনগুলি গ্রহণ করে কিন্তু দৈনন্দিন জীবনযাপনের উপদেশগুলিকে পরিত্যাগ করে যা ইসলামী শিক্ষায় পাওয়া যায়। এটি একটি মূর্খ মানসিকতা, কারণ মানুষ যে যুগেরই হোক না কেন, মানুষ এখনও মানুষ। অর্থ, লক্ষ্য, আশা, আকাঙ্খা, ভয়, উদ্বেগ এবং চাপগুলি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের মুখোমুখি হয়েছে। প্রযুক্তি সময়ের সাথে সাথে উন্নত হয়েছে কিন্তু মানুষের সারমর্ম এবং প্রকৃতি সবসময় একই ছিল। মানুষ একটি ভিন্ন প্রজাতিতে বিবর্তিত হয়নি যাতে তাদের আবেগ, অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য এবং ইচ্ছা আগের প্রজন্মের মানুষের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পুরানো প্রজন্মের যেমন খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং একটি পেশা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ছিল, আধুনিক দিনের লোকেরাও তাই করে।

যেহেতু ইসলামের শিক্ষা মানুষের সারমর্ম এবং প্রকৃতিকে লক্ষ্য করে তাই এটি কালাতীত এবং বিচার দিবস পর্যন্ত সমস্ত মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এটি কেবল তখনই প্রযোজ্য বন্ধ হবে যদি মানুষ একটি ভিন্ন প্রজাতিতে বিবর্তিত হয়, যা ঘটবে না।

উপরন্তু, ইসলামের জ্ঞান যেহেতু মহান আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, মানুষের সৃষ্টিকর্তা, উপদেশটি সঠিক এবং একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক গঠনের প্রতিটি দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। এই জ্ঞান শুধুমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে এবং কোনো গবেষণার পরিমাণ কখনোই একজন মানুষের সমস্ত দিক সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে না। একজন উদ্ভাবক যেমন তাদের উদ্ভাবনের বিষয়ে পরামর্শ নেওয়ার জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তি, তেমনি একজন মানুষের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে পরামর্শ নেওয়ার জন্য একমাত্র মহান আল্লাহই সর্বোত্তম। পরিশেষে, মহান আল্লাহ যেমন মানুষের হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, আবেগের স্থান, তেমনি তিনি একাই নিয়ন্ত্রণ করেন যে কেউ এই পৃথিবীতে এবং পরকালে মানসিক ও শরীরের শান্তি অর্জন করবে কিনা। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর স্মরণ ও আনুগত্যের মধ্যেই উভয় জগতের ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য নিহিত রয়েছে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভুলে যায় এবং তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, সে যতই জাগতিক জিনিসের মালিক থাকুক না কেন সে মনের শান্তি পাবে না। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ কঠিন]..."

উপসংহারে বলা যায়, যতদিন একজন মানুষ মানুষ থাকবে, ইসলামের চিরকালের শিক্ষা সব সময় তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে, সে বয়স নির্বিশেষে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মহান আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে থাকবে, কেবলমাত্র তিনিই তাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার সমাধান দিতে পারেন। এটি অন্য কোথাও খোঁজা শুধুমাত্র খারাপ মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে পরিচালিত করবে, যা সোশ্যাল মিডিয়া এবং সংবাদ পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট হয়।

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এই দিন এবং যুগে মুসলমানরা যে কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হচ্ছে তার মধ্যে একটি হল ইসলামের প্রতি সন্দেহ অন্যান্য মুসলমানদের আচরণের কারণে। এটি একটি বাস্তবতা যা প্রতিটি জাতি মুখোমুখি হয়েছে এবং তাই পবিত্র কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 110:

"এবং আমরা অবশ্যই মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, কিন্তু তা মতানৈক্যের মধ্যে পড়েছিল। এবং যদি আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে পূর্ববর্তী একটি কথা না থাকত তবে তাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যেত। এবং প্রকৃতপক্ষে তারা এটি সম্পর্কে উদ্বেগজনক সন্দেহের মধ্যে রয়েছে।"

পণ্ডিত ও ধার্মিক লোকেরা যখন পার্থিব জিনিস, যেমন সম্পদ ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য ঐশী শিক্ষার অপব্যবহার করত, তখন তাদের খারাপ আচরণ দেখে সাধারণ জনগণ ঈমান থেকে দূরে সরে যায়। একই বাস্তবতা মুসলমানদেরও প্রভাবিত করেছে। তারা কথিত ধার্মিক ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঐশ্বরিক শিক্ষার অপব্যাখ্যা করে যার ফলে ইসলামের সঠিক শিক্ষা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়। উদাহরণ স্বরূপ, কিছু মুসলিম জাতি নারীদের শিক্ষা লাভে বাধা দেয়, যদিও ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রত্যেক নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা বাধ্যতামূলক, যেমন সুনানে ইবনে মাজা, 224 নম্বর হাদিস পাওয়া যায়। আরেকটি ব্যাপক উদাহরণ , যখন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা তাদের সমস্ত সময়, শক্তি এবং প্রচেষ্টা অন্য মুসলমানদের অপমান, সমালোচনা এবং অপমান করার জন্য ব্যয় করে। সাধারণ

জনগণ যখন এই ধরনের আচরণ লক্ষ্য করে তখন তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়, যদিও তারা বাহ্যিকভাবে তা না দেখায়।

প্রথমত, সমস্ত মুসলমানকে সঠিকভাবে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে যাতে তারা ইসলামের দূত হিসাবে তাদের ভূমিকা পালন করে, যাতে তারা বিশ্বের কাছে ইসলামের আসল চেহারা দেখাতে পারে। এর মূলে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং সঠিক ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা, যা পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে নিহিত রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এই বাস্তবতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, একজন মুসলমান অন্যের আচরণের কারণে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া থেকে মাফ করে না। ইসলাম যা শিক্ষা দেয় তা যাচাই করার জন্য তাদের অবশ্যই ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এটি করতে ব্যর্থ হওয়ার কোন অজুহাত নেই, কারণ সঠিক ইসলামিক জ্ঞান সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে উপলব্ধ এবং অ্যাক্সেসযোগ্য। শুধুমাত্র এই পদ্ধতির মাধ্যমে অন্য মুসলমানদের ভুল আচরণ পর্যবেক্ষণের ফলে উদ্ভূত সম্ভাব্য সন্দেহ দূর করা সম্ভব এবং এই সন্দেহগুলো মুসলমানদের আগামী প্রজন্মকে সংক্রামিত করা থেকে বিরত রাখা যাবে।

ঈমান মজবুত করা - 94

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটা সুস্পষ্ট যে যখন কেউ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করে যে মুসলমানরা প্রার্থনাকারীদের জাতিতে পরিণত হয়েছে । অগণিত পোস্ট এবং ভিডিওগুলি লক্ষ্য করা যায় যেগুলি ইসলামী শিক্ষার মধ্যে রেফারেন্স প্রার্থনা পাওয়া যায়। যদিও মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তবুও অনেকেই এই সত্যটিকে উপেক্ষা করেছেন যে প্রার্থনা কার্যকর হওয়ার জন্য তাদের আন্তরিক কর্মের সাথে মিলিত হতে হবে। পবিত্র কুরআনের দোয়া এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য সবসময় আন্তরিক কর্মের সাথে মিলিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 127-129:

"এবং [উল্লেখ করুন] যখন ইব্রাহিম ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন এবং [তার সাথে] ইসমাঈল, [বলছিলেন], "হে আমাদের প্রভু, আমাদের কাছ থেকে [এটি] কবুল করুন। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। হে আমাদের রব, এবং আমাদেরকে আপনার [আনুগত্য করে] মুসলিম করুন এবং আমাদের বংশধরদের থেকে আপনার [আনুগত্যশীল] একটি মুসলিম জাতি করুন। এবং আমাদের [ইবাদতের] আচার দেখাও এবং আমাদের তওবা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। হে আমাদের পালনকর্তা, তাদের মধ্যে তাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠান যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াত তিলাওয়াত করবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

মহানবী ইব্রাহিম ও ইসমাঈল (আঃ) যখন এই দোয়া করেছিলেন তখন তারা কার্যত মহান আল্লাহর ঘর নির্মাণ করছিলেন। অর্থ, তাদের প্রার্থনা আন্তরিক ভাল কর্মের সাথে মিলিত হয়েছিল।

আরেকটি উদাহরণ হল অধ্যায় 27 আন নমল, আয়াত 18-19:

"যতক্ষণ না, যখন তারা পিঁপড়ার উপত্যকায় এসে পৌঁছল, তখন একটি পিঁপড়া বলল, "হে পিঁপড়া, তোমার আবাসস্থলে প্রবেশ কর যাতে তুমি সোলায়মান ও তার সৈন্যদের দ্বারা পিষ্ট না হও, যখন তারা বুঝতে পারবে না।" সুতরাং [সোলায়মান] তার বক্তৃতা শুনে হাসলেন। এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে তোমার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ হতে দাও যা তুমি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতার প্রতি দান করেছ এবং সৎকর্ম করতে যা তুমি পছন্দ কর। এবং আমাকে তোমার রহমতে তোমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।"

এটা সুস্পষ্ট যে, মহানবী সুলাইমান (আঃ) মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এই দোয়াটি পালন করেছিলেন। তিনি কেবল প্রার্থনা করেননি এবং এটিকে কর্মের সাথে যুক্ত করতে ব্যর্থ হন।

উপরন্তু, এমনকি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য সুপারিশকৃত সময়গুলোও শারীরিক কর্মের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, জামে

আত তিরমিযী, 3499 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে, মহান আল্লাহ ফরজ নামাজের পরে এবং রাতের শেষ অংশে করা দুআ সহজে কবুল করেন। প্রার্থনার জন্য এই দুটি সময়ই শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত: বাধ্যতামূলক প্রার্থনা এবং রাতের স্বেচ্ছায় প্রার্থনা।

এমন অনেক হাদিস রয়েছে যা কিছু কাজের বিরুদ্ধে সতর্ক করে যা দোয়া কবুল হতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, জামে আত তিরমিযী, 2989 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি হারাম উপার্জন করে এবং সেবন করে তার দোয়া কখনই কবুল হবে না। এটা সুস্পষ্ট যে, দোয়ার পরিপন্থী কাজ করার সময় কিছু জিনিসের জন্য দোয়া করা বৃথা। উদাহরণ স্বরূপ, যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করে, তারপরও অবিরাম গুনাহ করে যা জাহান্নামে নিয়ে যায়। অথবা যে ব্যক্তি জান্নাতের জন্য দোয়া করে তবুও সে নেক আমল প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয় যা জান্নাতে নিয়ে যায়, যেমন ফরজ নামাজ।

উপরন্তু, ইসলাম স্পষ্ট করে দেয় যে একজন ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে চেষ্টা না করে সফলতার জন্য কেবল প্রার্থনা করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ, মুমিনদেরকে যুদ্ধের সময় তাদের সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেন, তিনি তাদের কেবলমাত্র সাফল্যের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে বলেন না। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 71:

"হে ঈমানদারগণ, সাবধানতা অবলম্বন কর এবং [হয়] দলে দলে বের হও অথবা সবাই একসাথে বের হও।"

এমনকি যখন একজন বিবাহিত দম্পতির সমস্যা হয়, তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে কেবল তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে বলেন না। তিনি পরিবর্তে সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 35:

"এবং যদি আপনি উভয়ের মধ্যে মতবিরোধের আশঙ্কা করেন, তবে তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একজন সালিসকারী এবং তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একজন সালিস পাঠান। যদি তারা উভয়েই মীমাংসা করতে চায়, তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে তা ঘটাবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সচেতন।"

এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক পঠিত প্রার্থনাটি প্রার্থনার প্রতিটি চক্রের সময় সক্রিয়ভাবে আবৃত্তি করা হয়, যার ফলে ইঙ্গিত করা হয় যে কার্যকর হওয়ার জন্য প্রার্থনা অবশ্যই আন্তরিক কর্মের সাথে মিলিত হতে হবে। অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 5-7:

"আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। তাদের পথ যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ করেছ, তাদের নয় যারা [আপনার] ক্রোধ অর্জন করেছে বা যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

এই আলোচনা এ পর্যন্ত স্পষ্ট করে দেয় যে, আন্তরিক কর্মের সাথে মিলিত না হলে প্রার্থনা নিজে থেকেই কার্যকর হয় না। এটা স্পষ্ট হয় যখন কেউ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীগণের মনোভাব ও আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন।

তাই আন্তরিক ও সৎকর্মের সাহায্যে দোয়াকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। যদি কেউ কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তবে তাদের অবশ্যই সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের দেওয়া সম্পদ ব্যবহার করতে হবে, যেমন আত্মীয়দের মধ্যে অসুবিধা, এবং তারপর ত্রাণের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। একটি ছাড়া অন্যটি ইসলামিক উপায় নয়। একজন অসুস্থ ব্যক্তির উচিত চিকিৎসার পরামর্শ নেওয়া এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ওষুধ সেবন করা এবং উপশমের জন্য প্রার্থনা করা। যে ব্যক্তি একটি সন্তান কামনা করে, তাকে অবশ্যই প্রথমে বিয়ে করতে হবে এবং তাদের স্ত্রীর সাথে একটি সন্তান নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং তারপর এটি হওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে হবে। যে ব্যক্তি তাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চায় তাকে অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে এবং তারপর সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। একজনকে অবশ্যই অন্যদের অসুবিধায় তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করতে হবে, যেমন আর্থিক সহায়তা, এবং তাদের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য মেনে চলতে হবে, তিনি যে আশীর্বাদ দান করেছেন তা ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, তারপর উভয় জগতের ভাল জিনিসের জন্য প্রার্থনা.

প্রার্থনাকারীদের একটি অলস জাতিতে পরিণত হওয়া যারা তাদের প্রার্থনাকে আন্তরিক ও সৎ কর্মের সাথে সংযুক্ত করতে ব্যর্থ হয় তার একটি প্রধান কারণ যে কারণে সমগ্র ইসলামী জাতি এবং স্বতন্ত্র মুসলমানদের বিশ্বাস সময়ের সাথে নাটকীয়ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ঈমান মজবুত করা - 95

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 16:

"যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য কি সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে এবং যা সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি বিনীত হয়ে যায়? এবং তারা যেন তাদের মত না হয় যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল এবং দীর্ঘকাল। তাদের উপর দিয়ে চলে গেল, ফলে তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল..."

এই আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে সময়ের সাথে সাথে বইয়ের লোকেরা তাদের বিশ্বাসকে খালি অনুশীলনের গুচ্ছ হিসাবে বিবেচনা করেছিল, ঠিক যেমন একজন সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি পূরণ করে। বিশ্বাসকে একটি সাংস্কৃতিক অনুশীলনের মতো বিবেচনা করার সমস্যাটি হ'ল সময়ের সাথে সাথে লোকেরা সাংস্কৃতিক অনুশীলন ছেড়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন প্রায়ই একজন পিতাকে লক্ষ্য করবেন যিনি তার সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য অনুসারে পোশাক পরেন তবে তাদের সন্তান একটি ভিন্ন সংস্কৃতি অনুসারে পোশাক পরে। অতএব, বইয়ের লোকদের জন্য সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে, তারা শেষ পর্যন্ত তাদের বিশ্বাসের উপর অনুশীলন করা ছেড়ে দিয়েছিল, কারণ তারা তাদের কাছে খালি অনুশীলন ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং তাদের বিশ্বাস কেবল একটি খালি খোলসে পরিণত হয়েছিল যেখানে লোকেরা বিশ্বাস করার দাবি করেছিল কিন্তু তাদের ধর্ম পালন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এটি বেশ স্পষ্ট হয় যখন কেউ আজকে এমন লোকদের লক্ষ্য করে যারা নির্দিষ্ট ধর্মকে অনুসরণ করার দাবি করে কিন্তু তাদের শিক্ষার উপর

মোটেও কাজ করে না। এক সময় তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বদাই ভক্ত-শিক্ষার্থী ও উপাসকদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, এখন সেগুলো শূন্য।

দুর্ভাগ্যবশত, মুসলমানদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে, যারা সময়ের সাথে সাথে তাদের ধর্মকে কিছু খালি প্রথা হিসাবে পালন করেছে, যা শেষ পর্যন্ত আগামী প্রজন্ম পরিত্যাগ করেছে।

মুসলমানদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম ইসলামের প্রতি নিবেদিত ছিল এবং তাই এটি তাদের জন্য একটি জীবন ব্যবস্থা ছিল, শুধুমাত্র অনুশীলন এবং আচার-অনুষ্ঠান নয়। তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিল এবং তাই ইসলাম তাদের প্রতিটি কথা ও কাজ এবং তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, আর্থিক এবং কর্ম জীবন। তাদের কাছে ইসলাম তাদের রক্তের সাথে মিশে গিয়েছিল এবং তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে অবিচ্ছেদ্য হয়ে গিয়েছিল। অভ্যাস ত্যাগ করা যেতে পারে, যেখানে জীবনের একটি উপায় এমন কিছু হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, কেউ একটি শখ ছেড়ে দিতে পারে কারণ তারা এটি করতে পছন্দ করে না কিন্তু তারা দীর্ঘ সময়ের জন্য খাদ্য বা শ্বাস প্রশ্বাসের অক্সিজেন ছেড়ে দিতে পারে না, কারণ পরবর্তীটি জীবনের জন্য একটি উপায় এবং উপায় যেখানে আগেরটি শুধুমাত্র একটি অনুশীলন।

ধার্মিক পূর্বসূরিদের এই মনোভাব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিত্যক্ত হয়েছে, যেমন অন্যান্য ধর্মের লোকেরা তাদের বিশ্বাসের শিক্ষা ত্যাগ করেছিল, যেমন ইসলামকে এখন এমন একটি অনুশীলন এবং আচার-অনুষ্ঠানের একটি সেট হিসাবে পালন করা হয় যার দিনে দিনে কোনও বাস্তব প্রভাব নেই। কার্যক্রম বা আচরণ। এই

কারণেই যে মসজিদগুলি প্রতিদিন পাঁচটি জামাতে নামাজের সময় সর্বদা পূর্ণ থাকত, এখন কার্যত খালি। শুধুমাত্র জুমার জামাতে নামাজের অভ্যাস রয়ে গেছে, কিন্তু বিষয়গুলো যদি সেরকমই চলতে থাকে, তাও আগামী প্রজন্মের দ্বারা পরিত্যক্ত হবে।

উপরন্তু, অন্যদের অন্ধ অনুকরণ যথেষ্ট ভাল নয়, কারণ এটি একজনকে উপলব্ধি করতে বাধা দেয় যে ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা এবং পরিবর্তে তাদের এবং যারা তাদের পালন করে, যেমন পরবর্তী প্রজন্মকে বোঝায় যে ইসলাম শুধুমাত্র কয়েকটি খালি আচার এবং অভ্যাস, যা পরিত্যাগ করা যেতে পারে, ঠিক যেমন সাংস্কৃতিক অনুশীলন পরিত্যাগ করা যেতে পারে।

এই পরিণতি এড়ানোর উপায় হল বুঝতে হবে যে ইসলাম একটি গুচ্ছ অনুশীলন নয়, বরং এটি একটি জীবন ব্যবস্থা যা একজন মুসলমানের প্রতিটি মুহূর্তকে প্রভাবিত করে। এই বোধগম্যতা তখনই আসে যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঐতিহ্যগুলি শিখে এবং অনুসরণ করে, কারণ এটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি দিক ইসলামের সাথে সংযুক্ত। এটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে পারে। এর ফলে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। সারা বিশ্বে নিরপরাধ মানুষের উপর ব্যাপক নিপীড়নের এই সময়ে, একজন মুসলমানের দায়িত্ব তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং ইসলামের বিধানের মধ্যে খারাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। অনেক মুসলমান এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে, বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায়, পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য উদ্‌ধৃত করে, যেখানে অত্যাচারীদের দেওয়া হুমকির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই আয়াত এবং রেওয়ায়েতগুলি নিজের সহ সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। যখন কেউ গণহত্যার মতো গণহত্যার মতো গণ-নিপীড়ন লক্ষ্য করে, তখন একজন মুসলমানের পক্ষে তাদের নিজেদের মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এবং অন্যের অধিকারের নিজেদের নিপীড়নকে অন্যের দ্বারা পরিচালিত গণ-নিপীড়নের সাথে তুলনা করে ছোট করা সহজ। . উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলিম যে ক্রমাগত তাদের স্ত্রীর প্রতি অভদ্র আচরণ করে সে সংবাদে মানুষের উপর ব্যাপক নিপীড়ন দেখে নিপীড়নের এই কাজটিকে ছোট করবে। তারপরে তারা পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি নিক্ষেপের দিকে মনোনিবেশ করে, যা তারা সংবাদে দেখেন এমন লোকদের প্রতি নিপীড়কদের হুমকি দেয় কিন্তু এই ইসলামী শিক্ষাগুলি নিজেদের এবং তাদের আচরণে প্রয়োগ করতে ভুলে যায়। যদিও কিছু ধরনের নিপীড়ন অন্যদের চেয়ে খারাপ, তবুও কম নয়, নিপীড়ন এখনও নিপীড়নই, এবং এর সকল প্রকার অত্যাচারীর জন্য অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে। সহীহ বুখারী, 2447 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এই আলোচনার অর্থ এই নয় যে কেউ তাদের শক্তি অনুযায়ী এবং ইসলামী আইনের সীমার মধ্যে মন্দের বিরুদ্ধে আপত্তি করবে না, তবে এর অর্থ হল যে

তাদের অবাধ্যতা ও নিপীড়নকে তারা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যখন তাদের দ্বারা সৃষ্ট গণ-নিপীড়নের সাথে তাদের তুলনা করা হয়। অন্যান্য। একজনকে অবশ্যই মন্দের বিরুদ্ধে আপত্তি করা চালিয়ে যেতে হবে কিন্তু ইসলামী শিক্ষার আলোকে ক্রমাগত তাদের নিজস্ব ক্রিয়াকলাপ মূল্যায়ন করতে হবে যাতে তারা আল্লাহ, মহানের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হওয়া বা মানুষের উপর অন্যায় করার মাধ্যমে যে নিপীড়নের দিকটি তারা করে তা দূর করে। অন্যথায়, তারা ভালভাবে দেখতে পাবে যে বিচারের দিনে তারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে যে নিপীড়কদের বিরুদ্ধে তারা আপত্তি করেছিল তাদের সাথে উত্থিত হবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 42:

"এবং কখনও মনে করো না যে, যালিমরা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর। তিনি তাদের [অর্থাৎ তাদের হিসাব] এমন একটি দিনের জন্য বিলম্বিত করেন যেদিন চোখ [ভয়ংকরে] তাকিয়ে থাকবে।"

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। প্রতিটি মুসলমান, তাদের বিশ্বাসের শক্তি নির্বিশেষে, বিচার দিবসের বাস্তবতায় বিশ্বাস করে, কারণ এটি ঈমানের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। কিন্তু বিচার দিবসে বিশ্বাসের শক্তি মুসলমানদের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। যদিও বিচার দিবসে কারো বিশ্বাসের সঠিক স্তরের মূল্যায়ন করা মানুষের সামর্থ্যের বাইরে, কারণ এটি একটি গোপন বিষয়, তবুও এমন কিছু লক্ষণ রয়েছে যা একজন ব্যক্তির বিশ্বাসের শক্তি নির্দেশ করে। এই নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি হল নির্দেশনার দুটি উত্স: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং তার উপর কাজ করার জন্য একজন মুসলিম কতটা বা কম নিবেদিত। বিচার দিবসের প্রতি তার বিশ্বাস যত বেশি শক্তিশালী হবে, তত বেশি তারা কার্যত এর জন্য প্রস্তুত হবে। এটি তখনই সম্ভব যখন কেউ নির্দেশনার দুটি উৎস শিখে এবং তার উপর কাজ করে, যা তাকে দেখায় যে কীভাবে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে হয়। সুতরাং বিচার দিবসের প্রতি তার বিশ্বাস যত বেশি হবে, তারা হেদায়েতের দুটি উত্সের উপর যত বেশি অনুশীলন করবে এবং দুর্বল ব্যক্তির বিশ্বাস তত কম হেদায়েতের দুটি উত্সের উপর অনুশীলন করবে। এই কারণেই যে বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, সে পথনির্দেশের দুটি উত্স নিয়ে মাথা ঘামায় না, কারণ তাদের এমন কিছুর জন্য প্রস্তুত করার দরকার নেই যা তারা বিশ্বাস করে না। এ থেকে কেউ মূল্যায়ন করতে পারে যে তারা সত্যই কতটা বিশ্বাস করে। বিচার দিবস। যদি তারা খুব কমই শেখে এবং নির্দেশনার দুটি উত্সের উপর কাজ করে, তবে এটি নির্দেশ করে যে তারা বিচার দিবসে খুব কমই বিশ্বাস করে, যদিও তারা অন্যথায় দাবি করে। প্রত্যেক মুসলমানকে নিয়মিত এই স্ব-মূল্যায়ন করতে হবে যাতে তারা নিশ্চিত করে যে তারা বিচার দিবসের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী বলে নিজেদেরকে বোকা না বানিয়ে, যদিও কার্যত বলতে গেলে, তারা খুব কমই এতে বিশ্বাস করে।

ঈমান মজবুত করা - 98

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানদের জন্য নিয়মিতভাবে তাদের বিশ্বাসের শক্তির বিচার করা এবং মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা জীবনে সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ধাপে ধাপে নিজেদের উন্নতি করছে। এটি করার একটি সর্বোত্তম উপায় হল দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা। যদিও দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া একটি চমৎকার সূচনা কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এমনকি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে মুনাফিকরাও নামায পড়তেন। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের মধ্যে একজনকে অবশ্যই তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তারা সঠিকভাবে জীবনযাপন করছে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য তাদের লক্ষ্য, আকাঙ্ক্ষা, আশা এবং ভয়ের মূল্যায়ন করা উচিত। এই সমস্ত বিষয়গুলি প্রভাবিত করে যে একজন ব্যক্তি কীভাবে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে। একজন ব্যক্তি যত বেশি তাদের লক্ষ্য, আকাঙ্ক্ষা, আশা এবং ভয়কে মহান আল্লাহর আনুগত্য এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির দিকে মনোনিবেশ করবে, তত বেশি তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতে এর রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।

যদি কেউ দেখতে পায় যে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে নিরর্থক বা পাপপূর্ণ উপায়ে ব্যবহার করছে, তবে তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং তাদের দিনের বেশিরভাগ অংশের জন্য মহান আল্লাহকে ভুলে গেছে, এমনকি যদি তারা প্রার্থনা করে। এটি উভয় জগতেই স্ট্রেস এবং ঝামেলার দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ কঠিন]..."

একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের বিশ্বাসের শক্তিকে উন্নত করতে হবে প্রথমত পাপপূর্ণ উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করে কমিয়ে আনতে হবে। অতঃপর তাদের অবশ্যই এই আশীর্বাদগুলোকে নিরর্থক উপায়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে। তাদের উচিত প্রতিটি আশীর্বাদের মূল্যায়ন করা এবং এই মডেলটি প্রয়োগ করা যতক্ষণ না তারা দেখতে পায় যে তারা যে সমস্ত আশীর্বাদ প্রদত্ত হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করছে। এটি উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের পথ, কারণ হৃদয়ের নিয়ন্ত্রক এই মুসলিমকে এই দুনিয়া বা পরকালের অন্ধকার ও সংকীর্ণ জীবন ভোগ করতে দেবেন না। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

ঈমান মজবুত করা - 99

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। সকল মানুষের জীবনে সোশ্যাল মিডিয়ার বর্ধিত উপস্থিতি এবং যে সহজে একজন অন্যদের সাথে মেলামেশা করতে পারে, মুসলমানদের জন্য দরকারী আত্ম-প্রতিফলনের মূল দিকটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। একটি পরিস্থিতি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য আত্ম-প্রতিফলন প্রয়োজন যাতে এটির সাথে কীভাবে মোকাবিলা করা যায় সে সম্পর্কে একটি ভাল এবং ভাল সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। এটা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই সত্য। এই আত্ম-প্রতিফলন তখনই সম্ভব যখন কেউ ভিতরের দিকে ফিরে যায় এবং সাময়িকভাবে বাহ্যিক যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, যেমন অন্যদের সাথে কথা বলা। এটি এই কারণে যে একজন ব্যক্তি যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন তা অন্য ব্যক্তি কখনই সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারে না, তারা একে অপরকে যতই ভালভাবে জানে না কেন। প্রতিটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার সাথে সাথে একজন ভিন্ন আবেগ এবং অনুভূতি তৈরি করে যা অন্যের দ্বারা অনুভব করা যায় না, এমনকি তারা একই পরিস্থিতি অনুভব করলেও, কারণ প্রতিটি ব্যক্তি আলাদা এবং তাই পরিস্থিতিগুলিকে অন্যদের থেকে আলাদাভাবে দেখে এবং প্রতিক্রিয়া জানায়। এই কারণেই অনেক লোকের কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া শুধুমাত্র বিভ্রান্তির দিকে পরিচালিত করে এবং জীবনে ভুল পছন্দ করে।

তাই যদিও ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় বিষয়েই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ চাওয়া বাঞ্ছনীয়, তবুও একজনকে তাদের প্রয়োজন, চরিত্র ও সামর্থ্য অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পরিস্থিতির উপর আত্ম-প্রতিফলন করতে হবে।

উপরন্তু, আত্ম-প্রতিফলনের সাথে মাল্টি টাস্ক করা সম্ভব নয়, ঠিক যেমন একজন শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পড়াশোনা করতে পারে না এবং একই সময়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে সার্ফ করতে পারে না। কিন্তু যিনি ক্রমাগত সামাজিকতায় নিমজ্জিত হন, তারা কিছু শুনছেন বা দেখছেন, কারও সাথে কথা বলছেন বা টেক্সট করছেন, তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হন সে সম্পর্কে তারা কখনই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না, কারণ তারা তাদের সম্পর্কে সত্যই আত্ম-প্রতিফলন করতে ব্যর্থ হয়। এটা এতটাই খারাপ হয়ে গেছে যে বেশিরভাগ মানুষ অন্যদের সাথে মেলামেশা না করে বাস স্টপে হেঁটে যেতেও পারে না।

এই আত্ম-প্রতিফলন সমস্ত ছোট ধর্মীয় এবং পার্থিব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেমন কর্মক্ষেত্রে সমস্যা, এবং জীবনের দিকনির্দেশনা এবং উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত সামাজিকীকরণ করে, যার ফলে আত্ম-প্রতিফলনের জন্য নিয়মিত সময় বের করতে ব্যর্থ হয়, সে একটি অর্থহীন এবং লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করবে যেখানে তারা তাদের ভাল আকাঙ্খা, আশা এবং লক্ষ্যগুলি পূরণ করার লক্ষ্য বা চেষ্টা করে না।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই আত্ম-প্রতিফলনের জন্য সময় বের করতে হবে যাতে তারা নিয়মিত তাদের উদ্দেশ্য, তারা যে পথে চলেছে এবং তারা সঠিক পথে চলেছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এর মাধ্যমেই তারা যে পার্থিব এবং ধর্মীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারে এবং তাদের সাথে যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে পারে এবং নিশ্চিত করতে পারে যে তারা জীবনে সঠিক পথে চলেছে, যাতে তারা উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্য পায়।

ঈমান মজবুত করা - 100

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। অধিকাংশ মুসলমানের জন্য, এই বিশ্বাস করা যে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়, এটা বিশ্বাসের খুব বেশি কিছু নয়। কারণ এই ধারণাটি অল্প বয়স থেকেই তাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এটি গ্রহণ করাও বেশ স্পষ্ট। ঈমানের প্রকৃত উল্লম্ফন আসলে এই বিশ্বাসের সাথে জড়িত যে, যে আশীর্বাদগুলো প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করে, যা পবিত্র কোরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। , এই পৃথিবীতে মন ও শরীরের শান্তি লাভ করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এবং অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

এই বাস্তবতা মেনে নেওয়া কঠিন হওয়ার একটি কারণ হল এটি বাহ্যিকভাবে যুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে হয়। যুক্তি নির্দেশ করে যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই শান্তি এবং সুখ পাবে যখন তারা তাদের ইচ্ছা পূরণ করবে। উপরন্তু, যখন লোকেরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সংস্কৃতি, ফ্যাশন এবং অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ লোককে পর্যবেক্ষণ করে, তখন তারা সকলেই তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের মাধ্যমে শান্তি ও সুখ লাভের দিকে নির্দেশ করে এবং উত্সাহিত করে। এমনকি শয়তানও অস্বীকার করবে না যে, মহান আল্লাহর আনুগত্য জান্নাতে নিয়ে যায় কিন্তু সে মুসলমানদেরকে তাদের আশীর্বাদ ব্যবহার করে মৌলিক বাধ্যবাধকতা অতিক্রম করে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ভয় দেখায়, এই বুঝিয়ে যে তারা যদি এটা করে থাকে এই পৃথিবীতে একটি দুঃখজনক জীবনের অভিজ্ঞতা হবে.

এই সমস্ত কারণ এবং আরও অনেক কিছু তাদের আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে বাধা দেয়, কারণ তারা ভয় করে যে তাদের আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দেওয়া তাদের সুখী হতে এবং মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেবে। পরিবর্তে, লোকেরা অবচেতনভাবে দাবি করে যে, মহান আল্লাহ যদি তাদের শান্তি দেন তবে তারা আরও বেশি পাওয়ার জন্য তাদের আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, একজন ব্যক্তি শান্তি লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতগুলোকে প্রথমে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এটি একজন ব্যক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে যার ফলে তারা সঠিকভাবে কাজ করতে এবং মানসিক ও শরীরের শান্তি পেতে বাধা দেয়।

তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য একজনকে অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি অধ্যয়ন, শিখতে এবং

তার উপর আমল করতে হবে, যা তাদের বিশ্বাসের এই লাফ দিতে উত্সাহিত করবে যাতে তারা উভয় জগতেই মন এবং শরীরের শান্তি পান। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে হৃদয়ের নিয়ন্ত্রক মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়, তখন তারা বুঝতে পারে যে পার্থিব আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে কোন পার্থিব ইচ্ছা মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে না। অথচ, কোন অসুবিধাই তাদের মনের প্রশান্তি পেতে বাধা দেবে না , যতক্ষণ না তারা প্রদত্ত নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করবে, ঠিক যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আগুনের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবেন। অধ্যায় 21 আন আম্বিয়া, আয়াত 68-69:

" তারা বলল, "তাকে [হযরত ইব্রাহিম (আঃ)] পুড়িয়ে দাও এবং তোমার উপাস্যদের সমর্থন কর - যদি তুমি কাজ করতে চাও।" আমরা [অর্থাৎ আল্লাহ] বললাম, "হে অগ্নি, ইব্রাহীমের উপর শীতলতা ও নিরাপত্তা হও।"

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। বিচার দিবসের জন্য কার্যত প্রস্তুতির মূল্যে মুসলমানরা কেন তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে তার একটি প্রধান কারণ হল তাদের এই পৃথিবীতে তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলি হারানোর ভয়। এই ভয় একটি অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার যা শয়তান ব্যবহার করে একজন মুসলমানকে পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য, যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও ঐতিহ্যে বর্ণিত মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর। এই পরিণতি এড়ানোর জন্য, একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা অভ্যন্তরীণভাবে ইসলামে বিশ্বাস করে এবং সক্রিয়ভাবে এর শিক্ষাগুলি অনুশীলন করে ততক্ষণ তারা লাভের আশা করে এমন কিছু হারাতে হবে না। এর কারণ হল যে একজন মুসলমান মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সত্যিকার অর্থে কঠোর পরিশ্রম করে, তাকে পরকালে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অতএব, তারা এই পৃথিবীতে যা কিছু চেয়েছিল এবং তা পাওয়ার ক্ষেত্রে হারানোর ভয় ছিল, তারা জান্নাতে পেতে পারে। তারা স্থায়ীভাবে এবং নিখুঁত আকারে তারা যা চেয়েছিল তা উপভোগ করতে সক্ষম হবে। যদিও তারা এই পৃথিবীতে যা চায় তা অর্জন করলেও তা কখনো স্থায়ী বা নিখুঁত হবে না। সুতরাং বাস্তবে, একজন মুসলমানের জন্য কিছু হারানোর মতো কিছু নেই, কারণ তারা হয় এই দুনিয়াতে বা পরকালে যা চায় তা পাবে। অতএব, যদি তারা এই দুনিয়ায় তা না পায়, তবে আখেরাতে তারা তা পাওয়ার আগে অল্প বিলম্ব হবে। একজনকে কেবলমাত্র চিন্তা করতে হবে যে তাদের জীবন এত দ্রুত কেটেছে যে পরকাল কেবল একটি মুহূর্ত দূরে। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 45:

"এবং যেদিন তিনি তাদের একত্রিত করবেন, [এটা হবে] যেন তারা দিনের একটি ঘন্টা ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি..."

গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা মনে রাখা যে একজন আন্তরিক মুসলমানের জন্য, প্রতিটি ভাল ইচ্ছা পূর্ণ হবে, শীঘ্রই বা পরে, তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুতির ক্ষতির কারণে এর পরিপূর্ণতাকে অত্যধিকভাবে তাড়া করা থেকে বিরত রাখবে। একজন খাঁটি মুসলমানের জন্য কোন ক্ষতি নেই, কেবল বিলম্ব।

ঈমান মজবুত করা - 102

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ইসলাম মানুষকে তাদের জীবনে এবং অন্যদের জীবনে ঘটে যাওয়া সমস্ত কিছুর প্রতি সচেতন হতে শেখায়, কারণ একজন তাদের থেকে মূল্যবান পাঠ শিখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দেওয়া একজন মুসলমানের জন্য একটি শক্তিশালী অনুস্মারক যে তারা এটি হারানোর আগে তাদের ভাল স্বাস্থ্য ব্যবহার করে। একইভাবে একজন মুসলমানকে তাদের বক্তব্য এবং অন্যদের বক্তব্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত, কারণ একজন তাদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিতে পারে। লোকেরা প্রায়শই জিহ্বার স্লিপ মুহুর্তগুলি অনুভব করে যার মাধ্যমে তারা এমন কিছু বলে যা তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে ভালভাবে প্রতিফলিত করতে পারে যদিও তা তাদের এবং অন্যদের কাছ থেকে গোপন থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কারও কাছে পরিবারের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়, তখন তারা ভালভাবে বলতে পারে যে একজন ব্যক্তির কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি তার পরিবার হওয়া উচিত। কিন্তু যখন কেউ তাদের সঠিকভাবে নির্দেশ করে যে একজন মুসলমানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আল্লাহ, মহান, বক্তা দ্রুত তাদের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন বা উত্তর দেন যে, তারা এটি বলতে চেয়েছিলেন, যদিও তারা এটি বলেননি। জিভের এই স্লিপ মুহুর্তগুলিতে, এটি নিজের বা অন্যের ক্ষেত্রে ঘটুক না কেন, একজনকে অবশ্যই যা বলা হয়েছে তার উপর গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে এবং তাদের নিজস্ব বিশ্বাস ও কর্মের মূল্যায়ন করতে হবে যাতে তারা সঠিক পথে থাকে এবং মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে মেনে চলতে থাকে এবং এমনকি অবচেতনভাবে নিজেকে প্রতারণা করা এড়িয়ে চলুন।

একইভাবে, অন্যরা যখন কিছু নিয়ে রসিকতা করে, তখন তাদের রসিকতায় প্রায়ই সত্যের একটি স্তর থাকে। অর্থ, তাদের একটি অংশ একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় তারা যা

বলে তা বোঝায়। একজনকে এই বিষয়গুলি মনে রাখা উচিত কারণ তারা তাদের নিজস্ব মানসিকতা এবং আচরণ সম্পর্কে গভীর সত্য শিখতে পারে, যা সর্বদা পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনে সামঞ্জস্য করা যাতে এটি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। বাস্তবে, এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তি কেবল দুটি মান মেনে চলতে পারে। সঠিক মান সব কিছুর স্রষ্টা এবং পালনকর্তা, মহান আল্লাহ থেকে আসে। এই মানগুলি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে আলোচনা করা হয়েছে। অন্য মান হল বিশ্ব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সংস্কৃতি এবং ফ্যাশনের মাধ্যমে যা উৎসর্গ করে। এই মান চঞ্চল এবং সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় এবং যে এগুলি মেনে চলে সে একটি চঞ্চল মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা গ্রহণ করবে। যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মান পরিত্যাগ করে, তখন তারা অনিবার্যভাবে বিশ্ব কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুসরণ করবে। এটির দিকে পরিচালিত প্রধান সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হল স্বাভাবিককরণের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। এটি তখনই হয় যখন একটি বিশেষ মনোভাব, আচরণ বা বিশ্বাস মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে কারণ বৃহত্তর সমাজ এটিকে গ্রহণ করেছে এবং অনুশীলন করে। এটি অনুসরণ করার জন্য একটি বিপজ্জনক পথ হয়ে উঠতে পারে কারণ এটি পাপ এবং বিপথগামীতার দিকে পরিচালিত করে। উদাহরণস্বরূপ, সময়ের সাথে সাথে গীবত করা সমাজে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, কারণ এটি সমাজে খুব বেশি ঘটে। ফলস্বরূপ, অনেক মুসলমান এই বড় পাপের কাজে লিপ্ত হয় এবং প্রত্যাখ্যান করে বলে যে প্রত্যেকেই এটি করে, যখনই তাদের এর বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়। একইভাবে, অনেক মুসলমান ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে ইসলামে অভ্যন্তরীণভাবে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট, যদিও তারা ইসলামের শিক্ষার উপর অনুশীলন না করে। যেহেতু এই মনোভাব সমাজে স্বাভাবিক হয়ে গেছে, মুসলমানরা এই সত্যটি ব্যবহার করে যে অন্য অনেকে এই পদ্ধতিতে আচরণ করে তাদের এই বিচ্যুতিপূর্ণ আচরণ গ্রহণের ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য। একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে সমাজে স্বাভাবিককরণকে পাপ করার ন্যায্যতা হিসাবে ব্যবহার করা এমন কিছু যা মহান আল্লাহ কখনই গ্রহণ করবেন

না। প্রত্যেকে যদি একটি নির্দিষ্ট পাপ করে, তবে তিনি তাদের সবাইকে এর জন্য দায়ী করবেন, এমনকি যদি এর অর্থ তিনি তাদের সবাইকে শাস্তি দেন।

সমাজে স্বাভাবিককরণের দ্বারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হওয়া কেবল তখনই এড়ানো যায় যখন কেউ শেখা এবং মহান আল্লাহ প্রদত্ত মানদণ্ড অনুযায়ী কাজ করা বেছে নেয়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এটি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এবং অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

যদি কেউ এই মান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা অবশ্যম্ভাবীভাবে বিশ্বের দ্বারা নির্ধারিত জীবন মান অনুসরণ করবে। এর ফলে একজন মহান আল্লাহকে ভুলে যাবে এবং তাঁর দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। এটি কেবল এই পৃথিবীতে একটি কঠিন জীবনের দিকে পরিচালিত করে এবং সমাজে যা স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয় তা অনুসরণ করার অজুহাত বিচার দিবসেও গ্রহণ করা হবে না। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলিমরা প্রায়শই অভিযোগ করে যে, যদিও তারা আল্লাহকে অমান্য করার ফলে পরকালে তাদের পরিণতি সম্পর্কে অবগত থাকে, অর্থাৎ জাহান্নামে প্রবেশ করে এবং তাদের অনেকেই জাহান্নাম এবং এর ভয়াবহতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানে, তবুও তারা অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে না। মহান আল্লাহ। একইভাবে, যদিও তারা মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার পরিণতি সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখে, যেমন এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি এবং পরকালে জান্নাত, তবুও তাদের জ্ঞান প্রায়শই তাদের আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে অনুপ্রাণিত করার জন্য যথেষ্ট নয়, যা জড়িত। আশীর্বাদ ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এই মনোভাবের একটি বড় কারণ হল ঈমানের দুর্বলতা। এটি একটি উদাহরণ দ্বারা বোঝা যায়। যখন একজনকে একটি ভীতিকর ছবি বা ভিডিও দেখানো হয়, যেমন একটি কোবরা কাউকে আক্রমণ করছে, যদিও সেই ব্যক্তি কিছুটা আতঙ্ক বোধ করে, যেমন তারা সেই ভীতিকর পরিস্থিতিতে থাকা কল্পনা করে, তবুও এই মনোভাব তাদের আচরণ পরিবর্তন করার জন্য যথেষ্ট নয়। যেমন ভীতিকর ছবি বা ভিডিও দেখার পর তারা ভয়ে পালায় না। অন্যদিকে, যদি একজন ব্যক্তি সরাসরি ভীতিকর কিছু অনুভব করেন, যেমন একটি কোবরা দ্বারা সম্মুখীন হওয়া, এটি তাদের মধ্যে প্রথম দৃশ্যের তুলনায় একটি বৃহত্তর স্তরের ভয় তৈরি করবে এবং তারা নিজেকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত হবে, যেমন পালানো দৃশ্য। একটি সুন্দর ইভেন্টের অভিজ্ঞতার তুলনায় একটি সুন্দর ছবি/ভিডিও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে একই নীতি প্রযোজ্য। ইভেন্টের সাক্ষী থাকা সর্বদা ব্যক্তির উপর কেবল এটি দেখার চেয়ে আরও বেশি ব্যবহারিক প্রভাব ফেলবে। এটাই দুর্বল ও শক্তিশালী ঈমানের পার্থক্য। যার ঈমান দুর্বল সে যখন মহান আল্লাহকে অমান্য করার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করে বা শুনবে তখন ভয় পাবে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের পরিণতি সম্পর্কে

চিন্তা ও শুনে আনন্দ অনুভব করবে। কিন্তু এই ভয় এবং আনন্দ তাদের ব্যবহারিক আচরণকে প্রভাবিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। এটি ভীতিকর বা সুন্দর কিছুর ছবি/ভিডিও দেখার মতো। পক্ষান্তরে, যার দৃঢ় বিশ্বাস আছে তাকে এমন একটি অভ্যন্তরীণ দৃষ্টি দেওয়া হয় যাতে তারা শারীরিকভাবে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা ও আনুগত্যের পরিণতি দেখতে পায়। এই অভ্যন্তরীণ দৃষ্টি এতই শক্তিশালী যে এটি তাদের কার্যত প্রভাবিত করে এবং তাই তাদেরকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে এবং তাঁর অবাধ্যতা এড়াতে উত্সাহিত করে। সহীহ মুসলিমের ৯৯ নম্বর হাদিসে এই অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা করা হয়েছে।

একজনকে অবশ্যই দৃঢ় বিশ্বাস অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং এই অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে যাতে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের আচরণ উন্নত হয়। পবিত্র কুরআনের জ্ঞান এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে আন্তরিকভাবে অর্জন ও আমল করার মাধ্যমে এটি অর্জন করা হয়। এই জ্ঞান ও কর্ম ব্যতীত, কেউ এই অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াই বেঁচে থাকবে এবং তাদের দুর্বল বিশ্বাসের ফলস্বরূপ, মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য বা অমান্য করার পরিণতি সম্পর্কে যে কোনও অনুস্মারক তাদের আচরণে সামান্য বা কোনও প্রভাব ফেলবে না।

ঈমান মজবুত করা - 105

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। একটি অসুবিধার সূচনা থেকে ধৈর্য দেখাতে ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হল যখন তারা জীবনের বড় চিত্রের উপর মনোযোগ হারায়। একজন ব্যক্তি যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হন তা পুরো জিগস পাজলের তুলনায় শুধুমাত্র একটি জিগস টুকরার মতো। কিন্তু যখন কেউ সেই একক অংশে সম্পূর্ণভাবে ফোকাস করে, যা প্রায়শই একটি অসুবিধার প্রতিনিধিত্ব করে, তখন তারা পুরো জিগস ধাঁধার উপর মনোযোগ হারায় এবং ফলস্বরূপ, কঠিনটি সত্যিকারের তুলনায় অনেক বেশি গুরুতর বলে মনে হয় এবং এর নেতিবাচক পরিণতিগুলি বাস্তবের চেয়ে আরও গুরুতর বলে মনে হয়। . এটি একজনকে ধৈর্য প্রদর্শনে বাধা দেয়, যার মধ্যে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রেখে বক্তব্য বা কাজের মাধ্যমে পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিযোগ করা এড়ানো জড়িত। এই পরিণতি এড়াতে সর্বোত্তম উপায়গুলির মধ্যে একটি হল ক্রমাগত বিচার দিবসের দিকে মনোনিবেশ করা। এটি তাদের বুঝতে সাহায্য করবে যে তাদের সমস্যা বা অসুবিধা এত বড় বিষয় নয়, কারণ বিচার দিবসের অসুবিধার সাথে কোন পার্থিব অসুবিধার তুলনা হয় না। পার্থিব সমস্যার নেতিবাচক পরিণতি বিচার দিবসের চেয়ে বেশি গুরুতর নয়। একজনকে মনে রাখতে হবে যে এটি এমন একটি দিন যখন সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে নিয়ে আসা হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কৃতকর্ম অনুসারে ঘাম ঝরবে। জামি আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। যেদিন একই আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্কে জোর দেওয়া হবে এবং খুশি করার জন্য মরিয়া চেষ্টা করবে, তখন তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। অধ্যায় 80 আবাসা, আয়াত 33-37:

"কিন্তু যখন বধির বিস্ফোরণ ঘটবে। যেদিন একজন মানুষ তার ভাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। এবং তার মা এবং তার বাবা। এবং তার স্ত্রী এবং তার সন্তানদের। প্রতিটি মানুষের জন্য, সেই দিনটি তার জন্য যথেষ্ট হবে।"

যেদিন তারা জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করার পর তাদের কর্ম সম্পর্কে চিন্তা করবে। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23:

"এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম - সেই দিন, মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, কী উপকার হবে] স্মরণ হবে?"

যখন কেউ এই দিনে মনোযোগ দেয়, তখন তাদের পার্থিব সমস্যা এবং অসুবিধা বড় ব্যাপার বলে মনে হবে না। এই মনোভাব তাদের অসুবিধার সূচনা থেকে ধৈর্য প্রদর্শন করতে এবং একটি উপযুক্ত পদ্ধতিতে এটিকে মূল্যায়ন করতে এবং মোকাবেলা করতে সাহায্য করবে যা তাদের চাপ কমিয়ে দেয়।

এছাড়াও, বিচার দিবসের প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা নিশ্চিত করবে যে তারা মুখ ফিরিয়ে নেবে, উপেক্ষা করবে এবং বিচার দিবসে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হবে না এমন কিছুকে ছোট করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের জীবনের অসুবিধা এবং চাপ। পরিবর্তে, তারা বিচার দিবসে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির উপর ফোকাস করবে, যেমন অসুবিধার মুখে ধৈর্য প্রদর্শন করা। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

ফেরাউনের জাদুকররা ঈমান গ্রহণের পর ফেরাউনের দেওয়া শারীরিক নির্যাতনের হুমকিতে বিচলিত বা বিচলিত না হওয়ার কারণেই সম্ভবত এই সঠিক মনোভাব ছিল, কারণ তারা বিচার দিবসের দিকে মনোনিবেশ করেছিল। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 49-50:

"[ফেরাউন] বলল, "আমি তোমাকে অনুমতি দেওয়ার আগেই তুমি তাকে [অর্থাৎ মূসাকে] বিশ্বাস করেছিলে। প্রকৃতপক্ষে, তিনি আপনার নেতা যিনি আপনাকে যাদু শিখিয়েছেন, কিন্তু আপনি জানতে যাচ্ছেন। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং আমি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে ক্রুশবিদ্ধ করব।" তারা বলল, "কোন ক্ষতি নেই। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাব।"

ঈমান মজবুত করা - 106

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যখন কেউ ইসলামের শিক্ষা এবং অন্যদের জীবন পর্যবেক্ষণ করে, তখন তারা স্পষ্টভাবে দেখতে পায় যে তিনটি উপায়ে মানুষ ব্যবহার করতে পারে প্রতিটি আশীর্বাদ যা তারা আল্লাহ প্রদত্ত হয়েছে, এবং প্রতিটি পছন্দের ফলাফল। প্রথম উপায় হল আশীর্বাদগুলিকে পাপপূর্ণ উপায়ে ব্যবহার করা। এর ফলে উভয় জগতেই সম্ভাব্য শাস্তি হতে পারে। এই পৃথিবীতে, তাদের আশীর্বাদ তাদের জন্য অভিশাপ এবং তাদের অসুবিধা ও দুর্দশার কারণ হবে। যেমন, যে তার সন্তানকে হারামের উপর বড় করে, সে দেখবে যে তার সন্তান তাদের জন্য দুঃখ ও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ কঠিন]..."

দান করা আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করার দ্বিতীয় উপায় হল এমন উপায়ে যা ইসলাম দ্বারা নিষ্ফল বলে বিবেচিত হয়। এর মধ্যে আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা জড়িত যা পাপ নয় এবং এর ফলে কোনও ভাল কাজও হয় না। এইভাবে আচরণ করা পরকালে মানুষের জন্য একটি বড় অনুশোচনা হবে, বিশেষ করে যখন তারা তাদের আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহারকারীদের দেওয়া পুরষ্কার পর্যবেক্ষণ করে। উপরন্তু, নিরর্থক উপায়ে একজনের আশীর্বাদ ব্যবহার করা তাদের পক্ষে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লা প্রতিরোধ করতে পারে। নিরর্থক উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করার ফলে এই পৃথিবীতে মানসিক চাপ এবং

উদ্বেগ দেখা দেয়। উদাহরণ স্বরূপ, যে ব্যক্তি তাদের সময়কে অনর্থক উপায়ে ব্যবহার করে তারা প্রায়শই বেশি চাপের সম্মুখীন হয়, যেমন তর্ক-বিতর্ক, যারা তাদের সময়কে নিরর্থক উপায়ে ব্যবহার করা এড়িয়ে যায়। যারা তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সম্পদের সন্ধান করে তারা প্রায়শই তাদের চেয়ে বেশি চাপ দেয় যারা কেবল তাদের প্রয়োজন অনুসারে সন্ধান করে এবং ব্যবহার করে।

একজন ব্যক্তি যে পার্থিব আশীর্বাদগুলোকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা ব্যবহার করার চূড়ান্ত উপায় হল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়। এটি আসলে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাই আশীর্বাদ বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

উপরন্তু, এই পদ্ধতিতে আচরণ করা হল মহান আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাই মনে ও শরীরের শান্তির দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

যে এই পদ্ধতিতে আচরণ করে সে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করেছে এবং তাই উভয় জগতে একটি ভাল, উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং অর্থপূর্ণ জীবনযাপন করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অবশেষে, এমনকি যখন এই ব্যক্তি সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তারা ধৈর্যের সাথে সাড়া দিতে এবং আরও আশীর্বাদ এবং পুরস্কার পেতে সঠিকভাবে নির্দেশিত হবে। তারা অ্যানেস্থেশিয়ার অধীনে থাকা রোগীর মতো হবে যারা তাদের পরিচালিত চিকিত্সার ব্যথা অনুভব করে না। অর্থ, তারা অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে কিন্তু তাদের হৃদয় সর্বদা শান্তিতে থাকবে।

উপসংহারে বলা যায়, এই তিনটি উপায় এবং ফলাফল যা কেউ তাদের দেওয়া আশীর্বাদ ব্যবহার করতে পারে। একজন ব্যক্তির কোন পদ্ধতিতে কাজ করা উচিত তা উপসংহারে আসতে একজন পণ্ডিত লাগে না।

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। লোকেরা প্রায়শই এমন জিনিসগুলিকে বিভ্রান্ত করে যেগুলির উপর তাদের কোন ক্ষমতা নেই যেগুলির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং এর জন্য দায়ী। এই বিভ্রান্তির ফলে, তারা সঠিক মানসিকতা ও আচরণ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় যার ফলে ইসলাম যে মানসিক প্রশান্তি দেয় তা থেকে বঞ্চিত হয়। পরিবর্তে, তাদের বিভ্রান্তি তাদের একটি ভারসাম্যহীন মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার অবলম্বন করে যার ফলে তারা অল্প সময়ের মধ্যে এক চরম মেজাজ থেকে অন্য চরম মেজাজে দুলতে থাকে, যার ফলে মানসিক ব্যাধি, যেমন চাপ, উদ্বেগ এবং বিষণ্নতা দেখা দেয়।

এই ফলাফল এড়াতে কিছু জিনিস বুঝতে হবে। একজনের জীবনে দুটি উপাদান আছে। প্রথমটি হল বাহ্যিক জিনিস এবং তাদের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, যেমন অসুস্থ হওয়া। এই জিনিসগুলি নিয়তি এবং ঐশ্বরিক ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত এবং এড়ানো বা এড়ানো যায় না। দ্বিতীয় উপাদানটি অভ্যন্তরীণ এবং এটি একজনের আচরণের সাথে যুক্ত। এই উপাদানটির উপর একজন ব্যক্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং এটিই মহান আল্লাহ কর্তৃক তাদের বিচার করা হবে।

বিভ্রান্তি ঘটে যখন কেউ বুঝতে ব্যর্থ হয় যে তাদের আচরণের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং এর জন্য তারা দায়ী, এবং ফলস্বরূপ তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মনের অবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় যার ফলে তারা অত্যধিক সুখী অর্থ, আনন্দিত, স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে এবং অত্যধিক দু: খিত, অর্থ, শোক, অসুবিধা সময়ে. পরিবর্তে, তারা তাদের আচরণের উপর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে এটি

তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং ভাগ্যের একটি অংশ হিসাবে আচরণ করে, ঠিক যেমন তারা মুখোমুখি হয় বাহ্যিক পরিস্থিতির মতো। নিজেদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার ফলে, তারা তুচ্ছ জিনিসের জন্য উল্লসিত হয় এবং তুচ্ছ এবং তুচ্ছ বিষয়গুলিতে অত্যন্ত বিরক্ত হয়। যখনই তারা তাদের চরম আচরণ থেকে পুনরুদ্ধার করে তখনই তারা কেবল তাদের কাঁধ ঝাঁকায় এবং মন্তব্য করে যে এটিই জীবন এবং এটিই এমন। ফলস্বরূপ, তারা সময়ের সাথে তাদের আচরণের উন্নতি করে না, বা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয় না, কারণ তারা তাদের আচরণের জন্য দায়িত্ব নেয় না এবং পরিবর্তে এটিকে এমন জিনিসগুলির সাথে রাখে যা তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। এটি একটি অবিশ্বাস্যভাবে অভদ্র এবং মূর্খতাপূর্ণ মনোভাব অবলম্বন করা যেমন একজন ব্যক্তি আল্লাহকে দোষারোপ করে, যিনি মহান, যিনি ভাগ্য নির্ধারণ করেন, তাদের খারাপ আচরণ এবং মনোভাবের জন্য, যদিও তাদের আচরণ সম্পূর্ণরূপে তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

যখন কেউ এই মনোভাব অবলম্বন করে তখন তারা বিশ্বাস করবে যে এক চরম মেজাজ থেকে অন্য মেজাজে দোলানো এই পৃথিবীতে কেবল একটি আদর্শ এবং এভাবেই জীবনযাপন করা উচিত ছিল। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মুসলিম জীবনের চেয়ে মানসিকভাবে অস্থির ব্যক্তির জীবনধারার কাছাকাছি, একটি ভারসাম্য যা ইসলাম শেখায়।

উপসংহারে, একজনকে অবশ্যই বিভ্রান্তিকর এড়াতে হবে যেগুলির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই যার উপর তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে অর্থাৎ তাদের আচরণ এবং মনোভাব। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করার মাধ্যমে, একজন মুসলমান তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে পারে এবং শিখতে পারে এবং ইসলামী জ্ঞানের সমর্থনে, তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক অবস্থা অবলম্বন করবে যাতে তারা চরম মেজাজ এড়িয়ে চলে। এটি এই পৃথিবীতে শান্তি এবং মনের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 22-23:

"পৃথিবীতে বা তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিপর্যয় আসে না, তবে তা একটি রেজিস্টারে থাকে, আমরা এটিকে অস্তিত্বে আনার আগে - প্রকৃতপক্ষে, এটি আল্লাহর জন্য সহজ। যাতে তোমরা নিরাশ না হও যা তোমাদের এড়িয়ে গেছে এবং যা নিয়ে উচ্ছ্বসিত না হয়। সে তোমাকে দিয়েছে..."

ঈমান মজবুত করা - 108

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ইসলামে অবিচল থাকা এবং ইসলামে হঠকারিতা অবলম্বন করার মধ্যে পার্থক্য করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তারা বাহ্যিকভাবে একই রকম দেখাতে পারে তবুও তারা খুব আলাদা। ঈমানের প্রতি একগুঁয়েমি অন্ধ অনুকরণ এবং ইসলামী জ্ঞান না শেখার ও আমল না করার ফল। ইসলামে অন্ধ অনুকরণ অপছন্দ করা হয়, কারণ মানুষকে উচ্চ মানসিক ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাই তাদের গবাদি পশুর মতো আচরণ করা উচিত নয়, যারা একে অপরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই সাহাবীদের অনুসরণ করতে হবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, যারা ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বল, "এটা আমার পথ; আমি অন্তর্দৃষ্টি সহকারে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে...""

বিশ্বাসে একগুঁয়েতা তাই দৃঢ় বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায় না। এটি একজনকে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকা থেকে বিরত রাখে, যার মধ্যে রয়েছে সেই আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। নবী মুহাম্মদ সা. একজন একগুঁয়ে মুসলিম কিছু ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে মানতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্যদের ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হবে, কারণ এটি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দৃঢ় বিশ্বাস তাদের নেই।

উপরন্তু, বিশ্বাসে একগুঁয়েতা একজনকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যের উন্নতি করতে বাধা দেয়, কারণ তারা তাদের অভ্যাসের বিরোধিতা করলে ভালোর জন্য পরিবর্তন হবে না। অন্যদিকে, ইসলামে অবিচলতা একজনকে উৎসাহিত করবে তাদের আচরণ পরিবর্তন করতে এবং উন্নতি করতে যখনই তারা নতুন কিছু শিখবে। উদাহরণস্বরূপ, একগুঁয়ে মুসলমান মসজিদে তাদের স্বেচ্ছায় নামায পড়া চালিয়ে যাবে এমনকি তাদের বলা হয়েছে যে এটি পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য। মসজিদে প্রবেশ করার সময় নামাজের দুটি চক্রের ব্যতিক্রম। এটি অনেক হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, যেমন সহীহ বুখারি, 6113 নম্বরে পাওয়া যায়। একজন একগুঁয়ে মুসলমান এমনকি এমন অভ্যাসগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য থেকে নেওয়া হয়নি। এমনকি যদি তাদের তার ঐতিহ্যের উপর অভিনয় করতে হয়।

অপরদিকে ঈমানে অটল থাকার মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা। এই মনোভাব একজনকে ক্রমাগত তাদের আচরণ পরিবর্তন এবং উন্নত করতে উৎসাহিত করে, কারণ তারা তাদের জ্ঞান বাড়ায়। এটি দৃঢ় বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করে, যা নিশ্চিত করে যে তারা সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে বাধ্য থাকবে। সুতরাং, উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য অর্জন করতে চাইলে একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই মনোভাব অবলম্বন করতে হবে। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 13:

"নিশ্চয় যারা বলেছে, "আমাদের রব আল্লাহ" অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

ঈমান মজবুত করা - 109

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করে, মহান আল্লাহ তাদের পথ দেখান। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তিনি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাঁর কাছে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত। কিন্তু যারা ক্রমাগত তাঁর অবাধ্যতা করে তারা গোমরাহীতে অন্ধভাবে বিচরণ করে। অতএব, মুসলমানদের জন্য আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা অত্যাবশ্যক, কারণ ক্রমাগত অবাধ্যতা আধ্যাত্মিক হৃদয় এবং ব্যক্তির কর্মকে কলুষিত করে।

এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যাকে একজন বিচারক বেআইনিভাবে আচরণ না করার জন্য সতর্ক করেছেন কিন্তু ব্যক্তি এই আচরণে অটল থাকার পরে বিচারক তাদের কারাগারে আটকে রাখার আদেশ দেন। অতএব, মহান আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করেননি, তারা কেবল নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছে।

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, গোমরাহীতে পরিত্যাগ করা একটি আধ্যাত্মিক বিষয় এবং তাই মানবজাতির কাছে লুকিয়ে থাকা, মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে কিছু লোক এই পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে অনুমান না করা। পরিবর্তে তাদের উচিত সমস্ত লোকের সম্পর্কে ইতিবাচকভাবে চিন্তা করা এবং তাই তাদের বিশ্বাস এবং আচরণের সংস্কারে আন্তরিকভাবে ব্যবহারিকভাবে সহায়তা করা।

মহান আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদেরকে ভালো ও মন্দের পার্থক্য করার জ্ঞান ও শক্তি দান করেন এবং এমনকি ভালো কিছু পছন্দ করার এবং অপছন্দ করার এবং মন্দকে এড়িয়ে চলার সহজাত প্রবণতা তাদের মধ্যে দিয়েছিলেন। জামি আত তিরমিযী, 2389 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ মানবজাতিকে ভাল এবং মন্দের মধ্যে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাও দিয়েছেন। এই পছন্দটি একজন ব্যক্তির স্বাভাবিক যুক্তিশক্তি বৃদ্ধি বা হ্রাস করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। অধ্যায় 91 আশ শামস, আয়াত 9-10:

“তিনি সফল হয়েছেন যিনি এটিকে শুদ্ধ করেছেন [আধ্যাত্মিক হৃদয় - যুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষদ]। এবং তিনি ব্যর্থ হয়েছেন যে এটি [দুর্নীতির সাথে] স্থাপন করে।"

যখন একজন ব্যক্তি কল্যাণের পথ বেছে নেয় তখন তার স্বাভাবিক সম্ভাবনার বিকাশ ঘটে এবং মহান আল্লাহ তাদের প্রচেষ্টায় আরও সমর্থন দেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

কিন্তু কেউ যদি তাদের মন্দ ইচ্ছার অনুসরণ করে এবং মন্দ পথ বেছে নেয় তবে ধীরে ধীরে তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় অন্ধকারে নিমগ্ন হয়ে যাবে এবং সেখানে কোন কল্যাণ থাকবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩৩৩৪ নং হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি তওবা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে আলোচ্য মূল আয়াতটি কার্যকর হবে। এই ব্যক্তি এতটাই মন্দ কাজে নিমগ্ন হয়ে পড়ে যে তারা তাদের মন্দ মানসিকতা ও কর্মে আনন্দ পায়। তারা একেবারে ভাল কিছু ঘৃণা.

ঈমান মজবুত করা - 110

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। পবিত্র কুরআনে অগণিত গুণাবলী রয়েছে যা এটিকে অন্য যেকোন জাগতিক গ্রন্থ থেকে আলাদা করে। পবিত্র কুরআনের এই দিকটি এতই তীব্র যে এটি অসংখ্য জীবনকাল ধরে ব্যাখ্যা বা আলোচনাও করা যায় না। তবে এই গুণগুলির কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হবে। সর্বপ্রথম, পবিত্র কুরআনে, মহান আল্লাহ, সমগ্র মহাবিশ্বকে (শুধু মানুষ নয়) একটি উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন এবং এই ঐশী ওহী নাযিল হওয়ার সময় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের জন্যই নয় বরং সমস্ত সৃষ্টির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। সময়ের শেষ চ্যালেঞ্জ হল যদি লোকেরা বিশ্বাস করে যে পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ নয়, তাহলে তাদের উচিত এমন একটি অধ্যায় তৈরি করা যা পবিত্র কুরআনের একটি অধ্যায়ের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 23:

"আর আমরা আমাদের বিশেষ ভক্তের উপর যা অবতীর্ণ করেছি সে সম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তবে এর অনুরূপ একটি অধ্যায় নিয়ে আস এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীদের ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

সমগ্র গ্রহে এমন কোনো বই নেই যা এই ধরনের ওপেন চ্যালেঞ্জ দিতে পারে এবং দিয়েছে। কিন্তু 1400 বছরেরও বেশি আগে পবিত্র কুরআন সমগ্র বিশ্বকে এই চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত এই চ্যালেঞ্জ অমুসলিমরা জয়ী হতে পারেনি এবং এটি কখনও ঈশ্বরের ইচ্ছায় হবে না।

পবিত্র কুরআনের আরেকটি গুণ হল এটি ভবিষ্যতের ঘটনার ফলাফল বর্ণনা করেছে। কিন্তু এই বিবৃতিগুলির আরও আশ্চর্যজনক বিষয় হল যে ফলাফলগুলি তখন অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ অধ্যায় 48 আল ফাত, আয়াত 28:

“তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত সহ প্রেরণ করেছেন সত্যের দ্বীন যাতে তিনি একে অন্য সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করতে পারেন এবং সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।"

যখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন সমগ্র মক্কা নগরীই ইসলাম ছিল তাই মক্কাবাসীরা যখন এই আয়াতটি শুনেছিল, দুর্ভাগ্যবশত তাদের জন্য, তারা বিশ্বাস করেছিল যে ইসলাম খুব দুর্বল এবং তাই বেশিদিন টিকে থাকবে না এবং অবশ্যই মক্কার সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়বে না। সমগ্র বিশ্ব একা। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে মহান আল্লাহ এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন।

পবিত্র কুরআন কীভাবে ভবিষ্যতের একটি ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যা সেই সময়ে অকল্পনীয় ছিল তার আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 30 আর রুম, 2-5 আয়াতে:

“রোমানরা পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী ভূমিতে এবং তাদের পরাধীনতার পর তারা শীঘ্রই পরাস্ত হবে। আপনি উত্তর দিবেন না। হুকুম শুধু আল্লাহর আগে ও পরে। আর সেদিন মুমিনগণ আনন্দ করবে। আল্লাহর সাহায্যে তিনি যাকে খুশি সাহায্য করেন। আর তিনি পরাক্রমশালী ও দয়ালু।"

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতগুলি এমন এক সময়ে নাজিল হয়েছিল যখন রোমানরা (খ্রিস্টানরা) পারস্যদের (অগ্নি উপাসকদের) সাথে যুদ্ধ করছিল। অনেক প্রামাণিক ঐতিহাসিক বই দ্বারা এই যুদ্ধ নিশ্চিত করা হয়েছে। এই বিশেষ সময়ে পারস্যরা যুদ্ধ জয়ের দ্বারপ্রান্তে ছিল। এক পর্যায়ে রোম নিজেই পারস্যদের দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ বলেছেন যে রোমানরা শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়ে রাজত্ব করবে। মক্কার অমুসলিমরা যারা নিজেরাই মূর্তিপূজারী ছিল তারা পারস্যদের পক্ষ নিয়েছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে একমত হয়েছিল যে রোমানদের পক্ষে জয়লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু মহান আল্লাহ সর্বদা এই আয়াতগুলোকে সত্য প্রমাণ করেছেন এবং রোমানদের বিজয়ের অনুমতি দিয়েছেন।

একটি চূড়ান্ত উদাহরণ যা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছে আবেদন করে, আল আম্বিয়া অধ্যায় 21, আয়াত 33 এ দেখা যায়:

“আর তিনিই রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। একেকজন একেক পরিধিতে ভাসছে।"

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানীরা সৌরজগৎ ঠিক কীভাবে সাজানো হয়েছে তা নিয়ে তত্ত্ব নিয়ে লড়াই করেছেন যেমন সূর্য স্থির থাকে এবং পৃথিবী চারপাশে ঘোরে বা তার বিপরীতে। শুধুমাত্র তুলনামূলকভাবে সম্প্রতি এটি বিভিন্ন ধর্ম এবং পটভূমি থেকে বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে প্রতিটি বস্তু; সূর্য, চাঁদ এবং পৃথিবী সকলেই তাদের নিজস্ব অক্ষের উপর ঘুরছে এবং একটি সেট কক্ষপথে একে অপরের চারপাশে ঘোরে। কিন্তু মহান আল্লাহ 1400 বছর আগে এটি ঘোষণা করেছিলেন। পবিত্র কুরআনের বিজ্ঞান সম্পর্কিত সকল আয়াত আজ বিজ্ঞানীদের দ্বারা ধীরে ধীরে প্রমাণিত হচ্ছে। এটি প্রমাণের একটি বিশাল অংশ যা প্রমাণ করে যে পবিত্র কুরআন এক এবং একমাত্র সত্য ঈশ্বরের বাণী, মহান আল্লাহ, যিনি এই মহাবিশ্ব এবং এর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, কারণ শুধুমাত্র একজন স্রষ্টাই তার সৃষ্টিকে সত্যিকারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন।

যদিও পবিত্র কুরআনের অনেক আদেশ মানুষ বুঝতে পারে না তার মানে এই নয় যে সেগুলি ভুল। পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত যার জ্ঞান মানুষের কাছে লুকিয়ে ছিল তা প্রকাশ পায় যখন সমাজ বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছেছিল। যেহেতু পুরো পবিত্র কুরআন একটি প্রজ্ঞা ও দিকনির্দেশনার গ্রন্থ তাই কেউ এর নির্দেশ বুঝুক বা না বুঝুক তা অবশ্যই মেনে নিতে হবে। এই পরিস্থিতিটি ঠিক এমন একটি শিশুর মতো যে ঠান্ডায় ভুগছে এবং আইসক্রিম খেতে চায় কিন্তু তাদের পিতামাতা তা দেয় না। পিছনের জ্ঞান না বুঝেই শিশু কাঁদতে থাকবে কিন্তু যাদের জ্ঞান আছে তারা পিতামাতার সাথে একমত হবেন যদিও বাহ্যিকভাবে মনে হয় যেন পিতামাতার সিদ্ধান্ত সন্তানের প্রতি অন্যায় করছে।

পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করার সময় যে কেউ বুঝতে পারবে যে এটি আলোচনা করা সুস্পষ্ট এবং সূক্ষ্ম উভয় অর্থের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্বের বিভিন্ন স্তর ধারণ করে। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 1:

"...[এটি] এমন একটি কিতাব যার আয়াতগুলিকে পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে এবং তারপর [যিনি] জ্ঞানী ও সচেতন তার কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।"

এটির অভিব্যক্তিগুলি অতুলনীয় এবং এর অর্থগুলি একটি সহজ সরল সামনের উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর আয়াতগুলি অত্যন্ত বাগ্মী এবং অন্য কোন পাঠ এটিকে অতিক্রম করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী জাতির কাহিনীও বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইতিহাসে শিক্ষিত ছিলেন না। এটি প্রতিটি ধরণের ভাল কাজের আদেশ দিয়েছে এবং প্রতিটি ধরণের মন্দকে নিষেধ করেছে, যা একটি ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে এবং যা একটি সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে যাতে শান্তি ও নিরাপত্তা ঘরে এবং সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআন কবিতা এবং গল্পের বিপরীতে অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা মিথ্যা থেকে মুক্ত। পবিত্র কুরআনে ছোট বা দীর্ঘ সব আয়াতই উপকারী। এমনকি যখন পবিত্র কুরআনে একই গল্পের পুনরাবৃত্তি হয় তখন তা থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়। অন্য সব বইয়ের মতো পবিত্র কুরআন বারবার পাঠ করলে বিরক্ত হয় না এবং সত্য সন্ধানকারী কখনোই এটি অধ্যয়নে বিরক্ত হয় না। পবিত্র কুরআন শুধু সতর্কবাণী ও প্রতিশ্রুতিই দেয় না বরং অটল ও স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে তাদের সমর্থন করে। পবিত্র কুরআন যখন বিমূর্ত মনে হতে পারে এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে, যেমন ধৈর্য অবলম্বন করা, এটি সর্বদা এটি বাস্তবায়নের একটি সহজ এবং বাস্তব উপায় প্রদান করে। এটি একজনকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে এবং একটি সহজ কিন্তু গভীর উপায়ে অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুত করতে উত্সাহিত করে। এটি সরল পথকে পরিষ্কার এবং আবেদনময় করে তোলে যিনি উভয় জগতেই প্রকৃত সাফল্য কামনা করেন। এর মধ্যে থাকা জ্ঞান নিরবধি এবং প্রতিটি সমাজ ও যুগে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি প্রতিটি মানসিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক অসুবিধার জন্য একটি নিরাময় যখন এটি সঠিকভাবে বোঝা এবং প্রয়োগ করা হয়। একজন ব্যক্তি বা সমগ্র সমাজ যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে

পারে তার প্রতিকার এটি। যেসকল সমাজ পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করেছে তা বোঝার জন্য শুধুমাত্র ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে। সমস্ত ঢের সুবিধা। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হলেও পবিত্র কোরআনে একটি অক্ষরও সম্পাদনা করা হয়নি কারণ মহান আল্লাহ তা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইতিহাসের অন্য কোনো বই এ গুণের অধিকারী নয়। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 9:

"নিশ্চয়ই, আমরাই বাণী [অর্থাৎ কুরআন] নাযিল করেছি এবং আমরাই এর রক্ষক হব।"

নিঃসন্দেহে এটি মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কালজয়ী অলৌকিক ঘটনা, যিনি তাঁর শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তিই এর দ্বারা উপকৃত হবেন যিনি সত্যের সন্ধান করেন যেখানে তাদের আকাঙ্ক্ষার অন্বেষণকারীরা কেবল শুনতে এবং অনুসরণ করা কঠিন হবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

ঈমান মজবুত করা - 111

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ঐশী প্রত্যাদেশ দুই প্রকার। একটি হল মহান আল্লাহর সঠিক বাণী, যা পবিত্র কুরআন দ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছে। অন্যটি হল মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত অনুপ্রেরণা। একে হাদিস বা বর্ণনা বলা হয়, কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ইচ্ছা থেকে কথা বলেননি। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 3:

"এবং তিনি [তার নিজের] প্রবণতা থেকে কথা বলেন না।"

পবিত্র কুরআনকে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস/ঐতিহ্য ছাড়া সঠিকভাবে বোঝা যায় না, কারণ হাদীসটি আয়াতগুলিকে তাদের সঠিক প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করে যেমন সেগুলি কেন অবতীর্ণ হয়েছিল, তারা কী নির্দেশ করছে ইত্যাদি। তাই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসরণ করা ফরজ। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

এবং অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাই] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

এবং অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর..."

এবং অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 80:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

হাদীসের প্রয়োজনের আরেকটি কারণ হল পবিত্র কুরআন সবকিছু ব্যাখ্যা করে না তাই একজনকে বাধ্য করা হয় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসের দিকে ফিরে যেতে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের তিনটি

স্তম্ভ: ফরজ দান, পবিত্র হজ্জ এবং ফরজ নামাজ। ফরজ নামাজ, যা ইসলামের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ, পবিত্র কোরআনে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি, যেমন নামাজ পড়ার উপায় পবিত্র কোরআনে একেবারেই উল্লেখ করা হয়নি। সময়গুলি অস্পষ্টভাবে নির্দেশিত কিন্তু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি।

ওয়াজিব দানের সঠিক পরিমাণ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করা হয়নি, শুধুমাত্র দলগুলোই এর অধিকারী। কিন্তু তারপরও বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণরূপে বোঝার জন্য একজনকে অবশ্যই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের দিকে ফিরে যেতে হবে।

পবিত্র কুরআনে পবিত্র তীর্থযাত্রার কিছু অংশ খুব সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি স্থানে কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট ক্রম বা কী করতে হবে তা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ নেই।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস ছাড়া ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে তিনটিই সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য সংরক্ষণ করেছেন। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 9:

"নিশ্চয়ই আমরা উপদেশ নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমরা এটি সংরক্ষণ করব।"

এই আয়াতে কুরআন শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি। পরিবর্তে, অনুস্মারক উল্লেখ করা হয়েছে, যা উভয় প্রকারের ঐশ্বরিক ওহী অন্তর্ভুক্ত করে: পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য।

যে লোকেরা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পবিত্র কুরআন প্রেরণ করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাই হলেন সেই লোক যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য প্রেরণ করেছেন। যদি একজন ব্যক্তি একটিকে প্রত্যাখ্যান করে তবে এটি অন্যটির উপর সন্দেহ সৃষ্টি করে।

পরিশেষে, যারা ইসলামকে সর্বোত্তম বুঝতে পেরেছিলেন তারা হলেন সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তারা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য ব্যতীত পবিত্র কুরআন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে না। এই রেওয়ায়েতগুলো ছাড়া পবিত্র কুরআনের আয়াতকে সঠিক প্রেক্ষাপটের বাইরে নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করা সহজ হয়ে যায়। এটি পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য, যা আয়াতগুলোকে স্পষ্ট করে দেখায় যে তারা আসলে কী বোঝায়। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পবিত্র কুরআনের বাস্তব নমুনা।

ঈমান মজবুত করা - 112

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। লোকেরা প্রায়শই মহান আল্লাহকে সেই সমস্ত জাগতিক শাসকদের অনুরূপ কল্পনা করেছে যারা তাদের বিশাল প্রাসাদে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনযাপন করে। এই ধরনের শাসকরা সাধারণত তাদের প্রজাদের থেকে অনেক দূরে থাকে। সমস্ত উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যে তারা তাদের বিষয়ের সরাসরি অ্যাক্সেসের বাইরে। তাদের প্রজাদের তাদের কাছে পৌঁছানোর একমাত্র উপায় হল নির্বাচিত এবং প্রিয় দরবারীদের মাধ্যমে। এবং এমনকি যদি কোনো প্রজা দরবারের মাধ্যমে তাদের আবেদন জানাতে সফল হয় তবে এই শাসকরা প্রায়শই এই ধরনের আবেদনের সরাসরি জবাব দিতে অহংকারী হয়। এটি একজন দরবারীর কাজের একটি দিক - একজন শাসকের কাছে তার প্রজাদের আবেদনের সাথে যোগাযোগ করা এবং শাসকের প্রতিক্রিয়া প্রজাদের সাথে যোগাযোগ করা।

যেহেতু মহান আল্লাহকে প্রায়শই এই ধরনের জাগতিক শাসকদের মূর্তিতে কল্পনা করা হয়েছিল, অনেক লোক এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের শিকার হয় যে মহান আল্লাহ সাধারণ মানুষের নাগালের ঊর্ধ্বে। এই বিশ্বাস আরও ছড়িয়ে পড়ে কারণ অনেক দুষ্ট লোক এই ধরনের ধারণা প্রচার করা লাভজনক বলে মনে করেছিল। এ কারণে সাধারণ জনগণ মনে করত যে, মহান আল্লাহর কাছে কেবল শক্তিশালী মধ্যস্থতাকারী ও সুপারিশকারীদের মাধ্যমেই সান্নিধ্য লাভ করা যায়। একজন ব্যক্তির প্রার্থনা মহান আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর এবং তাঁর দ্বারা উত্তর দেওয়ার একমাত্র উপায় ছিল এই পবিত্র লোকদের একজনের মাধ্যমে তাঁর কাছে যাওয়া। অতএব, এই ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের উপহার প্রদান করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়েছিল যারা অনুমিতভাবে মহান আল্লাহর কাছে একজন ব্যক্তির প্রার্থনা জানানোর বিশেষত্ব উপভোগ করেছিলেন। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 61:

“আর সামুদের কাছে [আমরা পাঠিয়েছিলাম] তাদের ভাই সালিহকে। তিনি বললেন, হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে তোমাদেরকে বসিয়েছেন, কাজেই তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর কাছে তওবা কর, নিশ্চয়ই আমার রব নিকটবর্তী। প্রতিক্রিয়াশীল।"

মহানবী সালেহ (সা.) এই জাহেলী ব্যবস্থার মূলে আঘাত করেছিলেন। তিনি দুটি সত্যের উপর জোর দিয়ে এটি অর্জন করেছিলেন: মহান আল্লাহ, তাঁর সৃষ্টির অত্যন্ত নিকটবর্তী এবং তিনি তাদের প্রার্থনার উত্তর দেন। এইভাবে, তিনি মহান আল্লাহ সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণাকে খণ্ডন করেছেন: যে তিনি অনেক দূরে আছেন, মানুষের কাছ থেকে দূরে আছেন এবং তারা সরাসরি তাঁর কাছে গেলে তিনি তাদের প্রার্থনার উত্তর দেন না। মহান আল্লাহ, নিঃসন্দেহে, অতিক্রান্ত এবং তবুও তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির অত্যন্ত নিকটবর্তী। সবাই তাকে নিজের পাশে পাবে। প্রত্যেকেই তাদের অন্তরের অন্তর্নিহিত ইচ্ছাগুলি তাঁর কাছে ফিসফিস করতে পারে। প্রত্যেকে প্রকাশ্যে এবং ব্যক্তিগতভাবে, মৌখিকভাবে বা গোপনে মহান আল্লাহর কাছে তাদের প্রার্থনা সম্বোধন করতে পারে। অধিকন্তু, মহান আল্লাহ তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রার্থনার সরাসরি উত্তর দেন। আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকদের উদ্দেশ্য হল তাদের ছাত্রদের শেখানো যে কিভাবে ইসলামের শিক্ষাগুলোকে বুঝতে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হয় এবং এর কারণে তারা সম্মানের যোগ্য। কিন্তু তাদের ভূমিকা তাদের ছাত্রদের এবং মহান আল্লাহর মধ্যে দাঁড়ানো নয়, দাবি করে যে তাঁর কাছে পৌঁছানোর এবং তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার একমাত্র উপায় হল তাদের মধ্য দিয়ে যাওয়া। এই মনোভাব পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

ঈমান মজবুত করা - 113

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ফরজ নামাজ, যা ইসলামের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ, কয়েকটি নড়াচড়ার চেয়ে বেশি। তারা আসলে বিচার দিবসের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রার্থনার প্রতিটি অবস্থান বিচার দিবসে একটি নির্দিষ্ট অবস্থা প্রতিফলিত করে। নামাযের সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানো হল কিভাবে মানুষ দাঁড়াবে যখন তাদের বিচার করা হবে মহান আল্লাহ। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 4-6:

" তারা কি মনে করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে। একটি মহান দিনের জন্য যেদিন মানবজাতি বিশ্বজগতের পালনকর্তার সামনে দাঁড়াবে?

অতএব, যিনি মহান আল্লাহর সাথে ন্যায়পরায়ণ হন, তিনি তাদের প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। মানুষের প্রতি ন্যায়পরায়ণ, তাদের সাথে এমন আচরণ করে যেভাবে তারা নিজেরাই মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়, বিচার দিবসে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো সহজ হবে।

প্রার্থনায় রুকু করা নিশ্চিত করবে যে বিচারের দিনে একজন ব্যক্তিকে তাদের মধ্যে একজন হিসাবে চিহ্নিত করা হবে না যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সময় যখন

তাদের রুকু করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল তখন সে রুকু করেনি। অধ্যায় 77 আল মুরসালাত, আয়াত 48:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, রুকু কর, তখন তারা রুকু করে না।"

প্রতিটি অবস্থা ও মুহূর্তে মহান আল্লাহর কাছে একজনের অভ্যন্তরীণ, মৌখিক এবং ব্যবহারিক আত্মসমর্পণকে এই রুকু অন্তর্ভুক্ত করে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করতে ব্যর্থ হয় তার বিরুদ্ধে বিচারের দিনে মহান আল্লাহর কাছে মাথা নত করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য অভিযুক্ত হতে পারে।

বসার অবস্থান হল কিভাবে মানুষ চরম ভয়ে বিচারের দিনে মহান আল্লাহর সামনে নতজানু হবে। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 28:

"এবং আপনি প্রত্যেক জাতিকে [ভয় থেকে] নতজানু অবস্থায় দেখতে পাবেন। প্রত্যেক জাতিকে তাদের আমলনামায় ডাকা হবে [এবং বলা হবে] "আজ তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে যা তোমরা করতে।"

যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর আনুগত্যের সামনে নতজানু হবে, বিচার দিবসে সে নতজানুকে সহজ পাবে।

পরিশেষে, যারা এই পৃথিবীতে, নামাজে এবং তাদের ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে সিজদা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের প্রদত্ত নিয়ামত ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তারা সিজদা করতে সক্ষম হবে না। বিচার দিবসে মহান আল্লাহ। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 42-43:

"যেদিন পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে, সেদিন তাদেরকে সেজদা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের দৃষ্টি অবনত, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। এবং তারা সুস্থ থাকা অবস্থায় সেজদায় আমন্ত্রিত হবে।"

সহীহ বুখারী, 4919 নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, বিচার দিবসে যারা প্রদর্শনের জন্য নামাজে সিজদা করত তারা বিচারের দিন সেজদা করতে পারবে না। , কারণ তাদের পিঠ খুব শক্ত হয়ে যাবে।

যখন কেউ এই সমস্ত কিছু মনে রেখে প্রার্থনা করে, তখন তারা তাদের প্রাত্যহিক কাজকর্মে ফিরে আসবে মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার অভিপ্রায়ে, তাদের দেওয়া পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করে, যাতে তারা শান্তি পায়। মন এবং শরীর উভয় জগতে এবং সফলভাবে বিচার দিবসের অসুবিধাগুলি অতিক্রম করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পরিশেষে, পাঁচটি ফরজ নামাজ দিনে ছড়িয়ে পড়া নিশ্চিত করে যে যখনই কেউ বিচার দিবসের কথা ভুলে যাবে, পরবর্তী নামাজ তাদের স্মরণ করিয়ে দেবে এবং এর জন্য কার্যত প্রস্তুতি নেওয়ার গুরুত্ব।

যখন কেউ এই বিষয়গুলিকে, এবং আরও অনেক কিছুকে প্রসঙ্গে নেয়, তখন দিনে কয়েকবার গতির কয়েকটি কাজ সম্পূর্ণ করার চেয়ে প্রার্থনার অনেক গভীর অর্থ থাকে।

ঈমান মজবুত করা - 114

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের বিশ্বাস দুর্বল হওয়ার একটি বড় কারণ হল তারা কীভাবে বিশ্বাস এবং ইসলামকে উপলব্ধি করে। ধার্মিক পূর্বসূরিরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ইসলাম একটি সম্পূর্ণ আচরণবিধি যা একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি দিক, তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদকে সরাসরি প্রভাবিত করে। তাই তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য থেকে এই আচরণবিধি শিখেছে এবং বাস্তবায়ন করেছে। ফলস্বরূপ, তারা পরীক্ষা এবং অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তারা মানসিক এবং শরীরের শান্তি পেয়েছিল। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে, মুসলমানরা ইসলামকে কিছু দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং বার্ষিক আচার-অনুষ্ঠান এবং উপাসনা ছাড়া কিছুই হিসাবে উপলব্ধি করতে শুরু করে। এটি তাদের প্রতিটি পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে উত্সাহিত করেছিল এবং সংস্কৃতি, ফ্যাশন এবং সমাজ দ্বারা নির্ধারিত মান অনুসারে তাদের দেওয়া প্রতিটি আশীর্বাদ ছিল। এর ফলে তারা পবিত্র কুরআনকে একটি মনোরম সুরে পরিণত করেছে যা বোঝার বা কাজ করার প্রয়োজন নেই। এবং তারা এটিকে এমন কিছুতে কমিয়ে দেয় যা পার্থিব জিনিস, যেমন স্ত্রী এবং সন্তান লাভের জন্য পাঠ করা হয়।

এই মনোভাব তাদেরকে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করতেও উৎসাহিত করেছিল। ফলস্বরূপ, তাদের বিশ্বাস একটি খালি খোসা ছাড়া আর কিছুই হয়ে ওঠে না, যা ইবাদত দ্বারা শোভিত কিন্তু তাদের জীবনে কোন বাস্তব প্রভাব নেই। ইসলামের মৌলিক দায়িত্ব পালনকারী মুসলমানরা এখনও মানসিক ও শারীরিক শান্তি পেতে ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ এই মনোভাব।

যদি এই মনোভাব অব্যাহত থাকে, তবে পূর্ববর্তী জাতিগুলির মতো যারা শেষ পর্যন্ত তাদের কয়েকটি ইবাদত ত্যাগ করেছিল, যেমন তারা খালি প্রথা ছাড়া কিছুই ছিল না, মুসলিম জাতিও তাই করবে। তখন তারা নিজেদেরকে নন-প্র্যাকটিসিং মুসলিম বলবে। এটি উভয় জগতেই কেবল অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার ও আমল করার মাধ্যমে এই মনোভাব ও ফলাফল এড়িয়ে চলতে হবে, যাতে তারা তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক মনোভাব ও আচরণবিধি গ্রহণ করে। . শুধুমাত্র এর মাধ্যমেই উভয় জগতেই মন ও দেহের শান্তি পাওয়া যাবে। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানদের জন্য এমন একটি মানসিকতায় পড়া এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ যা একজনকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা থেকে বিরত রাখে, যার মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে তাদের সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই মানসিকতার সাথে নিজেকে অন্য লোকেদের সাথে তুলনা করা জড়িত যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করার ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে খারাপ দেখায়। এই মানসিকতা কেবলমাত্র একজনকে উত্সাহিত করে যে তারা অন্যের বড় পাপগুলি পর্যবেক্ষণ করে, মহান আল্লাহর প্রতি তাদের নিজের অবাধ্যতাকে ছোট করতে। এই মনোভাবটি অলসতাকেও উত্সাহিত করে, কারণ যখন তারা অন্যের পাপ লক্ষ্য করে তখন কেউ নিজেকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের আচরণ উন্নত করার জন্য জোর করবে না। তারা বিশ্বাস করবে যে তারা একটি ভাল কাজ করছে, যদিও তারা সবেমাত্র আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি ইসলামের মৌলিক দায়িত্ব পালন করছে, কারণ তারা ক্রমাগত তাদের থেকে খারাপ দেখায় এমন লোকদের দেখে। একজনকে কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে কেয়ামতের দিন একজনের বিচার অন্য মানুষের সাথে তুলনার ভিত্তিতে হবে না। কিয়ামতের দিন সকল মানুষের জন্য মানদন্ড হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। অর্থ, প্রতিটি ব্যক্তির কর্মের তুলনা করা হবে হেদায়েতের এই উৎসগুলির সাথে, অন্য লোকের কর্মের সাথে নয়। সুতরাং একজন চোর বিচারের দিনে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না এই দাবি করে যে তারা কখনও কাউকে হত্যা করেনি, যেমন অনেক খুনি বিচারের দিন উপস্থিত হবে। বিচার দিবসের মাপকাঠি যেমন হেদায়েতের দু'টি উৎস, তেমনি এই দুনিয়ার মাপকাঠিও হেদায়েতের দুটি উৎস। তাই একজন মুসলমানকে তাদের থেকে খারাপ লোকদের সাথে নিজেদের তুলনা করার মূর্খতাপূর্ণ মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং পরিবর্তে তাদের কাজকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের সাথে তুলনা করতে হবে, যাতে তারা নিজেদের সংশোধন করতে পারে। উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্য কামনা করে, কারণ খারাপ লোকেদের সাথে নিজেকে তুলনা করা তাদের ভাল বোধ করতে পারে তবে এটি কেবল এই দুনিয়ায় অসুবিধা এবং পরকালে একটি কঠিন জবাবদিহিতা এবং সম্ভাব্য শাস্তির দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। কিছু মুসলমান অলস মনোভাব গ্রহণ করেছে যা এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকা, যার মধ্যে রয়েছে তিনি যে নিয়ামতগুলি দিয়েছেন তা ব্যবহার করা তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। তার উপর, এবং পরিবর্তে তারা বেঁচে থাকা অবস্থায় এবং তারা মারা যাওয়ার পরে তাদের পক্ষে প্রার্থনা করার জন্য অন্যদের উপর নির্ভর করুন। এটা তাদের মনোভাব ছিল না যারা ইসলামকে অন্য কারো চেয়ে ভালো বোঝেন; সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন। তাদের কেউই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের পক্ষ থেকে দুআ করার জন্য অলসতা অবলম্বন করেনি। এর পরিবর্তে তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিল এবং তারপর তাদের পক্ষ থেকে প্রার্থনা করার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করেছিল। যদি একজন ধার্মিক বুজুর্গের দোয়াই যথেষ্ট হতো, তবে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের যা দেওয়া হয়েছিল তা ত্যাগ করতেন না। অধ্যায় 9 এ তওবাহ, আয়াত 99:

"কিন্তু বেদুইনদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে এবং তারা যা ব্যয় করে তা আল্লাহর নৈকট্য ও রসূলের দোয়ার মাধ্যম মনে করে। নিঃসন্দেহে এটি তাদের জন্য নৈকট্যের মাধ্যম। আল্লাহ তা স্বীকার করবেন। তাদের রহমতের জন্য, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এমনকি কেউ যদি অন্যদেরকে বলে, যারা ধার্মিক বলে মনে হয় তাদের পক্ষ থেকে দোয়া করতে, তা তাদের উপকারে আসবে না যতক্ষণ না তারা সর্বপ্রথম মহান আল্লাহকে আনুগত্য করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে। এই অলস মনোভাব অবলম্বন করা প্রার্থনার ধারণাকে উপহাস করে এবং ইসলামের কোনো দিককে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা ভালো ফলাফলের দিকে নিয়ে যাবে না।

একজন বিবেকবান ব্যক্তি যেমন কারো প্রার্থনার মাধ্যমে পার্থিব সাফল্যের আশা করেন না, যেমন কোনো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, ব্যবহারিক প্রচেষ্টা না করে, তেমনি তারা ধর্মীয় আশীর্বাদও অর্জন করতে পারে না, যেমন উভয় জগতে চেষ্টা না করে মানসিক ও দেহের শান্তি। মহান আল্লাহর আনুগত্য, এমনকি যদি প্রত্যেকেই তাদের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 39:

"এবং মানুষের জন্য যে [ভাল] জন্য সে চেষ্টা করে তা ছাড়া কিছুই নেই।"

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এই খোলা ক্লেশের সময়ে যা মুসলমানরা ক্রমাগত বোমাবর্ষণ করে, কেউ কেউ প্রায়শই বলে যে তাদের পালানোর মূল চাবিকাঠি হল দূরে সরে যাওয়া, যেমন একটি ইসলামিক জাতিতে চলে যাওয়া, বা নিজেকে এবং তাদের পরিবারকে স্ব-বিচ্ছিন্ন করা, যেমন হোমস্কুলিং। যদিও এই সম্ভাব্য সমাধানগুলি খারাপ নয়, কারণ তারা এই বিশ্বের প্রলোভন এবং ক্লেশ থেকে রক্ষা পেতে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় সাহায্য করতে পারে, তবে তারা মূল সমাধান নয়। পালানোর মানসিকতা অবলম্বন করার ক্ষেত্রে সমস্যাটি হল যে যদি কেউ তাদের পরিবারের সাথে একটি বিচ্ছিন্ন গুহায় চলে না যায় এবং কখনই আবির্ভূত না হয়, এই প্রলোভন এবং ক্লেশ থেকে ক্রমাগত পালানো সম্ভব নয়। শীঘ্রই বা পরে, একজন মুসলমানকে কোন না কোন আকারে বা আকারে তাদের মুখোমুখি হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, এতে কোন সন্দেহ নেই যে একক লিঙ্গের স্কুলগুলি মিক্স স্কুলগুলির তুলনায় তাদের ফলাফলে ভাল করে, তবুও একটি দিন অবশ্যই আসবে যখন একজন শিক্ষার্থী তাদের জীবনে বিপরীত লিঙ্গের মুখোমুখি হবে। সোশ্যাল মিডিয়ার এই দিন এবং যুগে, মন্দ প্রলোভন এবং ক্লেশের মধ্যে পড়ার জন্য কাউকে তাদের শয়নকক্ষ ছেড়ে যাওয়ার দরকার নেই। এমনকি যদি একটি পরিবার একটি ইসলামী দেশে চলে যায়, যা আজকাল খুঁজে পাওয়া অসম্ভব বলে মনে হয়, তবুও তারা এই ক্লেশ এবং প্রলোভনের মুখোমুখি হবে, কারণ প্রতিটি দেশ এবং শহরের নিজস্ব ধরণের রয়েছে। তীর্থযাত্রী ও মুসাফির কি মক্কা ও মদিনায় ঘটে যাওয়া অন্যায় ও অবিচার দেখতে পায় না?

এটি প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় যে যখন আরো ঐতিহ্যবাহী দেশ থেকে আগত মুসলিমরা পশ্চিমে ভ্রমণ করে, তারা প্রায়শই পশ্চিমে জন্মগ্রহণকারী এবং বেড়ে ওঠা মুসলমানদের তুলনায় পাপপূর্ণ প্রলোভন এবং ক্লেশের মধ্যে পড়ে। কারণ এই

বিদেশী মুসলমানরা, যারা অধিকতর সীমাবদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী জীবন যাপন করেছে, তারা যখন পশ্চিমে প্রবেশ করে, তখন তাদের মধ্যে ক্লেশ ও প্রলোভনগুলো জোয়ারের ঢেউয়ের মতো আঘাত হানে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের মধ্যে যারা জন্মায় এবং বেড়ে ওঠে তাদের তুলনায় তারা সহজে পিছলে যায়। ক্লেশ এবং প্রলোভন। অতএব, পালানোর মানসিকতা অবলম্বন করা এই দিন এবং যুগে কেবল ব্যবহারিক নয়।

ইসলামের দ্বারা নির্দেশিত এই ক্লেশ ও প্রলোভনগুলিকে সফলভাবে কাটিয়ে ওঠার মূল চাবিকাঠি হল, ইসলামি জ্ঞান শেখার এবং তার উপর কাজ করার মাধ্যমে দৃঢ় বিশ্বাস গ্রহণ করা এবং পরবর্তী প্রজন্মকে এই মনোভাব শেখানো। দৃঢ় বিশ্বাস নিশ্চিত করবে যে, একজন মুসলমান যে যেখানেই থাকুক না কেন, সমস্ত প্রলোভন ও ক্লেশের মোকাবেলায় দৃঢ় থাকবে, পবিত্র কোরআনে এবং পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে অব্যাহতভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য।

এই শিক্ষা তরুণ মুসলমানদের ইসলামে প্রাপ্ত নিষেধাজ্ঞার পেছনের প্রজ্ঞা শেখাবে। এস্কেপ টাইপ মানসিকতা অবলম্বন করা এই শিক্ষা প্রদান করবে না, এটি শুধুমাত্র এই প্রলোভন এবং ক্লেশগুলিতে অ্যাক্সেস থেকে কিছু সীমাবদ্ধতা প্রদান করবে। একজন অপরাধীর মতো যিনি অস্থায়ীভাবে কারাগারে সীমাবদ্ধ। যে মুহূর্তে অপরাধী মুক্তি পাবে, তারা তাদের অপরাধের জীবনে ফিরে আসবে যতক্ষণ না তারা এর বিরুদ্ধে শিক্ষিত হয়। একইভাবে, একজন যুবক মুসলমানের স্বাভাবিক ইচ্ছা থাকবে যা এই পার্থিব প্রলোভন এবং ক্লেশ দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয় এবং এই শিক্ষা ছাড়াই তারা সম্ভবত ব্যর্থ হবে, যখন তারা পরীক্ষা করা হয়।

যখন একজন ব্যক্তিকে নিষেধাজ্ঞার পিছনের জ্ঞান ছাড়াই সহজভাবে বলা হয়, তখন তারা নিষেধাজ্ঞা মেনে চলার সম্ভাবনা কম থাকে এবং এতে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অথচ যে নিষেধের পেছনের প্রজ্ঞা সম্পর্কে অবগত সে তা মেনে চলার সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণ স্বরূপ, যিনি অ্যালকোহলের নেতিবাচক দিকগুলি সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, যেমন একজনের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি, এটি অপরাধ, তর্ক, মারামারি এবং হামলার সাথে শক্তিশালী সংযোগ, এটি মানুষের উপর আর্থিক প্রভাব এবং অন্যান্য নেতিবাচক পরিণতি। একজন আসক্ত হয়ে পড়া, যেমন একজনের সম্পর্ক এবং জীবনকে ধ্বংস করা, যে নিষেধাজ্ঞা জানে কিন্তু এর পিছনের প্রজ্ঞা জানে না তার চেয়ে এটি থেকে দূরে থাকার সম্ভাবনা বেশি।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যাতে তারা এবং তাদের পরিবার ক্লেশ এবং মন্দ প্রলোভন এড়াতে পারে তবে তাদের জানা উচিত যে এটি অর্জনের প্রধান পদক্ষেপ হল শিক্ষা; পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখা এবং আমল করা, যাতে কেউ ইসলামের নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়িয়ে চলার পেছনের প্রজ্ঞা বুঝতে পারে এবং যাতে তারা তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য অব্যাহত রাখবে, যার মধ্যে একজনকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 39-40:

"[ইবলিস] বললো, "হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ভুল পথে ফেলেছেন, তাই আমি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের [অর্থাৎ মানবজাতির] কাছে [অবাধ্যতা] আকর্ষণীয়

করে তুলব এবং আমি তাদের সবাইকে বিপথগামী করব। ব্যতীত, তাদের মধ্যে আপনার আন্তরিক বান্দারা।"

ঈমান মজবুত করা - 118

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এই পৃথিবীতে মানুষের মানসিক এবং শরীরের শান্তি পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করার একটি প্রধান কারণ হল পার্থিব জিনিসের মূল্য ভুলভাবে মূল্যায়ন করা, কারণ তাদের ভালো-মন্দ, সাফল্য ও ব্যর্থতার সংজ্ঞা ভুল। একজন ব্যবসার মালিক দেউলিয়া হয়ে যাবে যদি তারা তাদের ক্রয় ও বিক্রয়ের পণ্যের মূল্য সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে না পারে। একইভাবে, যে ব্যক্তি পার্থিব জিনিসের মূল্য ভুলভাবে মূল্যায়ন করে, সে তাদের প্রচেষ্টাকে ভুলভাবে স্থানান্তরিত করবে এবং জিনিসগুলিকে ভুলভাবে অগ্রাধিকার দেবে, যার ফলে উভয় জগতের মধ্যেই নিজেকে চাপ এবং উদ্বেগ সৃষ্টি করবে। বেশিরভাগ মানুষ সংস্কৃতি, ফ্যাশন এবং সোশ্যাল মিডিয়া দ্বারা প্রদত্ত সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে সাফল্য এবং ব্যর্থতা, ভাল এবং মন্দ সংজ্ঞায়িত করে এবং ফলস্বরূপ তারা ভুলভাবে জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, এই মানদণ্ড অনুসারে, অনেক সম্পত্তি থাকা একটি ভাল জিনিস যেখানে কয়েকটি পার্থিব সম্পত্তি থাকা একটি খারাপ জিনিস, যদিও এটি মোটেও সত্য নয়। যারা অনেক পার্থিব জিনিসের অধিকারী, যেমন সম্পত্তি, তারা প্রায়শই বিশ্বের সবচেয়ে চাপ এবং উদ্বেগযুক্ত মানুষ। এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল ফেরাউন, যিনি এখন পর্যন্ত বিদ্যমান সবচেয়ে ধনী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একজন, যিনি অনেক পার্থিব জিনিসের অধিকারী ছিলেন না তার বিপরীতে: হযরত মুসা (আঃ)। উভয় জগতে কাকে মন ও দেহের শান্তি দেওয়া হয়েছে তা বের করতে কোন প্রতিভা লাগে না।

জিনিসগুলিকে ভুলভাবে মূল্যায়ন করা একজনকে সংস্কৃতি, ফ্যাশন এবং সোশ্যাল মিডিয়াকে তাদের জীবন চালানোর অনুমতি দেয়। যদি কেউ তাদের গাড়ির চালকের আসনে ভুল ব্যক্তিকে অনুমতি দেয়, তবে তারা তাদের সঠিক গন্তব্যে

নিয়ে যাবে না: উভয় জগতেই মন এবং শরীরের শান্তি। ফলস্বরূপ, একজন মুসলিম তাদের বিশ্বাসকে পিছনের সিটে বা এমনকি গাড়ির বুটের মধ্যে রাখে এবং শুধুমাত্র তাদের কয়েকটি উপাসনা এবং আচার-অনুষ্ঠানের সময় এটির দিকে ফিরে যায়।

কিন্তু যদি কেউ উভয় জগতের মন ও দেহের শান্তি কামনা করে, তবে তাদের অবশ্যই সঠিক ড্রাইভার বেছে নিতে হবে যাতে তারা সঠিক গন্তব্যে পৌঁছায়: উভয় জগতেই মন এবং শরীরের শান্তি। সঠিক ড্রাইভার ইসলাম। যখন কেউ ইসলাম প্রদত্ত সফলতা এবং ব্যর্থতা, ভাল এবং মন্দের সংজ্ঞা অনুসারে জীবনযাপন করে, তখন তারা পার্থিব জিনিসের প্রকৃত মূল্য সঠিকভাবে মূল্যায়ন করবে এবং তাই তাদের প্রচেষ্টাকে সঠিক জায়গায় স্থাপন করবে এবং তাদের প্রদত্ত সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবে, যেমন রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে। মহান আল্লাহ, অন্তরের নিয়ন্ত্রক, যা শান্তির আবাস, তখন উভয় জগতেই তাদের মন ও দেহের শান্তি দান করবেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। শয়তান অগণিত বিভিন্ন উপায়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। তার ফাঁদ সম্পর্কে জানা একজন ব্যক্তিকে সেগুলি এড়াতে সাহায্য করতে পারে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 6:

"নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে কেবল তার দলকে আগুনের সাথীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়।"

তার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হল তাদের মৃত্যু, কবর এবং তাদের চূড়ান্ত বিচারের কথা মনে করা থেকে বিরত রাখা। তিনি জানেন যে মৃত্যুকে স্মরণ করা একজনকে এর জন্য প্রস্তুতি নিতে উত্সাহিত করে, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। . এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদেরকে প্রায়ই মৃত্যুকে স্মরণ করতে উত্সাহিত করেছেন, কারণ এটি আনন্দের ধ্বংসকারী। সুনানে ইবনে মাজা, 4258 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাই, শয়তান মৃত্যুকে স্মরণ করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে তাদের চিরন্তন পার্থিব ব্যস্ততার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাতে তারা তার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়।

যদি কেউ তাদের মৃত্যুকে স্মরণ করে, তবে সে তাদের অন্য লোকেদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি সম্পর্কে চিন্তা করার দিকে সরিয়ে দেয়। অর্থ, একজন ব্যক্তি তাদের সন্তানদের মতো অন্য লোকেদের উপর তাদের মৃত্যুর প্রভাব সম্পর্কে চিন্তা করবে। যদিও নিজের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করা খারাপ কিছু নয়, তবুও, একজন মুসলমানের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তাদের সন্তানদের রিযিকদাতা এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন। তিনি কেবল এই প্রক্রিয়ার জন্য পিতামাতাকে ব্যবহার করেন এবং তিনি সহজেই পিতামাতাকে অন্য কোনও উপায়ে প্রতিস্থাপন করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, অন্য মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা করা, একজন ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেয়। পরিবর্তে, তারা এই পৃথিবীতে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে উত্সাহিত হবে যাতে তারা তাদের নির্ভরশীলদের জন্য আরও সম্পদ এবং সম্পত্তি সংগ্রহ করতে পারে, যদি তারা মারা যায় তবে তাদের দরিদ্র ও অভাবী রেখে যাওয়ার ভয়ে। এটি আবার তাদের নিজেদের মৃত্যুর জন্য কার্যত প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করে। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, একজনের সন্তানের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্পদ সংরক্ষণ করা এবং বেশির ভাগ মুসলমানদের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে, যা বেশিরভাগ মুসলমান করে।

একজনকে অবশ্যই শয়তানের দ্বারা সেট করা এই বিক্ষিপ্ততাগুলিকে অতিক্রম করতে হবে এবং পরিবর্তে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মৃত্যুকে সত্যই প্রতিফলিত করতে হবে, যাতে তারা কার্যত এর জন্য প্রস্তুত হয়, তাদের একাকী এবং অন্ধকার কবর, যেখানে তাদের সমস্ত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং পার্থিব সম্পদ পরিত্যাগ করবে। তাদের, এবং তাদের চূড়ান্ত বিচারের জন্য, যখন তারা তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হবে, একা। অধ্যায় 80 আবাসা, আয়াত 34-37:

"যেদিন একজন মানুষ তার ভাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। এবং তার মা এবং তার পিতা। এবং তার স্ত্রী এবং তার সন্তানদের। প্রতিটি মানুষের জন্য, সেই দিনটি তার জন্য যথেষ্ট হবে।"

সম্ভবত এই প্রতিফলনের মাধ্যমে কেউ শয়তানের এই বিশেষ ফাঁদ এড়াতে পারবে এবং অস্তিত্বের এই অনিবার্য পর্যায়গুলির জন্য কার্যত প্রস্তুত হবে।

ঈমান মজবুত করা - 120

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটা সারা বিশ্বে সাধারণত দেখা যায় যে কত লোক যেমন রাজনীতিবিদরা ইসলাম এবং এর বিভিন্ন দিকের সমালোচনা করে যাতে মুসলমানদেরকে এর উপর কাজ করা থেকে বিরত রাখা যায় এবং অমুসলিমরা এটাকে মেনে নেয়। বিষয়টির সত্যতা হল তাদের সমস্যা ইসলাম বা এর একটি অংশের সাথে নয়, যেমন নারী ও পুরুষের পোশাকের কোড। ইসলামের সাথে তাদের সমস্যাটি হল যে এটি নিছক আচার-অনুষ্ঠান এবং অনুশীলনের একটি সেট নয় বরং একটি সম্পূর্ণ জীবনবিধি যা একজনের জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করে যেমন তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, আর্থিক, পারিবারিক এবং কর্মজীবন। কিন্তু যেহেতু এই লোকেরা তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে চায়, পশুদের জীবন, এবং একটি উচ্চতর নৈতিক আচরণবিধি নয়, তাই তাদের মুসলমানদেরকে ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত আচরণবিধি মেনে চলতে দেখে বেদনা দেয়, যেমন অনুশীলনকারী মুসলমানরা তাদের মতো করে তোলে। পশুপাখি ছাড়া আর কিছুই নয়, যারা কেবল তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য বেঁচে থাকে। তাদের পশুসুলভ আচরণকে ঢেকে রাখার জন্য, তারা ইসলামের পরামর্শের আচরণবিধিতে ছিদ্র করার চেষ্টা করে, যদিও সামান্য সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী যে কেউ তাদের দুর্বল প্রচেষ্টাকে সরাসরি দেখে, কারণ ইসলাম একটি যৌক্তিক, ত্রুটিহীন এবং ন্যায়পরায়ণ জীবন ব্যবস্থা। উদাহরণ স্বরূপ, এই লোকেরা প্রায়ই ড্রেস কোডের সমালোচনা করে যে ইসলাম নারীদের মেনে চলতে বলে। যদিও অগণিত নারী, বিশেষ করে পশ্চিমে বসবাসকারীরা, ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত মান অনুযায়ী পোশাক পরতে চায় তাদের নিজস্ব ইচ্ছার বাইরে, তবুও এই লোকেরা জোর দেয় যে তাদের অবশ্যই ইসলামী পোষাক কোড ব্যান্ড করতে হবে, কারণ এটি মহিলাদের নিপীড়ন করে। সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী যে কেউ স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন যে, ইসলামি শিক্ষা অনুযায়ী পোশাক পরতে ইচ্ছুক একজন মুসলিম নারীকে বাধা দেওয়া নিজেই নিপীড়ন। তাই তারা আরো নিপীড়ন করে একজন নির্যাতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে চায়। এই

লোকেরা আরও দাবি করে যে এই মহিলাদের মগজ ধোলাই করা হয়েছে, যা অত্যন্ত অপমানজনক, কারণ তারা দাবি করছে যে মহিলারা দুর্বল মানসিকতার। অবশেষে, এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেদের ইসলামিক ড্রেস কোডের সাথে কীভাবে সমস্যা রয়েছে তবুও তাদের অন্য কোন পোষাক কোডে কোন সমস্যা বা আপত্তি নেই। এমন কোন প্রতিষ্ঠান, বড় ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠান নেই যার পোষাক কোড নেই, যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, খুচরা খাত, ব্যবসা এবং এমনকি রাজনৈতিক ভবন, যেখানে ইসলামের সমালোচনাকারী এই রাজনীতিবিদরা কাজ করেন। . তারা কখনই এই সমস্ত জায়গার ড্রেস কোডের সমালোচনা করে না, যা বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠকে ঘিরে রয়েছে। এটি স্পষ্ট করে যে তারা কেবলমাত্র ইসলাম এবং এর বিভিন্ন দিককে লক্ষ্য করে নিজেদেরকে পশু হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য, কারণ তারা শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব ইচ্ছা পূরণ করতে চায় এবং একটি উচ্চতর আচরণবিধি দ্বারা বাঁচতে চায় না।

একজন মুসলমানকে কখনই এই ধরনের লোকেদের দ্বারা প্রতারিত করা উচিত নয়। ইসলামের শিক্ষাগুলো শেখার ও আমল করার মাধ্যমে তাদের ঈমানকে দৃঢ় করা উচিত যাতে তারা নির্বোধ সমালোচনার মুখেও মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি অটল থাকে। আনুগত্যের অর্থ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ প্রদান করা হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত।

ঈমান মজবুত করা - 121

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটা সাধারণত বোঝা যায় যে একজন ব্যক্তি তার প্রচেষ্টা অনুসারে এই পৃথিবীতে প্রাপ্ত হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে ছাত্রটি এত কষ্ট করে অধ্যয়ন করে না সে হয়তো তাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে, তবুও তারা সম্ভবত ততটা পার্থিব সাফল্য অর্জন করতে পারবে না, যেমন একটা ভালো চাকরি, সেই ছাত্রের মতো যে আরও কঠিন অধ্যয়ন করেছে এবং সেইজন্য আরও ভালো গ্রেড পেয়েছে। একইভাবে, মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের প্রচেষ্টা অনুযায়ী পুরস্কৃত করেন, কেবল তাদের বিশ্বাস এবং ভাল উদ্দেশ্যের মৌখিক ঘোষণা নয়। উদাহরণ স্বরূপ, আখেরাতে যারা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে তাদের বর্ণনা করার সময়, নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লিখিত প্রথম আশীর্বাদটি জান্নাত বা বিশাল প্রাসাদের উচ্চ মর্যাদা নয়, বরং এটি বিশ্রাম। অধ্যায় 56 আল ওয়াকিয়াহ, আয়াত 88-89:

"এবং যদি সে [আল্লাহর] নিকটবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে [তার জন্য] বিশ্রাম, অনুগ্রহ এবং আনন্দের বাগান।"

যাদেরকে মহান আল্লাহর নিকটবর্তী করা হয়, তাদেরকে অন্য কিছুর আগে বিশ্রাম দেওয়া হয় কারণ তারা এই পৃথিবীতে তাঁর আনুগত্যে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত।

অতএব, একজন ব্যক্তি যেমন এই পৃথিবীতে তাদের প্রচেষ্টা অনুসারে পার্থিব সাফল্য লাভ করে, একইভাবে তারা তাদের প্রচেষ্টা ও উদ্দেশ্য অনুসারে এই দুনিয়া এবং পরকালে আধ্যাত্মিক সাফল্য লাভ করবে। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা এই পৃথিবীতে এবং পরকালে কতটা আধ্যাত্মিক সাফল্য পেতে চায় এবং সেই অনুসারে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের জন্য চেষ্টা করে।

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। প্রধান জিনিসগুলির মধ্যে একটি যা একজন মুসলিমকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা দেয়, যার মধ্যে রয়েছে তিনি যে আশীর্বাদগুলি দিয়েছেন সেগুলিকে তাঁর কাছে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমন পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে, শান্তি ও আশীর্বাদ। তাঁর উপর, তারা যে নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় সমালোচনা এবং উপহাসের সম্মুখীন হয় যারা আল্লাহ, মহানে বিশ্বাস করে না বা দুর্বল ঈমানের অধিকারী মুসলমানদের কাছ থেকে। এই দুটি দল নিবেদিতপ্রাণ মুসলমানদের ভক্তি ও আনুগত্যকে তুচ্ছ করে, যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে নিজেদের সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করার পরিবর্তে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা বেছে নেয়। তারা তাদের আকাঙ্ক্ষাকে জয় করে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করার পরিবর্তে ইসলাম দ্বারা নির্ধারিত আচরণবিধি অনুসরণ করা বেছে নেয়। যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করার মূল্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়, যা উভয় জগতের মানসিক ও দেহের শান্তি জড়িত, তারা বিশ্বাস করে যে এই নিবেদিতপ্রাণ মুসলমানরা উন্মাদ এবং তাদের মনোভাবের ফলে তারা বিশ্বের বিলাসিতা উপভোগ করা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। . তাদের উদাহরণ হল দু'জন লোকের মত যাদেরকে এমন খাবার দেওয়া হয় যা দেখতে সুস্বাদু। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনই, যার অন্তর্দৃষ্টি আছে, সে বুঝতে পারে খাবারে বিষক্রিয়া আছে। তারা অন্য ব্যক্তিকে বিষযুক্ত খাবার না খাওয়ার জন্য সতর্ক করে কিন্তু তারা যেমন পার্থিব জিনিসের প্রতি মত্ত, তারা এই উপদেশকে উপেক্ষা করে এবং খাবার খেয়ে ফেলে এবং বিশ্বাস করে যে উপদেষ্টা সুস্বাদু খাবার উপভোগ না করার জন্য বোকা।

যে ব্যক্তি এই অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তাকে কার্যত মহান আল্লাহর আনুগত্য করা থেকে বিরত রাখা হবে, যখন তারা অন্যদের দ্বারা নিষ্ক্রিয়ভাবে বা সক্রিয়ভাবে সমালোচনা করা হয়।

একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে উভয় জগতের মানসিক ও শরীরের শান্তি শুধুমাত্র আনুগত্য করার মধ্যেই নিহিত। মহান আল্লাহ। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অথচ, তাঁর অবাধ্যতা, তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, উভয় জগতেই কেবল বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায়। পার্থিব কামনা-বাসনা ও কামনা-বাসনায় নিমজ্জিত ব্যক্তিদের দেখলেই তা স্পষ্ট হয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে

তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

দ্বিতীয়ত, একজন মুসলিমকে অবশ্যই সেই অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে হবে যা তাদের এই সত্যের প্রতি দৃঢ়প্রত্যয়ী করে। এটি পাওয়া যায় যখন কেউ ইসলামের শিক্ষাগুলি শিখে এবং তার উপর কাজ করে এবং যখন তারা অন্যদের দ্বারা করা পছন্দের ফলাফলগুলি পর্যবেক্ষণ করে , যেমন কিভাবে যারা নিজেদেরকে পার্থিব বিলাসের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে তারা প্রায়শই উদ্বেগ, চাপ, হতাশা এবং আত্মহত্যার প্রবণতার সম্মুখীন হয়। এই অন্তর্দৃষ্টি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 212:

"যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য পার্থিব জীবন সুশোভিত, এবং তারা যারা বিশ্বাসী তাদের উপহাস করে। কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা কিয়ামতের দিন তাদের উপরে থাকবে। এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক দান করেন বিনা হিসেব।"

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ঈমানের একটি অংশ, যা নিজেই একটি পরীক্ষা, তা হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, যার মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ ব্যবহার করা জড়িত। মুহাম্মাদ, শান্তি এবং আশীর্বাদ, তারা বাস্তব সুবিধা পাওয়ার গ্যারান্টিযুক্ত নয়, যেমন সম্পদের সুস্পষ্ট বৃদ্ধি। মহান আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সম্পর্কিত সুবিধাগুলি প্রায়শই একজনের আধ্যাত্মিক হৃদয়ে আরও সূক্ষ্ম এবং অভিজ্ঞ হয়, যেমন মনের শান্তি লাভ করা। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি প্রায়শই মহান আল্লাহর কাছে সুস্বাস্থ্য, একটি সুন্দর ঘর এবং একটি ভাল কর্মজীবনের মতো বাস্তব উপকারগুলি কামনা করে। যেহেতু ইসলাম এই বিষয়গুলির গ্যারান্টি দেয় না, তাই শয়তান প্রায়শই মানুষকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস থেকে বা অন্ততপক্ষে তাদের বিশ্বাসের উপর কাজ করা থেকে দূরে রাখে, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বাস্তবতা একটি পরীক্ষা যা একজন মুসলমানকে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমে সফলভাবে পাস করতে হবে। এর সাথে ইসলামিক জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করা জড়িত, যাতে

একজন মহান আল্লাহকে মান্য করার মাধ্যমে উভয় জগতের অগণিত উপকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন।

উপরন্তু, একজনের সর্বদা তাদের সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করা উচিত এই বোঝার মাধ্যমে যে প্রকৃত সুবিধা প্রায়শই বাস্তব নয়, যেমন একজনের মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতায় ইতিবাচক পরিবর্তন। একজন ব্যক্তি যার পায়ের কাছে পৃথিবী রয়েছে সে এই অস্পষ্ট সুবিধার জন্য আনন্দের সাথে এটি ছেড়ে দেবে। তাই একজন মুসলমানকে আল্লাহ, মহান আল্লাহর কাছ থেকে বাস্তব সুবিধা পাওয়ার জন্য বোকা বানানো উচিত নয়, কারণ সেগুলি নিশ্চিত করা হয়নি। এটি করা এমনকি একজনকে তাঁর আনুগত্য থেকে আরও দূরে ঠেলে দিতে পারে, যখন কেউ তাদের কাঙ্ক্ষিত বাস্তব সুবিধা পায় না। এতে উভয় জগতেই ক্ষতি হয়। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি সে বিচারে আঘাত পায়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

ঈমান মজবুত করা - 124

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। পবিত্র কুরআনে দুই ধরনের নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে যা ইসলামের সত্যতা নির্দেশ করে। এক প্রকার নিদর্শন পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং অন্য প্রকার নিদর্শন সৃষ্টির মধ্যে পাওয়া যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই উভয় প্রকারের নিদর্শনগুলির উপর চিন্তা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তারা নিজের জন্য ইসলামের সত্য প্রকৃতি অনুমান করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ মহাবিশ্বের মধ্যে একাধিক নিখুঁত সিস্টেমের উপর প্রতিফলন করে, যেমন পৃথিবী সূর্য থেকে নিখুঁত দূরত্ব, মহাসাগরের নিখুঁত ঘনত্ব, যা জাহাজগুলিকে তাদের উপর যাত্রা করতে দেয় এবং সমুদ্রের জীবন তাদের মধ্যে উন্নতি করতে দেয়, জলচক্র, এবং আরও অনেক কিছু, তারা মহান আল্লাহর একত্বকে অনুমান করবে। এই সমস্ত লক্ষণ, যখন স্বীকৃত হয়, তখন ইসলামের বিভিন্ন দিক যেমন আল্লাহর একত্ব, মহান, পুনরুত্থান ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে।

প্রায়শই, মহাবিশ্বের মধ্যে এই লক্ষণগুলি বিজ্ঞান দ্বারা সহযোগিতা করা হয়, যা তাদের প্রতি বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করে। যদিও ইসলামকে বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই, তবুও কেউ কম প্রশংসা করতে পারে যখন এটি ঘটে।

উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে একটি নক্ষত্র যখন তার জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছায়, তখন এটি প্রসারিত হয় এবং লাল হয়ে যায়। মজার বিষয় হল, মহাবিশ্বের শেষ বিচার দিবসে, আকাশের রঙ লালচে দেখাবে, যা ঘটবে যদি সূর্য লাল রঙে পরিণত হয়। অধ্যায় 55 আর রহমান, আয়াত 37:

"যখন আকাশ ছিঁড়ে যায় এবং লাল আড়ালের মতো লালচে হয়ে যায়।"

এছাড়া হাশরের দিনে সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে নিয়ে আসা হবে। এটি সহীহ মুসলিম, 2864 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। সূর্যের এই নড়াচড়া ঘটতে পারে যখন এটি আকারে প্রসারিত হয়, তার জীবনের শেষ সময়ে।

বিজ্ঞানীরাও অনুমান করেছেন যে মহাবিশ্ব ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। কেউ কল্পনা করতে পারেন যে যখন একটি বস্তু প্রসারিত হতে থাকে এবং অবশেষে তার ব্রেকিং পয়েন্টে পৌঁছে যায়, তখন বস্তুটি ছিঁড়ে যাবে এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়বে। এভাবেই পবিত্র কুরআনে মহাবিশ্বের পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায় 82 আল ইনফিতার, আয়াত 1-2:

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে।

এটা আশ্চর্যজনক যে 1400 বছর আগে প্রকাশিত ইসলামের শিক্ষার প্রতি বিজ্ঞান কিভাবে একমত হয়েছে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই উভয় প্রকারের লক্ষণের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে যাতে তারা তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকবে, যার মধ্যে রয়েছে সেই আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য। এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক। এটি উভয় জগতের মন ও দেহের শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এই লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করা কেবলমাত্র দুর্বল বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করে এবং যে আশীর্বাদগুলি দেওয়া হয়েছে তার অপব্যবহার করে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 105:

"নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে কত নিদর্শন রয়েছে, যেগুলো দিয়ে তারা চলে এবং তারা তাদের প্রতি উদাসীন।"

এতে উভয় জগতেই অসুবিধা হয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

ঈমান মজবুত করা - 125

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি এই পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরণের মুসলমান এবং তাদের আচরণ নিয়ে চিন্তা করছিলাম। এই চিন্তাধারা অনুসারে মুসলমানদের তিনটি দলে বিভক্ত করা যায়। প্রথম দলটি হল সর্বোত্তম এবং সেইসব মুসলমানদের নিয়ে গঠিত যারা তাদের জীবন ও সম্পদ মহান আল্লাহর হাতে তুলে দেয়, যার ফলে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ হয়। তারা কেবল তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণের জন্য বস্তুগত জগত থেকে গ্রহণ করে এবং জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার জন্য তাদের বাকি প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে যাতে তারা তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে এবং উভয় জগতে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে। বাহ্যিকভাবে তাদের মনে হতে পারে যেন তারা এই পৃথিবীতে জীবন উপভোগ করে না কিন্তু বাস্তবে তারা অন্যান্য ধরণের মুসলমানদের তুলনায় এতে বেশি শান্তি পায়। মহান আল্লাহর রহমতে বিচার দিবসে তাদের হিসাব সহজ হবে।

দ্বিতীয় দলটি সেইসব মুসলমানদের নিয়ে গঠিত যারা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যেই রেওয়ায়েতগুলোই হোক না কেন, তারা ইসলামিক জ্ঞান অর্জন বা তার উপর আমল করার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম না করেই আসে। তারা তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগ উৎসর্গ করে এই পৃথিবীর বৈধ আনন্দ লাভ ও উপভোগ করার জন্য। যেহেতু তারা হারাম এড়িয়ে চলে, আশা করা যায় যে তারা পরলোকগত বিশ্বে মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভ করবে। কিন্তু তারা জড় জগতে লিপ্ত হওয়ায় তাদের জবাবদিহিতা দীর্ঘ হবে। এবং হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে, সহীহ বুখারী, 6536 নং হাদিসে পাওয়া যায় যে, যারা তাদের কৃতকর্মের তদন্ত করবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। দুনিয়াতে ভোগ-

বিলাসের কারণে দীর্ঘকাল বিচার দিবসের ভয়াবহতাকে দাঁড়িয়ে থেকে প্রত্যক্ষ করা এক প্রকার শাস্তি।

মুসলমানদের চূড়ান্ত দলটি সবচেয়ে খারাপ টাইপের কারণ তারা সর্বোত্তম গোষ্ঠীর মতো মহান আল্লাহর কাছে তাদের জীবন উৎসর্গ করে না কিন্তু তারা দ্বিতীয় দলের মতো জড় জগতের বৈধ আনন্দও উপভোগ করে না। এই লোকেরা তাদের হালাল ইচ্ছা পূরণ না করে পার্থিব জিনিসপত্র জমা করে। এই মনোভাব তাদের অন্য দুটি দলের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেয় এর অর্থ, তারা দুনিয়ার হালাল জিনিস ভোগ করবে না এবং হাশরের দিনে তাদের প্রাপ্ত পার্থিব জিনিসের জন্য সহজ হিসাব হবে না।

তাই মুসলমানদের জন্য এই চূড়ান্ত দলের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একটি স্পষ্ট ক্ষতি। একজন মুসলিমের উচিত সর্বোত্তম দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা কিন্তু তারা যদি সত্যিই এটি পরিচালনা করতে না পারে তবে তাদের উচিত তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে দ্বিতীয় দলে যোগদান করা, শুধুমাত্র এই দুনিয়ার হালাল আনন্দ উপভোগ করা এবং আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের আশা করা, শ্রেষ্ঠ

ঈমান মজবুত করা - 126

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। কেউ যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় জীবন অবলোকন করে, তখন তারা স্পষ্ট দেখতে পাবে যে, তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি ধাপে পরীক্ষায় ছিলেন, যদিও তিনি ছিলেন মহান আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি। অতএব, একটি পরীক্ষা এবং অসুবিধা একটি অভিশাপ বা একটি জরাজীর্ণ জীবনের চিহ্ন নয়। এটি আসলে একজন ব্যক্তির জন্য উজ্জ্বল হওয়ার এবং প্রচুর পুরষ্কার সংগ্রহ করার একটি সুযোগ। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

যখনই তারা পরীক্ষা এবং অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন একজনকে অবশ্যই এটি মনে রাখতে হবে যাতে তারা ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ থাকতে পারে, যেমন তিনি করেছিলেন।

অধিকন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রমাগত অসুবিধা ও পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর অন্তর প্রশান্ত ছিল। এই শান্তি অর্জিত হয়েছিল কারণ তিনি অবিরতভাবে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করেছিলেন। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

এবং গ অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে ঈমানদার অবস্থায়, আমি তাকে অবশ্যই উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যে তাকে অনুকরণ করতে ব্যর্থ হয় সে অন্ধকার এবং শ্বাসরুদ্ধকর জীবন ছাড়া কিছুই পাবে না, এমনকি তাদের পায়ের কাছে পৃথিবী থাকলেও। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

" কিন্তু যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে অবশ্যই দুর্বিষহ জীবন পাবে..."

অতএব, একজনকে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হল মানসিক শান্তি এবং দুঃখজনক জীবনের মধ্যে পার্থক্য, এমনকি যদি কেউ অসুবিধা বা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের মুখোমুখি হয়।

উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে মানবজাতিকে পরিচালিত করার জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মুসলমানদের জন্য তাঁর সাহাবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যারা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিক্ষার উপর অবিচল ছিলেন। সমস্ত মুসলমান পরকালে তাঁর সঙ্গ কামনা করে কিন্তু তারা কেবল তখনই তা পাবে যদি তারা তাঁর পথ অনুসরণ করে। একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর সাথে শেষ হবে না যিনি একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে ভ্রমণ করেছিলেন যদি তারা একটি ভিন্ন পথে যাত্রা করে। একইভাবে, মুসলমানরা পরকালে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যোগ দেবে না যদি তারা তাঁর পরিবর্তে অন্য পথে চলে। এটি কেবল তাঁর বরকতময় জীবন ও শিক্ষার উপর জ্ঞানার্জন ও আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এই কারণেই তাঁর সাহাবীদের কেউই, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কেবল তাদের কথার মাধ্যমে বিশ্বাস ঘোষণা করেননি এবং কার্যত তাঁর অনুসরণ থেকে বিরত ছিলেন, কারণ তারা জানত যে এই মনোভাব তাদের পরকালে তাঁর সাথে যোগদান করতে বাধা দেবে। এটি ছিল প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য জাতির মনোভাব যারা তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসে বলে দাবি করে কিন্তু বাস্তবে তাদের অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়। এ কারণে তারা পরকালে তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যোগ দেবে না।

এছাড়াও, যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় জীবন পর্যবেক্ষণ করা হয়, এবং তাঁর সাহাবীদের জীবন সম্প্রসারণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন কেউ বুঝতে পারে যে একজন ব্যক্তি অর্থপূর্ণ, মূল্যবান হতে পারে। এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ অস্তিত্ব তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করে। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

এটি তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ বাস্তবিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দৈহিক ক্রিয়াকলাপে সমর্থন না করে কেবল মৌখিকভাবে বিশ্বাস ঘোষণা করা একটি ফুলদানির মতো যা বাহ্যিকভাবে সুন্দর দেখায় কিন্তু ভিতরে ফাঁপা। এটি এই জীবনে একটি অর্থপূর্ণ অস্তিত্বের দিকে পরিচালিত করবে না, এমনকি যদি কেউ পরকালে জান্নাতে যায়। আত তাবারানী, আল মুজাম আল কাবীর, হাদিস 182, ভলিউম 20-এ পাওয়া একটি হাদিসে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেখানে সতর্ক করা হয়েছে যে, জান্নাতে একজন ব্যক্তি একমাত্র আফসোস করবে পৃথিবীতে তার জীবনের সময় যখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করেনি। , মহিমান্বিত। অর্থ, তাদের জীবনের সময়গুলো তাদের দেওয়া নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। এই কারণেই অনেক মুসলমান, যারা শুধুমাত্র মৌলিক বাধ্যবাধকতা পালন করে, তারা এখনও তাদের জীবনে একটি শূন্যতা অনুভব করে, এমন একটি শূন্যতা যা সম্পূর্ণরূপে এবং বাস্তবে নিজের উদ্দেশ্যকে আলিঙ্গন করা ছাড়া আর কিছুই পূরণ করতে পারে না।

উপরন্তু, সাধারণভাবে বলতে গেলে, লোকেরা যখন পার্থিব জিনিস, যেমন অন্যদের কাছ থেকে সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় তখন খুশি হয়। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষের জন্য সম্পদ রেখে যাননি। তিনিও অন্যান্য নবী (সাঃ) এর মত জ্ঞান রেখে গেছেন। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 223 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই, মুসলমানরা যদি তার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হতে চায় তবে তাদের অবশ্যই এই উত্তরাধিকারের একটি অংশ নিতে হবে।

পরিশেষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবন একটি নিখুঁত উদাহরণ যে কিভাবে একজন মুসলমানকে আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে। তিনি পবিত্র কুরআনের ব্যবহারিক উপস্থাপনা।

তাই মুসলমানদের কর্তব্য সঠিকভাবে পালনের জন্য তাঁর বরকতময় জীবনের উপর অধ্যয়ন ও আমল করতে হবে। এটা ছাড়া সফলতা সম্ভব নয়। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং [যে] বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে।"

এবং অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

এবং অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 80:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

এবং অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। অগণিত পাঠ যা একজন মুসলমানের ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনকে প্রভাবিত করে পবিত্র কোরআন থেকে শেখা যায়। তবে প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় যে এটি কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিকে উপকৃত করবে যে এর তিনটি দিক আন্তরিকতার সাথে পূরণ করবে। প্রথম দিকটি আন্তরিকভাবে এটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয় দিকটি হল এটি বোঝা। আর চূড়ান্ত দিক হল এর শিক্ষার উপর আন্তরিকভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা।

পবিত্র কুরআনের অন্যতম প্রধান শিক্ষা হল মানুষ বুঝতে এবং তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রচেষ্টা করা, যথা, বিচার দিবসে মহান আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

একজন অমুসলিম সম্পর্কে, যখন কেউ এই উদ্দেশ্যকে চিনতে ব্যর্থ হয় তখন তারা বুঝতে পারবে না কেন তাদের এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং স্থাপন করা হয়েছে। এটি তাদের জীবনের জিনিস এবং লোকেদের ভুলভাবে অগ্রাধিকার দেবে। যে বিষয়গুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় সেগুলোকে তারা গুরুত্ব দেবে। তারা শেষ পর্যন্ত তাদের জীবন উৎসর্গ করবে এমন জিনিসের জন্য, যা বড় ছবির ক্ষেত্রে অর্থহীন। তাদের খাওয়া-দাওয়া, সুখ-দুঃখ এসবকে ঘিরেই আবর্তিত হবে। কেউ কেউ এমন নিম্ন স্তরে পৌঁছে যাবে যে এমনকি অন্যান্য অমুসলিমরাও ঘোষণা করবে যে তাদের জীবন লক্ষ্যহীন এবং তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা অর্থ নেই। উদাহরণস্বরূপ, অনেকে নাটক, বিনোদন, খেলাধুলা, প্রাণী, গাছপালা এবং তাদের

কর্মজীবনের জন্য তাদের জীবন এবং তাদের প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে। যদিও একটি বৈধ কর্মজীবনের প্রতি নিজের প্রচেষ্টাকে উত্সর্গ করা একটি ভাল জিনিস তবুও এটি কখনই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে উঠবে না। এই ধরনের ব্যক্তি তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করবে না এবং পরিবর্তে একটি লক্ষ্যহীন এবং খালি জীবন যাপন করবে। তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে যা তাদের মানসিক ও শরীরের শান্তি পেতে বাধা দেয়। এটি একটি প্রধান কারণ যে লোকেরা অনেক পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছে তারা হতাশাগ্রস্ত এবং আত্মহত্যা করে। যে বিশ্বাস করে যে তাদের জীবন মূল্যবান এবং অর্থ আছে সে কখনই আত্মহত্যার কথা ভাববে না। এই চিন্তা-ভাবনা নিজেই প্রমাণ করে যে, এই ধরণের মানুষের জীবন লক্ষ্যহীন, যদিও তারা অনেক পার্থিব সাফল্য অর্জন করে, কারণ তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝতে পারেনি বা পূরণ করতে পারেনি। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 19:

" আর তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে তিনি তাদের নিজেদের ভুলে গেছেন। তারাই অবাধ্য।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

" কিন্তু যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জীবন হবে দুঃখজনক..."

সম্মানার্থে, যে সমস্ত মুসলমান পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের উপর কোন প্রচেষ্টা নিবেদন না করে শুধুমাত্র ইসলামের মৌলিক কর্তব্য পালন করে, তারা তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যর্থ হবে। এই পৃথিবীতে সৃষ্টি এবং তাদের উদ্দেশ্য, কারণ এটি মৌলিক বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে বোঝা যায় না। ফলস্বরূপ, তারা মহান আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাতের প্রস্তুতির জন্য দিনের এক ঘন্টারও কম সময় ব্যয় করবে, কারণ বাধ্যতামূলক দায়িত্বগুলি সম্পন্ন হতে বেশি সময় লাগে না। এমনকি এটি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, অন্যদের যেমন তাদের পরিবারের অন্ধ অনুকরণের উপর ভিত্তি করে। জ্ঞানের অভাব এবং ঈমানের দুর্বলতার কারণে কেন তারা এই দায়িত্ব পালন করে তা তারা প্রকৃত অর্থে বুঝতে পারবে না।

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য ব্যতীত, তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে শুধুমাত্র এই দুনিয়া এবং এর আশীর্বাদ উপভোগ করা, কারণ তারা এই দুনিয়া ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না। অতঃপর এ ক্ষেত্রে তাদের ও অমুসলিমদের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই কারণ তাদের আকাঙ্খা, আশা, ভয়, আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই হবে। এটা সুস্পষ্ট হয় যখন কেউ এই ধরনের মুসলমানদের এবং তাদের কাজকর্মকে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্বের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করে। এর মানে এই নয় যে তারা জাহান্নামে যাবে। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু তারা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করেছে এবং বড় গুনাহগুলো এড়িয়ে গেছে, আশা করা যায় যে তারা জান্নাত লাভ করবে। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থ, বুঝতে এবং তাদের উদ্দেশ্যের প্রতি কাজ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে, তারা এই পৃথিবীতে কখনই প্রকৃত শান্তি পাবে না কারণ তারা তাদের পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করবে না, এমনকি তারা তাদের বৈধ উপায়ে ব্যবহার করলেও পুরো ফোকাস শুধুমাত্র এই পৃথিবী এবং এর উপভোগের দিকে, কারণ তারা এই পৃথিবী ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

" কিন্তু যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জীবন হবে দুঃখজনক..."

এই স্মরণের সাথে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। এটি তখনই সম্ভব যখন কেউ তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য এবং তাদের দেওয়া পার্থিব আশীর্বাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে।

এই পদ্ধতিতে আচরণ করতে ব্যর্থ হওয়াই প্রধান কারণ যে কারণে অনেক মুসলমান যারা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে তারা প্রায়শই হতাশার মতো মানসিক সমস্যার বিষয়ে অভিযোগ করে, কারণ তারা মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে স্মরণ করেনি, যা উভয় জগতে শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"... নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর শান্তি পায়।"

এমনকি যদি এই মুসলমানরা জান্নাতে গিয়েও শেষ করে, তবুও তাদের আচরণের কারণে তারা এই পৃথিবীতে কেন রাখা হয়েছিল তা পুরোপুরি মিস করেছে। তাদের উদাহরণ হল সেই ছাত্রদের যারা তাদের শিক্ষক দ্বারা একটি মক পরীক্ষা সেট করে। কিছু ছাত্র এটির জন্য প্রস্তুত করার জন্য অধ্যবসায়ের সাথে কাজ করে, যেখানে অন্যান্য ছাত্ররা এটিকে গুরুত্ব সহকারে নেয় না এবং সবেমাত্র এটির জন্য সংশোধন করে। এমনকি যদি উভয় ধরনের শিক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তবে

শিক্ষক শুধুমাত্র তাদের সাথেই সন্তুষ্ট হবেন যারা এটির জন্য প্রস্তুত, কারণ তারা একাই মক পরীক্ষার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে। এর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের সঠিক মনের ফ্রেমে রাখা যাতে তারা তাদের আসল পরীক্ষা মোকাবেলা করতে প্রস্তুত হয়। যারা তাদের মক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়েছে তারা উত্তীর্ণ হতে পারে কিন্তু তারা সম্পূর্ণভাবে মক পরীক্ষার পয়েন্ট এবং উদ্দেশ্য মিস করেছে। এটি সেই মুসলিমদের উদাহরণ যারা এই পৃথিবীতে থাকার উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যর্থ হয় কিন্তু অন্যদের অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে তারা জান্নাতে শেষ হয়। তারা একটি সুন্দর সজ্জিত ফুলদানির মত যা ভিতরে ফাঁপা। তাদের নীচু পার্থিব আকাঙ্খার কারণে তারা মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত মহান স্থান ও উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে না। টিনের অধ্যায় 95, আয়াত 4-6:

" নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে সর্বোত্তম মর্যাদায় সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে সর্বনিম্ন স্তরে ফিরিয়ে দেই। ব্যতীত যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে..."

এটি তাদের এই পৃথিবীতে শান্তি পেতে বাধা দেয়, কারণ যার কাছে নিম্ন আকাঙ্খা রয়েছে সে তুচ্ছ এবং গুরুত্বহীন বিষয়গুলির উপর চাপ দেবে। তারা তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টাকে পার্থিব লাভের জন্য উৎসর্গ করবে, যা তাদের ইহকাল বা পরকাল উভয়েই লাভবান হবে না। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 103-104:

" বলুন, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্থদের সম্পর্কে অবহিত করব? [তারা হল] যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে নষ্ট হয়ে যায়, অথচ তারা মনে করে যে তারা কাজে ভালো করছে।"

যারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ঐতিহ্য অধ্যয়ন ও আমল করার চেষ্টা করেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা। তাদের একটি বিশেষ উপলব্ধি দেওয়া হবে যাতে তারা বিশ্ব এবং এতে তাদের অস্তিত্ব দেখতে পারে। এই উপলব্ধি তাদেরকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য দেখতে দেবে। যথা, বিচার দিবসে মহান আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত করা। এই উপলব্ধি তাদের বুঝতে সাহায্য করবে যে, এই দুনিয়া এবং এর আশীর্বাদগুলি কেবল একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে তারা নিরাপদে পরকালে পৌঁছতে পারে। অর্থ, জগত এবং এর মধ্যে থাকা জিনিসগুলি নিজেই শেষ নয়। এটি তাদের প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে উত্সাহিত করবে , কারণ তারা বোঝে যে উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্য কেবল এতেই নিহিত রয়েছে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

" যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, এবং সে মুমিন, আমরা অবশ্যই তাদের উত্তম জীবন দান করব..."

তারা ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে অগ্রাধিকার দেবে। তারা যা মূল্যবান তাকে মূল্য দেবে এবং যা উপেক্ষা করা উচিত তা উপেক্ষা করবে। তাদের উদাহরণ হল একজন লাইব্রেরিয়ান যিনি তাদের বইয়ের বিশাল লাইব্রেরিটি সঠিক ক্রমে সাজিয়েছেন যাতে তারা কোন চাপ ছাড়াই তাদের পছন্দের বইটি সহজেই খুঁজে পেতে পারেন। অথচ, যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের জীবনে জিনিস ও মানুষকে সঠিকভাবে অগ্রাধিকার দেয় না, সে সেই গ্রন্থাগারিকের মতো যে তাদের বইয়ের বিশাল সংগ্রহকে এলোমেলোভাবে সাজিয়ে রাখে। ফলস্বরূপ একটি একক বই খুঁজে পাওয়া তাদের জন্য দুঃস্বপ্ন এবং চাপের উত্স হয়ে ওঠে, কারণ তারা তাদের সমস্ত

বই ভুল করে ফেলেছে। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি পার্থিব নিয়ামত যেমন সম্পদ ও মানুষের দান করেছে, সে তাদের কাছ থেকে চাপ ছাড়া আর কিছুই পাবে না। এই যে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য বোঝে না। এই সেই ব্যক্তি যে আখেরাতকে উপলব্ধি করে না, যদিও তারা মৌলিক বাধ্যবাধকতা পালন করে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, পবিত্র কুরআন একজন ব্যক্তিকে যে উপলব্ধি প্রদান করে তা তাদের বুঝতে সাহায্য করবে যে তাকে যে সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা শেষের উপায় এবং নিজেই শেষ নয়। অতএব, তারা এই পৃথিবীতে যা লাভ, হারা বা পেতে ব্যর্থ হয়েছে তা দ্বারা তারা কখনই বিরূপ প্রভাব ফেলবে না, কারণ সমস্ত জিনিসই কেবল একটি উপায়। উপায় গুরুত্বপূর্ণ নয়, শুধুমাত্র শেষ। যারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুধাবন ও আমল করার মাধ্যমে সঠিক উপলব্ধি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, তারা এই পৃথিবীতে যা পায়নি তা নিয়ে তারা বিরক্ত হবে না। তারা বুঝতে পারে যে তারা এই পৃথিবীতে যা পাবে না তা পরকালে তাদের জন্য একটি নিখুঁত এবং স্থায়ী উপায়ে দেওয়া হবে। এই উপলব্ধি তাদের পৃথিবীকে এমনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে দেবে যেন এটি আখেরাতের অন্তহীন সমুদ্রের তুলনায় একটি ফোঁটা, ঠিক যেমন সুনানে ইবনে মাজা, 4108 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন। তাই, তারা যদি সমুদ্রের তীরে আক্ষরিক অর্থে দাঁড়িয়ে থাকে, অর্থাৎ পরকালের ফোঁটা হারায় তবে তারা পরোয়া করবে না। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 77:

"... বলুন, "পৃথিবীর ভোগ-বিলাস সামান্য, যে আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য আখেরাত উত্তম..."

এর মানে এই নয় যে এই ধরনের ব্যক্তি দুনিয়া ত্যাগ করে। বরং, তারা যে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, যার ফলে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য লাভ হয়।

প্রকৃতপক্ষে, এই উপলব্ধিটি, যার মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সন্তুষ্ট করেছে। তাঁর উপর, সমস্ত সৃষ্টির সেরা, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল কেন মহান আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তা পূরণ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। মহান সাহাবী আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিশ্চিত করেছেন যে সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, সর্বোত্তম ছিলেন কারণ তারা অন্য কারো চেয়ে জড়জগত থেকে বেশি বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং তারা আখেরাতের চেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। অন্য কেউ। ইমাম আবু নাঈম আল-আসফাহানীর হিলিয়াতুল আউলিয়া ওয়া-তে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে । তাবাকাত আল আসফিয়া, বর্ণনা 278। এই মনোভাব তাদের উপলব্ধির কারণে হয়েছিল।

এই উপলব্ধি এবং উপলব্ধির মাধ্যমে তাদের জীবন সম্পূর্ণ, উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং অর্থবহ হয়ে ওঠে। তাদের উপলব্ধির মাধ্যমে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সর্বোচ্চ স্বর্গ স্পর্শ করেছিল এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিল এবং চেষ্টা করেছিল। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 162:

" বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।"

অথচ যাদের দৃষ্টি এই নীচ জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তারা সব পেয়েও নিচু হয়ে গেল। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 24:

“ [এই] পার্থিব জীবনের উদাহরণ হল বৃষ্টির মত যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করেছি যা পৃথিবীর গাছপালা শোষণ করে - যা থেকে মানুষ ও গবাদিপশু খায় - যতক্ষণ না পৃথিবী তার শোভা ধারণ করে এবং সুশোভিত করা হয় এবং এর লোকেরা মনে করে যে তারা এটির উপর সামর্থ্য রাখে, সেখানে আমাদের নির্দেশ আসে রাতে বা দিনে, এবং আমরা এটিকে ফসল হিসাবে তৈরি করি, যেন এটি গতকাল ফুলে ওঠেনি। এভাবেই আমরা নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি তাদের জন্য যারা চিন্তা করে।"

এই উপলব্ধি এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করাই সেই ব্যক্তিকে দান করে যে সেগুলিকে বোঝার এবং আমল করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি এটি থেকে বঞ্চিত হয় সে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং এই পৃথিবীতে থাকার উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে, যদিও তারা পরকালে জান্নাত লাভ করে।

উপরে আলোচিত তিন ধরনের লোকের কথা পবিত্র কুরআনেও সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। অধ্যায় 56 আল ওয়াকিয়াহ, আয়াত 1-11:

“যখন ঘটনা ঘটে...এবং আপনি তিন প্রকারের হয়ে যান। তাহলে হকের সঙ্গী-সাথী কী? আর বামদের সঙ্গী- বামপন্থীদের সঙ্গী কি? এবং অগ্রদূত, অগ্রদূত। তারাই [আল্লাহর] নিকটবর্তী।”

পরিশেষে, একজনকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে পবিত্র কুরআনের শিক্ষাগুলি 1 ফাতিহা অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এবং অধ্যায় 1 আল ফাতিহার সংক্ষিপ্তসার হল যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন। যে ব্যক্তি এই নিয়ামতগুলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করবে, সে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য লাভ করবে। পক্ষান্তরে, যে তাদের অপব্যবহার করবে সে ঐশ্বরিক ক্রোধ লাভ করবে এবং শেষ পর্যন্ত উভয় জগতেই হেরে যাবে। যখন কেউ ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে সঠিক উপলব্ধি গ্রহণ করে তখন এই শিক্ষাটি স্পষ্ট হয়ে যায়। অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 6-7:

"আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন। তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন, তাদের নয় যারা [আপনার] ক্রোধ অর্জন করেছে বা যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

তাই পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শিক্ষা ও আমলের মাধ্যমে এই উপলব্ধি ও উপলব্ধি গ্রহণের মাধ্যমে অগ্রদূতদের কাছে ধরার চেষ্টা করুন, কারণ এই পৃথিবীতে সময় সীমিত এবং বিদায়ের আহ্বান হাতে। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 45:

" এবং যেদিন তিনি তাদের একত্রিত করবেন, [এটা এমন হবে] যেন তারা দিনের একটি ঘন্টা ব্যতীত [জগতে] অবস্থান করেনি..."

এবং অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 185:

" প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং কিয়ামতের দিনই তোমাদের [সম্পূর্ণ] প্রতিদান দেওয়া হবে। সুতরাং যে জাহান্নাম থেকে দূরে সরে গেছে এবং জান্নাতে প্রবেশ করেছে সে [তার ইচ্ছা] অর্জন করেছে। আর পার্থিব জীবন ছলনার ভোগ ছাড়া আর কি আছে।"

স্বাধীনতা - ১

সহীহ বুখারী, 6470 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি অন্যের কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাকবে তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

প্রয়োজনে অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু একজন মুসলমানের এই অভ্যাস করা উচিত নয় কারণ এতে আত্মসম্মান নষ্ট হতে পারে। এটি বিপজ্জনক হতে পারে কারণ যে ব্যক্তি আত্মসম্মান হারায় তার পাপ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে কারণ তারা আল্লাহ, মহান এবং অন্যরা তাদের সম্পর্কে যা চিন্তা করে তার যত্ন নেওয়া বন্ধ করে দেয়। যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয়ভাবে অন্যদের কাছে প্রার্থনা করে সেও তাদের সাহায্য করার জন্য মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিবর্তে তাদের সাহায্য করার জন্য অন্যদের উপর নির্ভর করতে শুরু করবে। মহান আল্লাহর উপর আস্থা রাখা, যাকে বৈধ উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে তা ব্যবহার করা এবং তারপর সেই ফলাফলে বিশ্বাস করা, যা আল্লাহ, মহান, একাই বেছে নেন, জড়িত প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম হবে। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের সাহায্যের জন্য প্রত্যাবর্তন করার আগে তাদের দেওয়া সমস্ত উপায় ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করবে, মহান আল্লাহ তাকে মানুষের স্বাধীনতা দান করবেন।

স্বাধীনতা - 2

সহীহ মুসলিম, 7432 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সেই বান্দাকে ভালবাসেন যে সৃষ্টির থেকে স্বাধীন। এর অর্থ হল, একজন মুসলমানকে তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়সমূহ যেমন তাদের শারীরিক শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। তাদের অলস আচরণ করা উচিত নয় এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে মানুষের কাছ থেকে জিনিসগুলি চাওয়া উচিত নয়, কারণ এই অভ্যাস তাদের উপর নির্ভরশীলতার দিকে পরিচালিত করে এবং এটি মহান আল্লাহর উপর একজন ব্যক্তির আস্থা হ্রাস করে। একজনকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে যাই ঘটুক না কেন, যা কিছু তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল তা তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন মুসলমানের উচিত তাদের সম্পদ, যেমন তাদের শারীরিক শক্তি ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করা এবং বিশ্বাস করা যে মহান আল্লাহ তাদের জন্য সর্বোত্তম তা দেবেন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, কেউ অন্যের উপর ভুলভাবে নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে যখন তারা বিশ্বাস করে যে একজন ব্যক্তি, যেমন একজন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষক, তাদের প্রার্থনা এবং সুপারিশের মাধ্যমে উভয় জগতে সাফল্য অর্জনের জন্য তাদের যথেষ্ট হবে। এই মনোভাব শুধুমাত্র অলসতাকে উত্সাহিত করে, কারণ কেউ বিশ্বাস করে যে তারা যেভাবে ইচ্ছা করে আচরণ করতে স্বাধীন এবং এখনও তাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষকের মাধ্যমে উভয় জগতেই সাফল্য অর্জন করবে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবর্তে সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন, তবুও মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য আন্তরিকভাবে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। , তারা তাকে খুশি করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে আশীর্বাদ ব্যবহার করে. এটাই সঠিক মনোভাব যা অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে।

স্বাধীনতা - 3

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মানুষের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া খুবই সাধারণ ব্যাপার, যেমন তাদের পরিবার। যদিও, মানুষের প্রতি আশা রাখা কোন পাপ নয় কিন্তু তারা অসিদ্ধ হওয়ায় একজন মুসলিম সর্বদাই হতাশ হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে থাকে, আসলে এটা অবশ্যম্ভাবী। বরং তাদের উচিত মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার চেষ্টা করা। এটি কেবলমাত্র তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয় একজন মুসলিম যে অবাধ্য সে মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করবে না। তখন তাদের উচিত তাদের কাছ থেকে বিনিময়ে কোনো কিছুর আশা বা আশা না করে সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করা। এটি তাদের উপর নির্ভরতা দূর করতে সহায়তা করবে। মহান আল্লাহ একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে সঠিকভাবে তাঁর উপর নির্ভর করবে, সে উভয় জগতের সমস্ত সমস্যা থেকে যথেষ্ট হবে। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 3:

"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..."

যেমন মহান আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকেন, যখন কেউ তাঁর উপর নির্ভর করে, তখন তারাও অটল ও অটল হয়ে ওঠে যখন অসুবিধার সম্মুখীন হয়। কিন্তু যদি তারা এমন লোকদের উপর নির্ভর করে যারা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনের প্রবণতা রাখে তারা চঞ্চল হয়ে উঠবে এবং অবিচল থাকতে ব্যর্থ হবে।

একজনের সাহায্যকারী এবং আশ্রয় যত শক্তিশালী হবে তারা তত শক্তিশালী হবে। একজন মুসলমান যদি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন, যিনি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান, তারা সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন। কিন্তু যদি তারা আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং এমন লোকদের উপর নির্ভর করে, যারা তাদের স্বভাবে দুর্বল, তারাও অসুবিধার মুখে দুর্বল হয়ে পড়বে। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যে ঝড়ের সময় একটি শক্তিশালী দুর্গে আশ্রয় নেয় এবং অন্য একজন যে খড়ের কুঁড়েঘরে আশ্রয় নেয়। কে সফলভাবে ঝড়ের অসুবিধা কাটিয়ে উঠার সম্ভাবনা বেশি তা নির্ধারণ করতে কোনও প্রতিভা লাগে না।

স্বাচ্ছন্দ্যের ধর্ম - ১

সহীহ বুখারি, 39 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ধর্ম সহজ এবং সোজা। এবং একজন মুসলিমের নিজেদের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো উচিত নয়, কারণ তারা তা পালন করতে পারবে না।

এর অর্থ হল একজন মুসলমানকে সর্বদা একটি সহজ ধর্মীয় ও পার্থিব জীবন যাপন করা উচিত। ইসলাম মুসলমানদেরকে সৎকর্ম সম্পাদনে নিজেদের অতিরিক্ত বোঝার দাবি করে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি সরলতার শিক্ষা দেয়, যা মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ধর্ম, ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ২৮৭ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। একজন মুসলিমের উচিত প্রথমে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য চেষ্টা করা, যেগুলো নিঃসন্দেহে রয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ করার জন্য তাদের শক্তি একজন মুসলিমকে তাদের বহন করার চেয়ে বেশি বোঝা দেন না। পবিত্র কুরআনের 286 নং আয়াতে আল বাকারাহ 2 অধ্যায়ে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

পরবর্তীতে, তাদের উচিত তাদের দিনের কিছু সময় ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়নের জন্য বের করা যাতে তারা তাদের শক্তি অনুযায়ী পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের উপর

আমল করতে পারে। এটি সহীহ বুখারি, 6502 নম্বরে পাওয়া হাদিস অনুসারে, মহান আল্লাহর প্রেমকে আকর্ষণ করে।

যদি কোন মুসলমান এই আচরণে অটল থাকে তবে তাদের এমন করুণা প্রদান করা হবে যে তারা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবে এবং অতিরিক্ত, অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই দুনিয়ার বৈধ আনন্দ উপভোগ করার সময় পাবে।

এভাবেই একজন মুসলিম নিজেদের জন্য সহজ করে তোলে। এবং যদি তাদের উপর নির্ভরশীল থাকে, যেমন শিশু, তাদের উচিত তাদের একই শিক্ষা দেওয়া, যার ফলে তাদের জন্য জিনিসগুলিও সহজ হবে। নিজের উপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া জিনিসগুলিকে কঠিন করে তোলে এবং একজনকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিতে পারে। এবং অত্যধিক শিথিল করা জিনিসগুলিকে কঠিন করে তুলবে কারণ অলসতার মাধ্যমে উভয় জগতেই মহান আল্লাহর রহমত হারাবে। তাই ভারসাম্যই সর্বোত্তম, যা ইসলাম সর্বদা উৎসাহিত করে।

ইসলাম যেমন সহজ, তেমনি হালাল ও হারাম স্পষ্ট, সহজবোধ্য এবং মেনে চলা সহজ। তাই ধর্মীয় জ্ঞানের উপর গবেষণা ও কাজ করে নিজের বা তাদের নির্ভরশীলদের জন্য বিষয়গুলিকে জটিল করা উচিত নয় যা নির্দেশনার অর্থের দুটি উৎস, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত নয়। যখন কেউ এই দুটি সূত্রকে কঠোরভাবে মেনে চলে, তখন তারা ইসলামকে বুঝতে ও বাস্তবায়ন করা সহজ মনে করবে।

পরিশেষে, বর্ধিতভাবে একজনকে তাদের পার্থিব জীবনকে সহজ রাখার চেষ্টা করা উচিত। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ অতিরিক্ত অপচয় ও অপচয় এড়িয়ে তাদের চাহিদা ও দায়িত্ব অনুযায়ী বস্তুগত জগতের জন্য চেষ্টা করে, যেমন হালাল সম্পদ। এটা যত বেশি মেনে চলবে তাদের পার্থিব জীবন ততই স্বস্তিদায়ক হয়ে উঠবে। যখন এটি তাদের সরল ধর্মের সাথে মিলিত হয়, তখন এটি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

স্বাচ্ছন্দ্যের ধর্ম - 2

সহীহ বুখারী, 6125 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জিনিসগুলিকে কঠিন করার পরিবর্তে অন্যদের জন্য সহজ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এবং অন্যদের সুসংবাদ দিতে এবং তাদের ভয় না.

একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা ইসলামিক জ্ঞান শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে নিজের জন্য সহজ করা, যাতে তারা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করতে পারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের উপর কাজ করতে পারে এবং তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে। এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা। এটি তাদের অপব্যয় বা অযৌক্তিক না হয়ে বৈধ জিনিস উপভোগ করার জন্য প্রচুর সময় সরবরাহ করবে। একজন মুসলিমের উচিত স্বেচ্ছাকৃত সৎকাজের ব্যাপারে তাদের শক্তি অনুযায়ী কাজ করা এবং নিজের উপর বোঝা চাপানো নয়, কারণ এটি ইসলামে অপছন্দনীয়। সহীহ বুখারী, 6465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি সর্বদা সর্বোত্তম।

উপরন্তু, মুসলমানদের উচিত অন্যদের জন্য জিনিসগুলিকে সহজ করে দেওয়া, বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়ে, যাতে লোকেরা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করে, বিশ্বাস করে এটি একটি বোঝা ধর্ম যদিও এটি একটি সহজ এবং সহজ ধর্ম। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ২৮৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি অন্যদের, বিশেষ করে শিশুদের শেখানো গুরুত্বপূর্ণ। যদি শিশুরা ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে ইসলাম একটি কঠিন ধর্ম, তারা বড় হওয়ার সাথে সাথে এটি থেকে দূরে সরে যাবে। শিশুদের শেখানো উচিত যে ইসলামের কিছু

বাধ্যবাধকতা রয়েছে যা পূরণ করতে খুব বেশি সময় লাগে না এবং তাদের জন্য ভাল এবং স্বাস্থ্যকর উপায়ে মজা করার জন্য প্রচুর সময় রেখে যায়।

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, ধর্মীয় বিষয়ে নিজের বা অন্যদের জন্য জিনিসগুলিকে সহজ করার অর্থ এই নয় যে একজন মুসলিম অলস হওয়া উচিত এবং অন্যদেরকে অলস হতে শেখানো উচিত, কারণ ন্যূনতম বাধ্যবাধকতাগুলি সর্বদা পূরণ করতে হবে, যদি না কেউ ইসলাম দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত হয়। যে অলসভাবে কাজ করে সে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে না, কেবল নিজের ইচ্ছা।

অন্যদের জন্য জিনিস সহজ করার আরেকটি দিক হল একজন মুসলিম অন্যদের কাছে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে না। পরিবর্তে, তাদের নিজেদেরকে সাহায্য করার জন্য এবং অন্যদের জন্য জিনিসগুলি সহজ করার জন্য তাদের শারীরিক বা আর্থিক শক্তির মতো তাদের দেওয়া উপায়গুলি ব্যবহার করা উচিত। কিছু ক্ষেত্রে, অন্যের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হলে শাস্তি হতে পারে। অন্যদের জন্য জিনিস সহজ করার জন্য একটি মুসলিম তাই কিছু ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তাদের অধিকার দাবি করা উচিত. এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলিম অন্যের অধিকার পূরণের জন্য চেষ্টা করবেন না বরং এর অর্থ হল যে তাদের অধিকার রয়েছে তাদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করার চেষ্টা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, একজন অভিভাবক তাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে একটি নির্দিষ্ট ঘরের কাজ থেকে মাফ করে দিতে পারেন এবং নিজেরাই করতে পারেন, যদি তাদের কাছে সমস্যা ছাড়াই তা করার উপায় থাকে, বিশেষ করে যদি তারা কাজ থেকে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। এই নম্রতা ও করুণা শুধু মহান আল্লাহকে তাদের প্রতি আরও করুণাময় করে তুলবে না বরং এটি তাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান বৃদ্ধি করবে। যে ব্যক্তি সর্বদা তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে সে পাপী নয় তবে তারা এইভাবে আচরণ করলে তারা এই পুরস্কার এবং ফলাফল হারাবে।

মুসলমানদের উচিত অন্যদের জন্য জিনিস সহজ করা এবং আশা করা উচিত, মহান আল্লাহ তাদের জন্য এই দুনিয়া এবং পরকালে সবকিছু সহজ করে দেবেন। কিন্তু যারা অন্যদের জন্য কঠিন করে তোলে তারা দেখতে পায় যে মহান আল্লাহ তাদের জন্য উভয় জগতেই কঠিন করে দেন।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই নিজেকে এবং অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অগণিত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে এবং তিনি এই পৃথিবীতে এবং পরকালে মুসলমানদেরকে যে মহান পুরস্কার দান করেন, যারা তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং নিয়তির মুখোমুখি হয়ে তাঁর আনুগত্য করে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে। এই পন্থা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করতে আরও কার্যকর। শুধুমাত্র কিছু ক্ষেত্রে যখন কেউ ইচ্ছাকৃত চিন্তায় লিপ্ত হয় এবং মহান আল্লাহকে অমান্য করে, আশা করে যে তারা সফল হবে, তখন একজন মুসলমানের উচিত তাদের তাদের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা, তাদের মধ্যে মহান আল্লাহর ভয়কে উদ্‌বুদ্ধ করা।

একটি ভারসাম্য সর্বোত্তম যেখানে একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি আশা ব্যবহার করে, পাপ প্রতিরোধ করার জন্য তাঁর আনুগত্য ও ভয়কে উত্সাহিত করতে। এবং যখনই কেউ ভারসাম্যহীন বোধ করে বা অন্যদেরকে দেখে যারা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে, একজন মুসলিমের উচিত নিজেকে এবং অন্যদেরকে সঠিক মধ্যপথে ফিরিয়ে আনার জন্য যথাযথভাবে কাজ করা।

স্বাচ্ছন্দ্যের ধর্ম - 3

সহীহ মুসলিম, 7129 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় সঠিক সময় বেছে নিতেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কারণ তিনি চাননি। অতিরিক্ত বোঝা বা তাদের বিরক্ত করা।

যদিও, একজন মুসলমানের কাছে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যগুলি শেখা ও আমল করা ছাড়া আর কোন অজুহাত নেই, কারণ এটিই ঈমানের দাবির বাস্তব প্রমাণ, কোনটিই কম নয়। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত তাদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি অনুযায়ী কাজ করা এবং অন্যদের সাথে তাদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি অনুযায়ী আচরণ করা যাতে তারা নিজেরাও বিরক্ত না হয় এবং অন্যকেও ইসলাম থেকে বিরক্ত না করে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিটি ব্যক্তি অনন্য তৈরি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন আশীর্বাদ এবং উপহার দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কারো কারো অনেক বেশি স্বেচ্ছাসেবী উপবাস করার শক্তি আছে আবার কারোর নেই। কেউ কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হাদিস অধ্যয়ন করার জন্য দিন কাটাতে মানসিক শক্তি রাখেন, যেখানে অন্যেরা থাকে না। কেউ কেউ আনন্দের সাথে অন্যদের সাথে সারাদিন ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে, অন্যদের তা করার মতো মনোযোগ বা মানসিক শক্তি নেই। এর অর্থ এই নয় যে যারা এই কাজগুলো করার শক্তি রাখে না তারা খারাপ মুসলিম কারণ মহান আল্লাহ প্রত্যেক

ব্যক্তির তাদের সামর্থ্য, শক্তি, উদ্দেশ্য এবং তারা যে কাজ করেছেন তার বিচার করবেন। এই আলোচনার অর্থ হল স্বেচ্ছায় ধর্মীয় বিষয়ে সংগ্রাম করার ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিজেদের বা অন্যদের প্রতি খুব বেশি কঠোর হওয়া উচিত নয়। একজন মুসলমানকে একটু একটু করে উন্নতি করার চেষ্টা করা উচিত যাতে তারা বিরক্ত না হয় এবং সম্পূর্ণরূপে হাল ছেড়ে দেয়। যদি একজন মুসলিমকে স্বেচ্ছায় ধর্মীয় বিষয়ে সংগ্রাম করার শক্তি দেওয়া হয়, তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করা, কারণ তিনি ছাড়া আর কেউ তাদের এই মঞ্জুরি দেননি। এটি বোঝা অহংকারের মারাত্মক পাপকে প্রতিরোধ করবে, যার একটি পরমাণুর মূল্য একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

একজনকে অবশ্যই অন্যদের জন্য, বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য জিনিসগুলিকে সহজ করতে হবে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে ইসলাম একটি সহজ এবং সহজ ধর্ম, কয়েকটি বাধ্যবাধকতা সহ, যার লক্ষ্য তাদের উভয় জগতে সাফল্য এবং শান্তি অর্জনে সহায়তা করা।

স্বাচ্ছন্দ্যের ধর্ম - 4

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ রিপোর্ট দেখলাম, যা সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। এটি একজন সফল অমুসলিম ব্যবসায়ী সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। এটি আলোচনা করে যে কিভাবে তিনি তার ব্যবসার শুরুতে সংগ্রাম করেছিলেন এবং কত বছরের প্রচেষ্টা, চাপ এবং ত্যাগ একটি সফল মাল্টি-মিলিয়ন পাউন্ড ব্যবসার দিকে পরিচালিত করেছিল। এটি আমাকে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের কথা মনে করিয়ে দেয় যেটি ঘোষণা করে যে মহান আল্লাহ কখনই মানুষের প্রচেষ্টাকে বৃথা করেন না। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 115:

"... আল্লাহ সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট হতে দেন না।"

এই আয়াতটি আশা প্রদান করে যে যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ বৈধ ও কল্যাণকর কিছু করার চেষ্টা করবে ততক্ষণ তাদের প্রচেষ্টা নষ্ট হবে না। মহান আল্লাহ যদি এমন লোকদের প্রচেষ্টাকে নষ্ট না করেন যারা এমনকি তাঁকে বিশ্বাস করে না, তাহলে তিনি কেন তাঁর একত্ব ও প্রভুত্বে বিশ্বাসী মুসলমানদের সমর্থন করবেন না? মহান আল্লাহ যদি মানুষের জড় জগতের জন্য চেষ্টা করার সময় তাদের প্রচেষ্টাকে বৃথা না করেন, তাহলে তিনি কীভাবে আখেরাতের কল্যাণের জন্য চেষ্টাকারীদের প্রচেষ্টাকে নষ্ট করবেন?

তাই মানুষের উচিত, ইহকাল ও পরলোক উভয় ক্ষেত্রেই মঙ্গল অর্জনের প্রচেষ্টা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলিম কিছু কষ্টের সম্মুখীন হয়ে হালাল উপার্জনের সংগ্রাম ছেড়ে দিয়েছে। তারা পরিবর্তে সামাজিক সুবিধা গ্রহণের জন্য বেছে নেয় এবং সমাজের বোঝা হয়ে ওঠে। যারা বেনিফিট পাওয়ার অধিকারী তাদের উচিত তাদের ব্যবহার করা, কারণ এটি তাদের অধিকার। কিন্তু যাদের নিজের উপার্জনের সামর্থ্য আছে তাদের তা করা উচিত এবং সমাজে অবদান রাখা উচিত।

এই আয়াতটি মুসলমানদের অন্যদের ভালো কাজ চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করে, যদিও তারা তাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা না করে। যদি কেউ আন্তরিকতার সাথে কাজ করে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তবে তাদের নিশ্চিত হওয়া উচিত যে তাদের প্রচেষ্টা লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং উভয় জগতেই পুরস্কৃত হবে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলিম যে বৈধ কাজই করুক না কেন, তা পার্থিবই হোক, যেমন ব্যবসায়িক সুযোগ, বা তারা কোনো ধর্মীয় কাজই করুক না কেন, তাদের উচিত তাতে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালানো, জেনে রাখা উচিত যে, মহান আল্লাহ তাদের সমর্থন করবেন এবং দান করবেন। সাফল্য, তাড়াতাড়ি বা পরে।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল, মুহাম্মদ, তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe